CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 2 September 2021 ■ আগরতলা ২ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ১৬ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজনীতির মারপ্যাঁচে ত্রিপুরার ভাগ্য কোন পথে ?

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব কতখানি সংকট কাটাতে পারলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। বিধানসভা নির্বাচনের আরও প্রায় দেড় বছর বাকি রয়েছে। এরই মধ্যে নির্বাচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল মাঠে নেমে পড়েছে। যারা ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন তারা জেগে উঠেছেন। কংগ্রেসের মতো দলও ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে চেষ্টা চালাচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ নিয়ে ব্যাস্ত ছিল। এখন ত্রিপুরার নেতাদের নিয়া ময়দানে নেমেছে। দরদ যেন উথলাইয়া পড়ছে। তৃণমূলের রাজনৈতিক অভিসন্ধী হচ্ছে এখানে যদি দুই একটা আসই পেতে পারে তাহলে তাদের সর্বভারতীয় দলের পরিচয় বহাল রাখা সম্ভব হবে। ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলের আশ্বাস দিচ্ছে জনগণকে। কিন্তু, তাদের এই আশ্বাস বিশ্বাসে স্থাপিত হচ্ছে না।

এদিকে, বিজেপির বিদ্রোহী শিবিরও মৃয়মান। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনজনকে মন্ত্রী বানিয়ে প্রাথমিক স্ট্রোক করেছেন। অদূর ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কোন পথে যাবে সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। ছন্নছাড়া বিরোধী শিবির রাজ্যের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারেনি। পরিবর্তনপন্থীরা এখন দিকবিদিক জ্ঞানশূণ্য হয়ে ছুটাছুটি করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তিনজনকে মন্ত্রিসভায় স্থান দিয়েছে, তা দলের হাইকমান্ডের অনুমোদন ছিল। তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে বিপ্লব দেবের উপর হাইকমান্ডের আস্থা ষোলআনায় রয়েছে। বিপ্লব দেবের বিকল্প নাই। বিক্ষুব্ধ নেতা সুদীপ রায় বর্মন বিজেপির বিশ্বাসভাজন হতে পারেনি। তাঁকে ঠান্ডা করার চেষ্টা করছে হাইকমান্ড। এটাও জানা গিয়েছে, সুদীপ বর্মন মন্ত্রিত্বের লোভ প্রত্যাখান করেছেন। একটা পথ খোলা আছে সুদীপ বর্মনের সামনে। সেটা হচ্ছে তৃণমূল। চারমাস পর তৃণমূলে যোগ দেবেন সুদীপ? নাকি নির্বাচনের প্রাক্কালে? যদি সেটা না হয় তাহলে তাঁরা না ঘরকা-না ঘাটকা হয়ে যাবে। সুদীপপন্থীরা অথৈ জলে ভাসবে।

বিপ্লব কুমার দেব
বিজেপি

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
তৃণমূল কংগ্রেস

প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন
তিপ্রা মথা

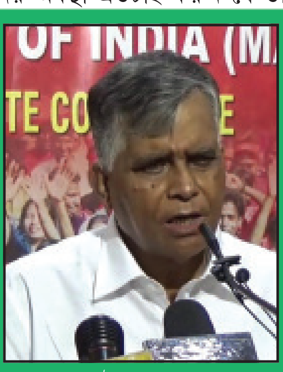

গৌতম দাশ
সিপিআইএম

পিযুষ বিশ্বাস
কংগ্রেস

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নতুন করে ভাবাচ্ছে। একথা স্বীকার করতে হবে যে বর্তমানে শাসক দলের মধ্যে যারা বিক্ষুব্ধ তাদের অবস্থা এতটাই করুন যে তাদের রাজনৈতিক ক্যারিয়ারই প্রশ্ন চিহ্নের মুখে। এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে আছেন। দল ও সরকার কতটা মানুষের কাছে পৌঁছতে পেরেছে। মানুষের চাহিদা, অভাব, অভিযোগ কতখানি লাঘব করতে পেরেছেন। মোটের উপর সংকট কতটা কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন।

নির্বাচনের আরও দেড় বছর বাকি। একথা ঠিক রাজনীতিতে শেষ বলে কোন কথা নেই। রাজ্যের বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেখানে বিরোধী শিবির অনেকটাই বেকায়দায় রয়েছে। কংগ্রেস এবং সিপিএম অতলে তলিয়ে গেছে। উঠে আসা অসম্ভব। কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল দলকে ক্রমেই নীচে টানিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। হাইকমান্ডের নির্দেশে কিছুদিন অন্তর অন্তর নেতা আসছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বদের একসূত্রে গাঁথার চেষ্টা করছেন। নেতারা ফিরে যেতেই শুরু হয়ে যায় পিছনে ছুরি মারার প্রক্রিয়া। এভাবে এই দলটি জনভিত্তি হারিয়ে ফেলেছে।

প্রধান বিরোধী দল সিপিএমের অবস্থাও প্রায় একই। সাংগঠনিক ভিত নষ্ট হয়ে গেছে। মাঝে মধ্যে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধ বিভিন্ন নীতির বিরোধীতা করে রাজধানী সহ বিভিন্ন মহকুমায় বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করছে সিপিএম। বিবৃতি আর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার সর্বস্ব হয়ে পড়েছে লাগাতর ২৫ বছর ত্রিপুরায় শাসন করা কমিউনিস্ট দলটি।

অন্যদিকে, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের তিপ্রা মথা এডিসি দখল করলেও জনগণ তাদের প্রতি ততটা আস্থাশীল নন। উন্নয়নমূলক কাজকর্মের ক্ষেত্রে এডিসি প্রশাসনের তেমন কোন উদ্যোগ নজরে আসছে না। পাহাড়ীদের মধ্যে হতাশার ছাপ। এই পরিস্থিতিতে তিপ্রা মথার ভবিষ্যতও প্রশ্নের উর্ধে নয়।

ত্রিপুরায় সংগঠন তৈরি করা কঠিন চ্যালেঞ্জ ঃ তৃণমূল নেত্রী সুস্মিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের সংগঠন তৈরি করা কঠিন চ্যালেঞ্জ। অকপটে স্বীকার করেছেন কংগ্রেসত্যাগী সদ্য তৃণমূলি সুস্মিতা দেব। আজ বুধবার ত্রিপুরা সফরে এসেছেন তিনি। আগরতলা এসে তিনি বিজেপি এবং ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন। এদিকে, আজ পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এবং তৃণমূল সাংসদ প্রতিমা মণ্ডলও রাজ্যে এসেছেন। বিমানবন্দরে নেমে তাঁরাও সুর চড়িয়ে বলেন, তৃণমূলকে মূল্য দিতে নারাজ বিজেপি দুষ্কৃতীদের দিয়ে গাড়ি ভাঙচুর করাচ্ছে কেন?

এদিন সুস্মিতা দেব বলেন, ত্রিপুরায় নির্বাচনে গালভরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি। আজ জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় বামেরা নিষ্ক্রিয়। কংগ্রেস দু-বছর ধরে কমিটি বানাতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেস মানুষকে মুক্তি দিতে ত্রিপুরায় আসছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেস এই রাজ্যে এসেছে।

তিনি বলেন, মানুষ চাইছেন ত্রিপুরায় তৃণমূল সংগঠন বিস্তার করুক। তাই, কয়েক মাস কঠিন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হবে। সংগঠন তৈরি করার জন্য এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তৃণমূলের অভিজ্ঞ নেতারা প্রতিনিয়ত ত্রিপুরায় আসছেন। তাই আমাদের বিশ্বাস, ত্রিপুরায় শক্তিশালী সংগঠন তৈরি করতে পারব।

এদিন বিমানবন্দরে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী কটাক্ষের সুরে বলেন, ত্রিপুরায় তৃণমূলকে মূল্য দিতে চাইছে না বিজেপি। অথচ তৃণমূলের গাড়ি ভাঙচুর করছেন বিজেপির দুষ্কৃতকারীরা। তিনি বিদ্রুপ করে বলেন, তৃণমূল ত্রিপুরায় আসবে, ঘুরে আনন্দ করে ফিরে যাবে। তাতে বিজেপি এতটা ভিত হচ্ছে কেন, প্রশ্ন ছুড়ে দেন তিনি।

ধর্ষণ মামলায় কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণে অভিযুক্তকে দুই ধারায় ৫ বছরের সশ্রম কারাবাসের ও আর একটি ধারায় ৫ মাসের কারাবাসের সাজা দিলেন বিচারক পি কুমার। সংবাদে জানা যায়, ৯ মে ২০১৯ সালে পেঁচারথল থানাধীন কৃষ্ণটিলার বাসিন্দা সুখময় দাস ওরফে সুখ পার্শ্ববর্তী পানটিলা পাড়ার নাবালিকার ঘরে একাকি পেয়ে ধর্ষণ করে। তখন মেয়েটির মা ও বাবা ঘরে ছিলেন না।

তারা ঘরে ফিরে এলে মেয়ের কাছ থেকে সব জেনে পেঁচারথল থানায় সুখময়ের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তদন্ত করে সুখময়কে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বৃদ্ধা মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর আহত করল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। বৃদ্ধা মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করল মদমত্ত যুবক। অভিযুক্তের নাম নিতাই দেবনাথ। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তগত বালুয়াছড়ী এলাকায়। বুধবার বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকায় এক বৃদ্ধাকে তার গুণধর পত্র বৃদ্ধা মাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে গুরুতর জখম করেছে ।সুরাবালা দেবনাথ দীর্ঘদিন যাবত বিছানায় শয্যাশায়ী। মঙ্গলবার বাড়ির লোকের অনুপস্থিতিতে মদমত্ত পুত্র গর্ভধারিনী মাকে দা দিয়ে কুপিয়ে আহত করে।

বুধবার সকাল বেলায় পরিবারের লোক বাড়িতে এসে দেখেন বৃন্দার হাত দা দিয়ে কুপিয়ে রেখেছে মদমত্ত পুত্র নিতাই দেবনাথ। এলাকাবাসী খবর দেন বিশ্রামগঞ্জ অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে ।সেখান থেকে দ্রুত কর্মীরা ছুটে এসে আহত সুরবালা দেবনাথকে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক হাসপাতালে নিয়ে যায়।

অপরদিকে, এলাকাবাসী উত্তেজিত হয়ে মদমত্ত যুবককে উত্তম-মাধ্যম দেন। ঘটনা সম্পর্কে বিশ্রামগঞ্জ থানায় খবর পাঠানো হয়। সেখান থেকে পুলিশ দ্রুত ছুটে গিয়ে মদমত্ত যুবক নিতাই দেবনাথকে আটক করে বিশ্রামগঞ্জ থানায় নিয়ে আসে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে আশঙ্কাজনক মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। চলন্ত গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেনএক মহিলা। আহত মহিলার নাম অর্চনা দাস। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

বিশালগড় বাইপাস রোডে বুধবার একটি ইকো গাড়ি থেকে এক মহিলা ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। ঘটনার বিবরণে জানা যায় , বুধবার বেলা ১১ নাগাদ উদয়পুরের বাগমা থেকে অর্চনা দাস নামে এক মহিলা একটি ইকো গাড়ি করে আগরতলার দিকে আসছিলেন। বিশালগড়ের বাইপাস এলাকায় এসে পৌঁছলে গাড়ির দরজা খুলে ওই মহিলা গাড়ি থেকে ছিটকে পড়ে যান। তাতে মহিলা গুরুতরভাবে আহত হন। ঘটনার পর পর স্থানীয় লোকজন ছুটে আসেন।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত মহিলাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর মহিলাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য আগরতলায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। মহিলার বাড়ি উদয়পুর এর বাগমা এলাকায়। বিশালগড় থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজ্যে করোনায় মৃত্যু আরও দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। সংক্রমনের এবং মৃত্যু রুখতে চাইছে না রাজ্যে। সংক্রমণে গতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও পশ্চিম জেলায় অধিক। নতুন করে সংক্রমিত হয়েছে আরো ৯৯ জন। নমুনা পরীক্ষা হয় ৫,৯৭১ জনের। মৃত্যুর সংখ্যা আরো ২ জনের।

পশ্চিম জেলায় নতুন করে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৩ জন, সিপাহীজলা জেলায় আক্রান্ত ৪ জন, খোয়াই জেলায় আক্রান্ত ১ জন, গোমতী জেলায় আক্রান্ত ৫ জন, দক্ষিণ জেলায় ১৩ জন, ধলাই জেলায় আক্রান্ত ৭ জন, ঊনকোটি জেলায় ২০ জন, উত্তর জেলায় ৬ জন।

সুস্থতার হার ৯৭.৯৮ শতাংশ। পজিটিভিটি হার ১.৬৬ শতাংশ এবং বর্তমানে হোম আইসোলেশনে এবং কোভিড সেন্টারে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা ৮৭৫ জন।

চাকরি নিয়ে বিজেপি জোট সরকারকে বিঁধলেন কংগ্রেস নেতা অজয় কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগণের সাথে সবচেয়ে বড় ধোঁকা হয়েছে। ভিশন ডকুমেন্ট অনুযায়ী যেসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার কিছুই পালন করেনি বিজেপি সরকার। এ সরকার বলেছিল, সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মিসকলে চাকরি দেওয়া হবে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে চাকরি মিস হয়ে গেছে।

কর্মচারীদের সপ্তম পে কমিশন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। সে প্রতিশ্রুতিও পালন হয়নি। বাইরে থেকে মানুষ এনে আউটসোর্সিং -এর মাধ্যমে কাজ করানো হচ্ছে। কিন্তু রাজ্যের ছেলেমেয়েরা কর্মসংস্থানের অভাবে ভুগছে। আইন শাসন বলতে কিছুই নেই। বিরোধী দলের নেতৃত্ব পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, বীরজিৎ সিনহা, মানিক সরকার পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছেন। একটা স্বৈরতান্ত্রিক সরকার চলছে।

বুধবার বিকেলে প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই অভিযোগ তুললেন কংগ্রেসের রাজ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত পর্যবেক্ষক ডঃ অজয় কুমার। তিনি বলেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর জনগনের স্বার্থে কোন কাজ হয়নি। আইন শাসন বলতে কিছু নেই। রাজনৈতিক পরিবেশ বদলানোর হাওয়া বইছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন তিনি। পাশাপাশি তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

টিকাকরণে রেকর্ড ভারতের, ২৪ ঘন্টায় ১.৩৩ কোটির বেশি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কোভিড-টিকাকরণে ফের রেকর্ড গড়ল ভারত। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১.৩৩ কোটির বেশি মানুষ। একইসঙ্গে বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬৫.৪১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৫,৪১,১৩,৫০৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১,৩৩,১৮,৭১৮ জনকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বুথকে গুরুত্ব দিচ্ছেন বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের সাংগঠনিক শক্তিকে আরো সমৃদ্ধ করতে ৬ দিনের রাজ্য সফরে রয়েছেন বিজেপি-র কেন্দ্রীয় নেতৃত্বরা। ধারাবাহিক ভাবে প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে চলছে সাংগঠনিক বৈঠক। বুধবার দলের জেলা স্তরের নেতৃত্ব সহ বুথ স্তরের নেতৃত্বদের নিয়ে দলের শীর্ষ নেতারা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

বুধবার রাজ্যের জেলা সভাপতি, মণ্ডল সভাপতি, জেলা প্রভারী, বুথ ম্যানেজমেন্ট কমিটির নেতৃত্ব, মোর্চা গুলির সভাপতিদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্য প্রভারী বিনোদ সোনকর, বিজেপির উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক অজয় জাম্বোয়াল, রাজ্যের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

তিনি জানান দীর্ঘ আলোচনা চলছে সাংগঠনিক বিস্তার নিয়ে।ইতিমধ্যেই মোর্চা গুলির পূর্ণাঙ্গ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযানের সূচনা করলেন তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। আজকের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা যদি সুস্থ দেহ নিয়ে বড় হতে না পারে তাহলে সমাজের সার্বিক বিকাশ সম্ভব নয়। তারা সমাজে অন্য সবার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে পারবেনা। রাজ্যের শিশু, কিশোর-কিশোরীরা যাতে সুস্থ দেহ ও মন নিয়ে বড় হতে পারে সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযানের সূচনা হয়েছে।

আজ রাণীরবাজার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব-সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্বোধন করে তথ্য ও সংস্ক’তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আজকের শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আস্তে আস্তে বড় হয়ে উঠবে। ভবিষ্যতে সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব নেবে। অনুষ্ঠানে তিনি রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা তুলে ধরেন। তথ্য ও সংস্ক’তি মন্ত্রী কোভিড পরিস্থিতিতেও রাজ্যে আশাকর্মী ও অঙ্গনওয়াড়িকর্মীগণ বাড়ি বাড়ি গিয়েও কোভিড টিকাকরণে যেভাবে কাজ করেছেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, সবার সম্মিলিত প্রয়াসেই কোভিড টিকাকরণে ত্রিপুরা দেশের অনেক রাজ্য থেকে এগিয়ে রয়েছে। অনুষ্ঠানে তথ্য ও সংস্ক’তি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী কয়েকজন শিশু ও কিশোর-কিশোরীকে ভিটামিন-এ সিরাপ খাইয়ে দেন।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাণীরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শঙ্কর সাহা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. দেবাশিষ দাস, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক জীবন ক’ষ্ণ আচার্য, জেলা নোডাল অফিসার ডা. সুখেন্দ নাথ প্রমুখ। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ১ লক্ষ ৭৬ হাজার ৬৭০ জন শূন্য থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের এই অভিযানের আওতায় আনা হবে।

স্নাতকের শংসাপত্র চেয়ে উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। চলতি মাসেই স্নাতক শংসাপত্র প্রদানের দাবিতে আজ বুধবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিয়েছেন এমবিবি এবং বিবিএম কলেজের ছাত্রছাত্রীরা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে জুনেই তাঁরা স্নাতক শংসাপত্র পেতেন। কিন্তু করোনার প্রকোপে এখন তা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

আজ মহারাজা বীরবিক্রম কলেজ এবং বীরবিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা ভবনে যান। তাঁদের বক্তব্য, করোনার প্রকোপে এ বছর পরীক্ষা হয়নি এখনও। অনলাইনে পরীক্ষার সূচি নির্ধারিত হলেও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তা বাতিল হয়ে গেছে। কিন্তু এখন সময় মতো স্নাতকের

শংসাপত্র না পাওয়া গেলে ভবিষ্যতে উচ্চ শিক্ষার জন্য আবেদন জানানো যাবে না। তাঁদের দাবি, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ৩১ আগস্ট থেকে ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরীক্ষার সূচি নির্ধারিত হয়েছিল। এতে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এখন পর্যন্ত পরীক্ষার দিনক্ষণ ঘোষণা করেননি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

তাঁদের আরও বক্তব্য, এখন অফলাইনে পঠন-পাঠন এবং তার পর যদি পরীক্ষা হয় তাহলে অনেকটা সময় অতিরিক্ত প্রয়োজন হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ৩১৩ ▫ ২ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং▫ ১৬ ভাদ্র ▫ বৃহস্পতিবার ▫১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মৌলবাদ ভয়ঙ্কর প্রবণতা

প্রশ্নটা শুধু বিদেশনীতির নয়, সতর্ক না থাকিলে যে মৌলবাদ কত সহজে একটি দেশ দখল করিতে পারে, সেটি পুনরায় প্রমাণিত হইল আফগানিস্তানে।

ক্ষমতা ছিনাইয়া নিয়াছে সে দেশের মৌলবাদী সংগঠন তালিবান।যে দেশের রাজধানীর বিমানবন্দরে কর্মীরা রাতে মাছি মারিয়া সময় কাটাইত, আজ সেই বিমানবন্দর ঘিরিয়া দিনে রাতে পঞ্চাশ হাজার মানুষের সমাবেশ। গত পঞ্চাশ বছরে কাবুল থেকে বিমান ধরিবার এমন তাড়া কেউ দেখেনি। প্রাণের দায়ে ঘটি বাটি বেচিয়া প্রাণ হাতে করিয়া দেশে ফিরিবার তাড়া।সেই দেশ ছাড়িবার তাড়া। কারন আফগানিস্তানে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে বদল ঘটিয়া গেছে। ক্ষমতা ছিনাইয়া নিয়াছে সেই দেশের মৌলবাদী সংগঠন তালিবান। আর সেই তালিবান আতঙ্কে দিশেহারা মানুষ।আমেরিকা প্রবল রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাব মুক্ত করিয়া মধ্য এশিয়ায় মার্কিন দাপট প্রতিষ্ঠা করিতে আফগানিস্তানের মাটিকেই বাছিয়া নিয়াছিল। সাতের দশক থেকে পাকিস্তানকে সঙ্গে নিয়া আফগানিস্তানের সরকার ফেলিবার যে চক্রান্ত করিয়াছিল আমেরিকা, সেই ”অপারেশন সাইক্লোন” আজ ইতিহাস। সিআইএ-র ইতিহাসে অন্যতম ব্যয়বহুল এবং দীর্ঘমেয়াদি এই গোপন অপারেশন ছিল আফগানিস্তান দখলের লক্ষ্যেই। এই পর্ব থেকেই আমেরিকা সোভিয়েতকে টাইট দিতে তালিবানি বাহিনীকে খোলাখুলি সমর্থন জুগাইয়াছে।

এমনকী ১৯৯৬ সালে তালিবানরা যখন প্রথম কাবুল দখল করিয়াছিল তখন তাকে ”ইতিবাচক পদক্ষেপ” বলিয়া স্বাগত জানাইয়াছিলেন আমেরিকার দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব রবিন রাফেল। যে জঙ্গি বাহিনীকে দুধকলা খাওয়াইয়া পুষিয়াছিল মার্কিনি শাসক, তাহাদের ছোবল যে এক দিন খাইতে হইবে সেটা তাহারা প্রথম টের পায় টুইন টাওয়ার বিস্ফোরণের ঘটনায়। নিজের ঘরে জঙ্গি হানার আগুন লাগিবার পরে জঙ্গিদের বিষদাঁত ভাঙিতে মার্কিন প্রশাসন তালিবান আর আল কায়দার চারণভূমি আফগানিস্তান দখলের পরিকল্পনা করে। মার্কিন হানার কারণে তালিবানদের ১৯৯৬ সালে শুরু করা প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘটে ২০০১ সালে।

তার পর টানা দু’’দশক জুড়িয়া মার্কিন অভিভাবকত্বে চলিয়াছে আফগানিস্তান। অস্ত্রে শস্ত্রে বলীয়ান হইয়া আফগানিস্তান শাসন করিয়াছে আমেরিকা আর তাহার মিত্রবাহিনী। তালিবানদের হঠাইয়া সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বিকল্প সরকার। কিন্তু এত কিছুর পর কী এমন ঘটনা ঘটিল যে আমেরিকা ঘরের খেয়ে আফগানিস্তানে আর মোষ চরাইবে না, এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার অব্যবহিত পরেই আফগান প্রশাসন তাসের ঘরের মতো ভাঙিয়া পড়িল ? আর কী করিয়া উল্কার গতিতে উত্থান ঘটিল আফগান মরুভূমির মধ্যে উটের মতো মুখ গুঁজে থাকা জঙ্গি তালিবানদের, সেটাই আজ প্রশ্ন। কারণ এই তালিবানিরা ইতিউতি বাড়িয়া ওঠা মামুলি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠী শুধু নয়। তাহারা একুশ শতকে মৌলবাদের আধুনিক সংস্করণ। আজ অনেকেই আফশোশ করিয়া বলিতেছেন, তালিবানদের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করিয়া আমেরিকার সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তেই পরিস্থিতি রাতারাতি এত ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। সরকার সামরিক কায়দায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় খানিক সফল হইলেও কার্যত ব্যর্থ হইয়াছে সে দেশে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রসারের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করিতে। অসফল হইয়াছে মানুষকে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সামিল করিয়া দেশের মানুষের আত্মবিশ্বাস বাড়াইয়া তুলিতে।

দিল্লিতে ইডির দফতরে গেলেন না অভিষেক-জায়া রুজিরা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সমন সত্ত্বেও কয়লা মামলায় এনোর্সমেন্ট ডাইরেক্টোরেটের (ইডি) হাজিরা এড়ালেন অভিষেক-পত্নী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়। চিঠি দিয়ে তিনি ইডি-কে জানিয়ে দিলেন, অতিমারির মধ্যে দুই শিশু সন্তান নিয়ে দিল্লি-যাত্রাকে নিরাপদ মনে করছেন না তিনি। তাই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী আর্জি জানিয়েছেন তাঁকে যেন কলকাতার বাড়িতেই প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ করে ইডি।

সম্প্রতি কয়লা মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৩ সেপ্টেম্বর ও তাঁর স্ত্রী রুজিরাকে ১ সেপ্টেম্বর দিল্লির দফতরে তলব করে ইডি। পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে রুজিরার কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল রুজিরার আত্মীয়দেরও। ১ সেপ্টেম্বর রুজিরাকে দিল্লির অফিসে ডেকে পাঠায় ইডি। এত কম সময় তাঁর পক্ষে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয় বলে চিঠি দিয়ে জানালেন তিনি। এই সঙ্গে রুজিরা জানিয়েছেন, প্রয়োজনে ইডি-র কলকাতা অফিসে যাওয়ার বিষয়টি তিনি বিবেচনা করতে পারেন।

ট্রেনের সংরক্ষিত কামরায় পাঁচটি চোরাই মোবাইল-সহ ধৃত ১

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রীতিমতো টিকিট কেটে যাত্রী সেজে সফর চোরের। তবে রেলরক্ষীদের তৎপরতায় ভেস্তে যায় সেই পরিকল্পনা। এই ঘটনায় পাঁচটি মোবাইল-সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে শিয়ালদহগামী পদাতিক এক্সপ্রেসের এ-২ কামরায় যাচ্ছিলেন চিরঞ্জীব চক্রবর্তী। মাঝ রাতে তিনি লক্ষ্য করেন তাঁর মোবাইল উধাও। হইচই করতে একই কামরার যাত্রী মানিক চট্টোপাধ্যায়, শ্রীজিতা বিশ্বাস, বি-৩ কামরার যাত্রী সৌরভ চৌধুরী, এ-১ কামরার যাত্রী রূপলেখা পোদ্দার প্রত্যেকেই দেখেন যে তাঁদের মোবাইলও পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ ঘুমনোর আগেও তাঁরা মোবাইল ব্যবহার করে ব্যাগে বা মাথার পাশে রেখেছিলেন। তখনই চুরির কথা মাথায় আসায় তাঁরা রেলের সুরক্ষা সংক্রান্ত অভিযোগের জায়াগায় বিষয়টি টুইট করে জানান।

এদিকে, যাত্রীদের অভিযোগ পেয়েই তৎপর হয় রেল। সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ কন্টোল ওই ট্রেনের রক্ষী বাহিনীকে নির্দেশ দেয়, ট্রেনের সব দরজা বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। যাতে কেউ পালাতে না পারে। এরপর টানা তল্লাশিতে ধরা পড়ে বি-২ কোচের ২৩ নম্বর বার্থের যাত্রী। সূত্রের খবর, ধৃতের কাছ থেকেই উদ্ধার হয় পাঁচটি সদ্য চুরি যাওয়া মোবাইল।

লক্ষ্য শিল্প ও কর্মসংস্থান, ফের জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

দুর্গাপুর, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়েছিলেন তাঁর লক্ষ্য হবে শিল্প যার মাধ্যমে বাড়বে কর্মসংস্থান। বুধবার দুর্গাপুরে ৩০০ কোটি টাকার পলিফিল্ম কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে সেই কথাই আরও একবার শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী। দীর্ঘ দশবছরে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানে সেভাবে ফল করতে পারেনি তৃণমূল সরকার। যার ধাক্কা মাঝে মাঝে ভোটবাক্সে পড়ে যুব সমাজের কাছ থেকে। শুনতে হয় কথা, তাই ফের কর্মসংস্থানের আশ্বাস দিয়ে মানুষের মন পাওয়ার চেষ্টা করলেন। তিনি বলেন, রাজ্যে ডেটা সেন্টার ইন্ডাস্ট্রি তৈরি করা হবে। নতুন ডেটা ইন্ডাস্ট্রি নীতিতে রাজ্যের নতুন লক্ষ্য তথ্য ব্যবস্থাপনা এবং সংগ্রহের হাব হিসেবে বাংলাকে গড়ে তোলা। যাতে পূর্ব ভারতের পাশাপাশি বাংলাদেশ, নেপাল এবং ভূটানেরও তথ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয়তা বাংলা মেটাতে পারে। ডেটা সেন্টারগুলিকে সবরকম সাহায্য করবে রাজ্য সরকার। অনুমোদন থেকে শুরু করে সহজ শংসাপত্র পাওয়ার ব্যাপারেও সাহায্য করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আগামী ৫ বছরে ৪০ হাজার মেগাওয়াটের ডেটা সেন্টার গড়ে তোলা হবে। এই ডেটা সেন্টার শুধু বাংলা নয়, প্রতিবেশী দেশ নেপাল, ভূটান, বাংলাদেশকে সাহায্য করবে। বিনিয়োগ হবে ২০ হাজার কোটি বিনিয়োগ। তথ্য প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ২৪ হাজার যুবক-যুবতী চাকরি পাবেন।

হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ডা. নীলরতন সরকারের স্বদেশানুরাগ

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দীর যাটের দশকে যে কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং নিজ যোগ্যতায় দেশের ও দশের মধ্যে যশস্বী হয়ে উঠেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন ডা. নীলরতন সরকার। স্বনামধন্য চিকিৎসক হিসেবে ও রাজনীতিতে তার অবদান কম ছিল না। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল নেহরু, আচার্য প্রফুল্লচন্দরায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ ব্যক্তির সঙ্গে ডা. নীলরতন সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

নীলরতন সরকার এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ কারার পর ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলে ভর্তি হন। এখানে পায় শেষ করার পর তিনি ১৮৮৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। শুরু হয় তাঁর জীবনে নতুন অধ্যায় লাভ করেন। ‘গুডিব বৃত্তি’। ১৮৮৮ সালে উত্তীর্ণ হন এমবি পরীক্ষায়। ১৮৯০ সালে লাভ করেন এমডি ডিগ্রি। তাঁর আগে মাত্র ছয়জন এমডি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে (১৮৬২), মহেন্দ্রলাল সরকার ও জগবন্ধু বসু (১৮৬৩), আর ডব্লু কার্টার (১৮৬৫), ভগৎচন্দ্র রুদ্র (১৮৮০) ও রামপ্রসাদ বাগচি (১৮৮৭)। এরপর নীলরতন স্বাধীনতাভাবে চিকিৎসা ব্যবসা শুরু করেন। অল্পদিনেই তার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তৎকালীন চিকিৎসক সমাজ বিনা দ্বিধায় তাঁকে নেতা বলে স্বীকার করে নেয়। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে তিনি ছিলেন চিকিৎসক সমাজের অবিসংবাদিত নেতা। তাঁর ভিজিট দু’টাকা দিয়ে শুরু হয়ে তা চৌষট্টি টাকা পর্যন্ত ওঠে। দেশীয় চিকিৎসক হয়েও তিনি ১৬ টাকা ভিজিটে প্রথমে প্রাইভেট প্রাকাটিশ শুরু করেন। সাহেব ডাক্তাররা ১৬ ৩২,৬৪ টাকা ভিজিট নিতেন। রোগীদের কাছে ডা. নীলরতন ছিলেন ঈশ্বর স্বরূপ। তিনি রোগীকে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করতেন যা বর্তমান সময়ে চিকিৎসকদের কাছে দুর্লভ। তাঁর রোগী দেখার ফির বেশি হলেও অর্থের প্রতি তাঁর লোভ ছিল না। কত দরিদ্র রোগীকে তিনি বিনা ভিজিটে দেখেছেন কত রোগীব ওষুধপথ্য কিনে দিয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। ১৯০১ সালে ডা. নীলরতন সরকার প্রধান উদ্যোক্ত হয়ে দেশীয় চিকিৎসকদের একটি সংগঠন ‘খ্যালকটা মেডিক্যাল ক্লাব’ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্লাবের কাজ তাঁর ৬১ নম্বর হ্যারিসন রোডের বাড়ি থেকে চলত। টানা ১৭ বছর তিনি এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন। ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোশিয়েন গঠনেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি ছিলেন প্রথম চিকিৎসক উপাচার্য (১৯১৯-১৯২১)। ১৯১৮ এবং ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত চিকিৎসক সম্মেলনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। ১৮৯৫ সালে সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারি ও আরও কয়েকজন সহকর্মীর উৎসাহে তিনি কলেজ অব

ফিজিসিয়ানশ অ্যানজগুড সাজীনস প্রতিষ্ঠা করেন। এটি হল ভারতে প্রথম বেসরকারি কলেজ। নবজাতকের মৃত্যু কমাতে তিনি প্রথমে ‘দাই’দের প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হন। তিনি জনস্বাস্থ্যের জন্য চিন্তা করতেন। বহু প্রবন্ধে এবং ভাষণে তার উল্লেখ রয়েছে। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় তিনি সক্রিয় সহযোগিতা করেন।

সে সময় সারা দেশ দেশাত্মরোধে উদ্বেলিত। স্বদেশী বয়কট আন্দোলন তাকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। স্বদেশি বলতে প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও নীলরতন সরকার কিন্তু বৃহদাকার ও আধুনিক শিল্পের কথা ভেবেছিলেন। নীলতরণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বেলেঘাটা ন্যাশনাল সাবান ফ্যাক্টরি, ন্যাশনাল ট্যানারি। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে ট্যানারি কাজে তিনি ছিএলন পথিকৃৎ। বেঙ্গল কেমিক্যাল, বেঙ্গল ইমিউনিটি প্রভৃতি ওষুধ তৈরির প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি প্রথম থেকে যুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূলধন ও অভিজ্ঞাতার অভাবে এই সমস্ত উদ্যোগ বিনষ্ট হলেও সফল ব্যতিক্রম-জামসেদজি টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখান ।আজও আমাদের গর্বের বিষয়। আদর্শবাদের কমতি না থাকলেও স্বদেশি আন্দোলন বিলাতি ব্যবসায়ের গায়ে তা প্রবল বা দীর্ঘস্থায়ী আঘাত হানতে পারেনি। এই সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে নীলরতন সরকার যুক্ত ছিলেন। বয়কট আন্দোলনের ফলে যে সমস্ত ছাত্ররা হতাশাগ্রস্ত হয়ে শর টির... তাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে সরকারি শিক্ষা মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মৌলভী ইয়াসুফ প্রতিষ্ঠান বয়কট করে বেরিয়ে এসেছে অথবা খান বাহাদুর, অরবিন্দ ঘোষ; প্রমথনাথ চৌধুরী সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে।

তাই বিকল্প হিসাবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধিকাংশের কাছে হয়। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ পরিষদের শুভ সুচনা লান্য ছিলি সাহিত্য শ্রত, বিজ্ঞান ভিত্তিক এবং হয়। জুলাই মাসে অনতিবিলম্বে প্রতিষ্ঠিত হতে টেকনোলজি নির্ভর শিক্ষা। সংখ্যালঘুর একাংশ মনে যাওয়া জাতীয় বিদ্যালয় এবং ইতোমধ্যে বিভিন্ন করেছিলেন এই ত্রিধারার শিক্ষা বড় বেশি উচ্চাশা মফঃস্বল শহরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের ভর্তির যোগ্যতা নির্ধারকপরীক্ষা গ্রহণের দরকার ছিল। তার জন্য প্রয়োজন ছিল প্রশ্নপত্র তৈরি করার। ঠিক করা হয় প্রশ্নপত্র হয়ে যাবে। তাই তারা চেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় শিক্ষাকে গুরুত্ব দিতে। ১৯০৬ সালে ২৫ জুলাইত্ত টেকনিক্যাল শিক্ষা সংগঠন সমিতির নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠা হয়েছিল বেঙ্গল নর্মাতাদের। এই প্রশ্নপত্র নির্মাতাদের মধ্যে নীলরতন সরকারও ছিলেন। অন্যান্যরা হলে টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মূল আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেছিল তারকনাথ পালিতের কাছ থেকে। প্রমথনাথ বসুই এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ এবং ডা. নীলরতন সরকার হন প্রথম সম্পীদক। তদানীন্তন অর্থনৈতিক স্বদেশির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে তারা তাদের পাঠক্রম নির্ণয় করে। সুতরাং জোর দেওয়া হয় চিনামাটির তৈরি, মোমবাতি ইত্যাদি তৈরির উপর। এই সকল বিষয়ে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রশিক্ষণ দিতে সচেষ্ট হয়। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকতায় যারা দায়িত্ব সরকার। এছাড়া আরও দু’জন স্বদেশি শিল্পোদ্যোগী সত্যসুন্দর দেব ও মণীন্দ্র নন্দীও দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিনয়কুমার সরকার একে “মিস্তিরি তৈরির কারখানা” বলে উপহাস করেন। শেষ পর্যন্ত ১৯১০ সালে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের সঙ্গে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইন্সটিটিউট দুটি মিলিত হতে বাধ্য হয়। রাজনীতির সঙ্গে নীলরতন সরকারের যোগাযোগ ছিল ১৮৯০ সাল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু ১৯১৯ সালে তিনি মডারেটদের সঙ্গে কংগ্রেস ত্যাগ করেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত তিনি বঙ্গীয় বব্যস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ব্যাপকহারের খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে ঘি, মাখন ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো শুরু হয়। এই প্রতিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থা সংশোধন বিল (১৯১৭) পরিষদে লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ উত্থাপন করলে রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর এই ধরনের ‘ত্রস্ত আইন প্রণয়ন’ এর বিরোধিকতা করেন। ডা. নীলরতন সরকার , এ কে ফজলুল হক ও অন্যান্যরা পালের বিরোধিতা করেন। বিলটি কিন্তু একদিনেই পাশ হয়ে যায়। ব্যবস্থাপক সভায় প্রথণ দিক বাদ দিলে পবর্তী পর্যায়ে নীলরতন সরকার, ফজলুল হক, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখান। ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয় ওই অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নীলরতন সরকার। নীলরতন সরকার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পরস্পরের প্রতি ছিল অপরিসীমা শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা। দু’জনেই ব্রাহ্মসমাজের উদার পরিবে ১৯১৫ সালে বঙ্গীয় হিতসাধনমণ্ডলীর উদ্বোধন সভার অধিবেশন শিবনাথ শীস্ত্রীর সভাপতিত্বে হয়। রবীন্দ্রনাথও সভায় উপস্থিত হন। এই সভায় ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নীলরতন সরকার ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বক্তাদের অন্যতম রূপে একে একে ভাষণ দান করেন। রবীন্দ্রনাথের খুচরা কবিতা অনেকগুলি জমেছিল। সেগুলি একত্র করে “সেঁজুতি* নামে কাব্যখানি উৎসর্গ করেন, “ডাক্তার সার নীলরতন সরকার বন্ধু বরেষু” শ্রোবণ ১৩৪৫) নামে। বিশ্বভারতীর জন্য ট্রাস্টি সভা গঠিত হলে ট্রাস্টি হন রবীন্দ্রনাথ, ডা. নীলরতন সরকার ও অ্যাটর্নি হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। বিশ্বভারতীর যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির ভার অর্পিত হয় এই ট্রাস্টির উপর। ১৯৪০ সালে নীলরতন অসুস্থ হলে কবি রবীন্দ্রনাথ তাকে দেখতে যান। আবার শান্তিনিকেতনে কবি অসুস্থ হয়ে পড়লে ডা. নীলরতন সেখানে গিয়ে তাকে সুস্থ করে তোলেন।

কিন্তু শেষ সময় নীলরতনের ডাক পড়লে সে যাত্রায় তিনি কবিকে রক্ষা করতে পারেননি। হিজলি-বন্দী শিবিরে, নৃশংস গুলি চালনা ও ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় ব্যাপকহারে খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে ঘি, মাখন ইত্যাদিতে ভেজাল মেশানো শুরু হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতা পৌরসংস্থা সংশোধন বিল (১৯১৭) পরিষদে লর্ড সত্যেন্দপ্রসন্ন সিংহ উত্থাপন করলে রায় রাধাচরণ পাল বাহাদুর এই ধরনের ”ত্রস্ত আইন প্রণয়ন” এর বিরোধিতা করেন। ডা. নীলরতন সরকার, এ কে ফজলুল হক ও অন্যান্যরা পালের বিরোধিতা করেন। বিলটি কিন্তু একদিনেই পাশ হয়ে যায়। ব্যবস্থাপক সভায় প্রথম ফজলুল হক, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ প্রন্ন জিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বিশেষ দক্ষতা দেখান। ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের যে বাৎসরিক অধিবেশন হয় ওই অধিবেশন অভ্যর্থনা সমিতির অন্যতম সম্পাদক ছিলেন নীলরতন সরকার। বন্ধু ছিলেন। পরস্পরের প্রতি ছিল অপরিসীম শ্রদ্ধা হত্যার প্রতিবাদে কলকাতায় মনুমেন্টের পাদদেশে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তার ঐতিহাসিক ভাষণটি পাঠ (২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৩১) করেন। সভাশেষে, স্যার নীলরতন সরকার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করেন। আর ওই প্রস্তাবগুলি কার্যে পরিণত করার জন্য একটি কমিটিও গঠিত হয়। ডা. পাঠ করেন : “প্রেসিডেন্ট রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সদস্যগণ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্যার নীলরতন সরকার, যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, সুভাষচন্দ্র বসু, দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, তুলসীচরণ গোস্বামী, শরৎচন্দ্র চ্যাটার্জি” প্রমুখ আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয়ের নাম ছিল। স্বদেশানুরাগী ডা. নীলরতন সরকার গিরিডিতে ১৮ মে ১৯৪ সালে প্রয়াত হয়. প্রয়াণের পর ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুলের নামকরণ করা হয় নীলরতন সরকার মেডিকলে কলেজ ও হাসপাতাল হিসেবে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অসমে আরও কমল কোভিড-কারফিউয়ের সময়সীমা, জারি নয়া এসওপি, চলবে আন্তঃজেলা সব ধরনের যান

৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে পঠন-পাঠন

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আরও উন্নত হয়েছে কোভিড পরিস্থিতি। তাই অসমে জারি করা হয়েছে নয়া স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজিওর (এসওপি)। আজ বুধবার ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা থেকে বলবৎযোগ্য নয়া এসওপি আজ জনতা ভবনে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত। এর পরই নয়া এসওপি-র বিজ্ঞপ্তি জারি করেছেন অসম রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষ।

নয়া এসওপি অনুযায়ী বেশ কিছু ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা শিথিল করা হয়েছে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নয়া এসওপি ঘোষণা করে জানান, গোটা রাজ্যে আরও একঘণ্টা শিথিল করা হয়েছে কোভিড-কারফিউ। সে অনুযায়ী সব জেলায় পূর্ববর্তী ৭:০০টার বদলে রাত ৯:০০টা থেকে ভোর ৫:০০টা পর্যন্ত বলবৎ হবে কারফিউ। মন্ত্রী বলেন, পূর্ববর্তী ৬:০০টার পরিবর্তে নয়া এসওপি অনুযায়ী রাত ৮:০০টা পর্যন্ত কর্মক্ষেত্র, হোটেল-রেস্টুরেন্ট-ধাবা, ব্যবসায়িক-বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, বিক্রয় কেন্দ্র, শোরুম, মুদি দোকান, ফলমূল ও শাক-সবজির দোকান খোলা রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে, সাপ্তাহিক হাটগুলিকে সর্বাধিক ৬ ঘন্টার ব্যবধানে শিফটিং ব্যবস্থায় খোলার অনুমতি দিয়েছে সরকার। এক্ষেত্রে অবশ্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় প্রশাসন সময়সূচি এবং আনুষঙ্গিক নিয়মবালি নির্ধারণ করবে, জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, আন্তঃজেলা যাতায়তের ক্ষেত্রেও চলমান নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়েছে। সে অনুয়ায়ী গুয়াহাটি তথা কামরূপ মহানগর জেলা সহ অন্য সব জেলায় আজ থেকে গণ-পরিবহণের সরকারি-বেসরকারি যানবাহন ১০০ শতাংশ যাত্রী নিয়ে চলাচল করতে পারবে। কিন্তু কোনও যাত্রীবাহী গাড়ি আসন সংখ্যার অতিরিক্ত যাত্রী, যেমন দাঁড় করিয়ে কাউকে নিতে পারবে না। দাঁড় করিয়ে যাত্রী নিয়ে চলাচলকারী গাড়ি যদি ধরা পড়ে, তা-হলে দাঁড়ানো যাত্রীর কাছ থেকে বর্ধিত হারে জরিমানা আদায়ের পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট গাড়ি এবং চালকের যথাক্রমে রেজিস্ট্রেশন ও লাইসেন্স বাতিল করা হবে। এ ব্যাপারে যানবাহনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখতে সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহন্ত। এ প্রসঙ্গে আরও জানান, ন্যূনতম কয়েকটি আবশ্যক শর্তসাপেক্ষে রাজ্যে আন্তঃজেলা যাতায়াতে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সে অনুয়ায়ী কোভিড ভ্যাকসিনের কমপক্ষে এক ডোজ গ্রহণকারী যাত্রী আন্তঃ জেলা যাতায়াত করতে পারবেন। তবে চালক, খালাসি, কন্ডাকটর ও যাত্রীদের মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক। এছাড়া অটোরিকশা, প্যাডেল রিকশা, টেকসির ক্ষেত্রেও ১০০ শতাংশ আসনে যাত্রী পরিবহণ করা যাবে। এ-ক্ষেত্রেও এক ডোজ কোভিড প্রতিষেধক নেওয়া এবং মাস্ক পরিধান করা যাত্রী ও চালকের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। অন্যদিকে মোটর বাইকে কোভিডের অন্তত এক ডোজ প্রতিষেধক গ্রহণকারী দুই আরোহীকে চলাচলের অনুমতি দিয়ে দুজনকেই মাস্ক পরার ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে নয়া এসওপিতে। মন্ত্রী আরও জানান, ব্যক্তিগত লঘু যানবাহনে যাত্রা করলেও সব আরোহীকে অবশ্যই মাস্ক পরতে হবে। গাড়িতে কেবলমাত্র একজন আরোহী থাকলেও তাঁকেও পরতে হবে মাস্ক। মন্ত্রী জানান, নৈশ কারফিউয়ের মধ্যেও যাত্রীবাহী নাইটসুপার চলাচলে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, প্রকাশ্য স্থানে আয়োজিত সভা-সমিতি, সামাজিক / সর্বজনীন অনুষ্ঠানে কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ গ্রহীতা সর্বাধিক ৫০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের অনুমতিক্রমে সভা-সমিতি ইত্যাদি যে কোনও অনুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের কমপক্ষে প্রথম ডোজ গ্রহীতা সর্বাধিক ২০০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে সভা-সমিতি বা কোনও অনুষ্ঠান করতে হলে স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনের (থানা কর্তৃপক্ষ) কাছ থেকেও অগ্রিম অনুমতি নিতে হবে। তছাড়া প্রেক্ষাগৃহ বা সর্বজনীন সভাগৃহ ইদ্যাদি বন্ধ কক্ষে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠানে মোট আসনের ৫০ শতাংশ মানুষকে অংশগ্রহণে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কোভিড ভ্যাকসিনের দুটি ডোজ যাঁরা নিয়েছেন তাঁরা এ ধরনের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিবাহ ইত্যাদি ঘরুয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন সর্বাধিক ৫০ জন। এক্ষেত্রেও কোভিড ভ্যাকসিনের প্রথম ডোজ নিতে হবে অংশগ্রহণকারীদের। এদেক অন্তিম সৎকার ও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে কোভিড প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ গ্রহণকারী সর্বাধিক ৫০ জনকে অংশগ্রহণের অনুমতি দেওয়া হয়েছে নয়া এসওপিতে। এভাবে রাজ্যের বিখ্যাত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি যেমন কামাখ্যা মন্দির, শিবসাগরের শিবদৌল, আজানপির দরগাহ, হাজোর পোয়ামক্কা ইত্যাদিতে প্রতি ঘণ্টায় সর্বাধিক ৪০ জনকে দর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে দুই ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন-প্রাপ্তরা পাবেন মন্দির চত্বরে প্রবেশের সুযোগ। একই পদ্ধতিতে অন্যান্য ধর্মীয় স্থানে সর্বাধিক ২০ জন অংশগ্রহণ করতে পারবেন। এক্ষেত্রেও কোভিড প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ গ্রহীতাদের ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান চত্বরে প্রবেশের সুযোগ দেওয়া হবে। সরকারি কর্মচারীদের প্রসঙ্গে মন্ত্রী কেশব জানান, এখনও বহু কর্মচারী কোভিড ভ্যাকসিনের কেবল দ্বিতীয় ডোজই নয়, প্রথম ডোজই নেননি। যাঁরা দ্বিতীয় ডোজ নেননি, তাঁদের এবং প্রথম ডোজ-ছুটদের আগামী তিনদিনের মধ্যে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট প্রতিষেধক নিয়ে নিতে বলেছেন মন্ত্রী। প্রসঙ্গক্রমে জানান, প্রত্যেক সরকারি কার্যালয়ের প্রধান আধিকারিককে নিজ নিজ কার্যালয়ের আধিকারিক ও কর্মচারীদের মধ্যে কে কে প্রথম এবং দ্বিতীয় কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁদের তালিকা তৈরি করতে হবে। সে অনুযায়ী প্রতিষেধকের প্রথম ডোজ যাঁরা নেননি তাঁদের আগামী তিনদিনের মধ্যে তা গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কার্যালয়-প্রধান সুনিশ্চিত করবেন। পাশাপাশি আরও জানান, সকল আধিকারিক ও কর্মচারীকে আজ থেকে নিয়মিত নিজের নিজের দফতরে আসতে হবে। তাছাড়া যে সকল মহিলার ৩ বছরের নীচে শিশু রয়েছে, তাঁরা নিজেদের বাড়ি থেকে কাজ করবেন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে নয়া এসওপির তথ্য দিতে গিয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত জানান, আগামী সোমবার ৬ সেপ্টেম্বর থেকে স্নাতকোত্তর বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রম, স্নাতক বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রম এবং উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ এভং স্কুলের শ্রেণিকক্ষে পাঠদান পর্ব শুরু করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে একেকটি শ্রেণিকক্ষে সর্বাধিক ৩০ জন ছাত্রছাত্রী এক সঙ্গে বসে পাঠগ্রহণ করতে পারবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানরা ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনবোধে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করবেন। এক্ষেত্রে সব ছাত্রছাত্রীকে কোভিড প্রতিষেধকের নিদেন পক্ষে প্রথম ডোজ গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের ক্ষেত্রে ১৮-অনুর্ধ ছাত্রছাত্রীরা কোভিড প্রতিষেধক ছাড়াই নির্ধারিত সংখ্যায় শ্রেণিকক্ষে বসে পাঠগ্রহণ করতে পারবেন। তবে ইতিমধ্যে ১৮ বছরের ঊর্ধ উচ্চ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বর্ষের যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রথম ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন নিয়েছেন তাঁরা আসতে পারবেন তাঁদের শ্রেণিকক্ষে।

মন্ত্রী জানান, আগামী ৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শুরু হবে পঠন-পাঠন। এর আগে আগামীকাল থেকে তিনদিন সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যাপক-শিক্ষক, কর্মচারী এবং ১৮-ঊর্ধ ছাত্রছাত্রীদের কোভিড প্রতিষেধক গ্রহণ করার বিষয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সুনিশ্চিত করতে হবে। তাছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চত্বর এবং শ্রেণিকক্ষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার পাশাপাশি স্যানিটাইজেশনের ব্যবস্থা করতে হবে। পাশাপাশি আরও জানান, স্নাতকোত্তর বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত বর্ষ, স্নাতক বা সমপর্যায়ের পাঠ্যক্রমের চূড়ান্ত বর্ষ এবং উচ্চ মাধ্যমিকের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের হোস্টেল খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তবে কেবলমাত্র কোভিড প্রতিষেধকের দুটি ডোজই নিয়েছেন সেই সকল ছাত্রছাত্রী থাকতে পারবেন হোস্টেলে। বিমানবন্দরে দুই ডোজ কোভিড ভ্যাকসিন গ্রহণকারী বিমানযাত্রীরা পাবেন কোভিড টেস্ট থেকে রেহাই। তবে প্রথম ডোজগ্রহীতা এবং একটি ডোজও নেননি এমন যাত্রীদের বিমানবন্দরে বাধ্যতামূলকভাবে করাতে হবে কোভিড টেস্ট। অবশ্য এ ধরনের যাত্রীদের বিমানবন্দরে ২৫০ টাকার রেহাই মূল্যে আরটি-পিসিআর কোভিড টেস্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সব শেষে রাজ্যকে কোভিড সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে সর্বস্তরের জনতাকে সর্বাবস্থায় মাস্ক পরিধান, হ্যান্ড সেনিটাইজার ব্যবহার এবং দূরত্ব বজায় রাখতে আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

এআইএসএফ-এর এক প্রতিনিধি দল বুধবার উচ্চ শিক্ষা অধিকর্তার সাথে সাক্ষাত করেছেন বিভিন্ন দাবিতে। ছবি ঃ নিজস্ব

উত্তর প্রদেশে টেম্পো-গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৩, প্রাণে বাঁচলেন ৬ জন

বদায়ু (উত্তর প্রদেশ), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বদায়ু জেলায় টেম্পো ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত্যু হল ৩ জনের। বুধবারের এই দুর্ঘটনায় আহত হয়েছে আরও ৬ জন। বুধবার বদায়ু জেলার কাদার চক এলাকায় গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারে টেম্পো। তাতেই মৃত্যু হয়েছে ৩ জনের। মৃতদের নাম-রাজপাল (৪৫), রামবাবু (৫৫) ও আনাস (২)। পুলিশ জানিয়েছে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি টেম্পো ধাক্কা মারে যাত্রীবাহী গাড়িতে। দুর্ঘটনায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে ও ৬ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে দু''জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। ঘাতক টেম্পো ও গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৫-৭ সেপ্টেম্বর গোয়ায় যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি, নানা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন কোবিন্দ

পানাজি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী ৫ সেপ্টেম্বর, রবিবার গোয়া সফরে যাচ্ছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ৫-৭ সেপ্টেম্বর কোস্টাল রাজ্যেই থাকবেন রাষ্ট্রপতি। এই সময়ে গোয়ায় নানা অনুষ্ঠানে মুখ্য অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন রাষ্ট্রপতি। বুধবার গোয়ার তথ্যপ্রযুক্তি দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিন-দিনের সফরে আগামী ৫ সেপ্টেম্বর গোয়ায় আসবেন রাষ্ট্রপতি। ৫-৭ সেপ্টেম্বর গোয়ায় থাকবেন কোবিন্দ।

তথ্যপ্রযুক্তি দফতর জানিয়েছে, ৬ সেপ্টেম্বর আইএনএস হানসা-র হীরক জয়ন্তী উদযাপনের সঙ্গেই, ''প্রেসিডেন্টস কলর'' উপস্থাপনায় অংশ নেবেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়াও অন্যান্য অনুষ্ঠানেও অংশ নিতে পারেন রাষ্ট্রপতি। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি সায়রা বানু, চিকিৎসা চলছে আইসিইউ-তে

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রয়াত অভিনেতা দিলীপ কুমারের স্ত্রী অভিনেত্রী সায়রা বানু। তিন-দিন আগে রক্তচাপ সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সায়রা বানু। তাই কোনও ঝুঁকি না নিয়ে সায়রা বানুকে মুম্বইয়ের শহরতলি খার-এর হিন্দুজা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, বুধবার আইসিইউ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সায়রা বানুকে। স্বামীকে হারিয়েছেন খুব বেশি দিন হয়নি, স্বামীর প্রয়াণের পর থেকেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন প্রবীণ অভিনেত্রী সায়রা বানু। সায়রা বানুর পরিবারের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, তিন-দিন আগে রক্তচাপ সংক্রান্ত সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সায়রা বানু। শ্বাস নিতেও সমস্যা হচ্ছিল তাঁর। তাই তাঁকে ভর্তি করা হয় হিন্দুজা হাসপাতালে। বুধবার তাঁকে আইসিইউ ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসকদের একটি টিম সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছে।

পোস্তায় অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার, পরিচয় জানার চেষ্টায় পুলিশ

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পোস্তায় ফুটপাত থেকে উদ্ধার হল অজ্ঞাত পরিচয় একজন ব্যক্তির মৃতদেহ। বুধবার সকালে কালীকৃষ্ণ টেগোর স্ট্রিটে ওই ব্যক্তির দেখতে যাওয়া যায়। ওই ব্যক্তিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় লোকজন। তবে তাঁকে দেখে কেউ চিনতে পারেননি। এমতাবস্থায় আরজিকর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসরা জানান, অনেক আগেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কেউ কোনও অভিযোগ না জানালেও পুলিশের তরফে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানার জন্য দেহটি ময়না তদন্তে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি ওই ব্যক্তির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ।

প্রয়াত বিহাড়ার বাসিন্দা প্রাক্তন বিমানবন্দর আধিকারিক দিলীপ দাস

বিহাড়া (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : কাছাড় জেলার পশ্চিম কাটিগড়ার অন্তর্গত বিহাড়ার বিশিষ্ট নাগরিক তথা বিমানবন্দরের প্রাক্তন আধিকারিক দিলীপ কুমার দাস আর নেই। গতকাল ৩১ আগস্ট সামান্য রোগভোগের পর শিলচরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে পরলোক গমন করেছেন তিনি। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর। রেখে গেছেন স্ত্রী ও এক কন্যা সহ অসংখ্য গুণমুগ্ধ। দিলীপ দাসের মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় গভীর শোকের ছায়া নেমে আসে।

দিলীপ কুমার দাসের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন বিহাড়া দেশবন্ধু ক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক রবীন্দ্রনারায়ণ আচার্য, বিজেপি নেতা জয়দীপ দেব, পিএইচই বিভাগের কর্মী অপু দাস, প্রাক্তন আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য তথা বিজেপির বরিষ্ঠ নেতা নিবাস দাস সহ বহুজন। গতকাল রাতেই বিহাড়া শ্মশান ঘাটে দিলীপ কুমার দাসের অন্তিম সংস্কার করা হয়েছে।

অবশেষে জেলমুক্তি পরীমণির

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : গ্রেফতারের ২৬ দিন পর খোলা হাওয়ায় শ্বাস নিলেন অভিনেত্রী পরীমণি। বুধবার সকাল ১০টা নাগাদ বাংলাদেশের গাজিপুরের কাশিমপুর মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগারের ফটকের বাইরে পা রাখেন তিনি। তাঁদের প্রিয় অভিনেত্রী মুক্তি পাচ্ছেন, এই খবর ছড়াতেই ভোর থেকে জেলের সামনে অনুরাগীদের ভিড়। এদিন কারাগারের সুপার হালিমা খাতুন জানান, মঙ্গলবার পরীমণির জামিন হলেও নির্দিষ্ট সময়ে জামিনের কাগজ এসে পৌঁছোয়নি। ফলে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি। বুধবার সকালে জামিনের নথিপত্র যাচাইয়ের পর অভিনেত্রীকে মুক্তি দেওয়া হয়। মঙ্গলবার জামিনের খবর শোনার পরেই পরীমণিকে এক ঝলক দেখতে কারাগারের সামনে মানুষের ঢল নামে। এদিন সকাল পরীমণির পরিবারের পক্ষ থেকে তার মেসো জসিমউদ্দিন সহ কয়েক জন নিকটাত্মীয়, আইনজীবী নীলাঞ্জনা রিফাত সুরভী জেলে পৌঁছে যান। জেলের বাইরে পা রেখেই তাঁর চোখে-মুখে মুক্তির আনন্দ। সাদা পোশাক, মাস্ক, ব্যান্ডানায় আগের মতোই তরতাজা তিনি। অনুরাগীদের সঙ্গে নিজস্বী তুলতেও দেখা গিয়েছে তাঁকে।

শৈলেন মান্নাকে টুইটে শ্রদ্ধা বিরোধী দলনেতার

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শৈলেন মান্নাকে টুইটে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার শুভেন্দুবাবু টুইটে লেখেন, "কিংবদন্তি ফুটবলার শৈলেন মান্নাকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। তিনি ১৯৪৮-এ লন্ডন অলিম্পিকে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং ১৯৫২-র হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে অধিনায়কত্ব করেন। ১৯৫১-র এশিয়া গেমসে তাঁর অধিনায়কত্বে ভারত স্বর্ণপদক জিতেছিল।"

শৈলেন মান্না (সেপ্টেম্বর, ১৯২৪ - ফেব্রুয়ারি ২৭, ২০০২) ১৯৪০-এর দশক থেকে ১৯৬০-এর দশক পর্যন্ত মূলত কলকাতার মোহনবাগান ক্লাব ও পরে কিছুদিন ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবে খেলেছেন। ১৯৪১ সালে হাওড়া ইউনিয়ন ক্লাবের হয়ে তাঁর খেলোয়াড় জীবন হয় শুরু হয়। ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ (বাংলা) ফুটবল দলের এবং একসাথে ভারতের ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ নিয়েও কোভিড পজিটিভ ফারহা খান

মুম্বই, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভ্যাকসিনের দুটো ডোজ নিয়েও রেহাই মিলল না। করোনায় আক্রান্ত ফারহা খান। নিজেই কোভিড পজিটিভ হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি। সম্পূর্ণ ভ্যাকসিনেটেড হয়েই এক মাস আগে জোরকদমে কাজে নেমেছিলেন ফারহা। কিন্তু কোনও লাভই হল না। কোভিড থাবা বসাল তাঁর শরীরেও।

বুধবার কোভিড রিপোর্ট হাতে পান ফারহা খান। সেখান থেকেই জানতে পারেন যে মারণ ভাইরাস থাবা বসিয়েছে তাঁর শরীরেও। বলিউডের খ্যাতনামা কোরিওগ্রাফার তথা পরিচালক ইতিমধ্যেই তাঁর সংস্পর্শে আসা সকলকে পরামর্শ দিয়েছেন কোভিড টেস্ট করানোর জন্য। অন্যদিকে, ফারহা খান কোভিড পজিটিভ হওয়ায়, যে কমেডি শোয়ের বিচারক আসনে তাঁকে দেখা যেত, সেখানে এখন দেখা যাবে মিকা সিং-কে। ফারহা সম্পূর্ণ সুস্থ না হয়ে ওঠা অবধি বিচারক পদের দায়িত্ব সামলাবেন মিকা-ই। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

৪ কোটি টিকা দেওয়া হয়ে গিয়েছে রাজ্যে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

পানাগড়, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ৪ কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে বলে বুধবার দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "১৪ কোটি টিকা দরকার রাজ্যে। ৪ কোটি টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। রাজ্যে টিকা নষ্ট হয়নি বললেই চলে। টিকা সবাই পাবে। উদ্বিগ্ন হবেন না। ভাল থাকার চেষ্টা করুন। মাস্ক পরুন।"

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, অতিমারি পরিস্থিতিতেও ৪০ শতাংশ দারিদ্র কমিয়েছি। দেশে যখন কর্ম সংস্থান কমছে তখন রাজ্যে নিয়োগ বেড়েছে ৪০ শতাংশ, বললেন মমতা। উল্লেখ্য, সেপ্টেম্বরের ১৫ তারিখ পর্যন্ত রাজ্যে জারি থাকবে বিধিনিষেধ। তবে ইতিমধ্যেই খুলেছে সরকারি ও বেসরকারি অফিস, তবে কঠোরভাবে মানতে হচ্ছে কোভিড বিধি। চলছে বাস-অটো-ক্যাব-মেট্রো। সুইমিং পুল, ৫০ শতাংশ দর্শক নিয়ে সিনেমা হল, প্রেক্ষাগৃহ খোলা রয়েছে। তবে লোকাল ট্রেন এখনও চালু হয়নি। চলছে স্টাফ স্পেশ্যাল ট্রেন। তবে তাতে যাতায়াত করতে পারবেন নিত্যযাত্রীরা। রাজ্যের এই বিধিনিষেধের সুবিধা মিলছে, তার বলাই বাহুল্য।রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি মোটের উপর ভাল এই মুহূর্তে। কমছে দৈনিক সংক্রমণ, মৃত্যু। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাড়ছে ব্যাঙ্কের সময়সীমা, বিকেল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকবে ব্যাঙ্ক: মমতা

পানাগড়, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বৃহস্পতিবার থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত খোলা থাকবে ব্যাঙ্ক। বুধবার পানাগড়ের জনসভা থেকে এমনটাই ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

তিনি জানালেন, ইতিমধ্যেই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর জন্য প্রচুর পরিমাণে আবেদন জমা পড়েছে। বিভিন্ন সরকারি দফতরের কর্মীদের পাশাপাশি কাজ বেড়ে গিয়েছে ব্যাঙ্ক কর্মীদেরও। তাই এবার ব্যাঙ্ক খোলা রাখার সময়সীমা বাড়াল রাজ্য। তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী পদের দায়িত্ব নিয়েই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় জারি করেছিলেন বিধিনিষেধ। বেশ কিছুদিনের জন্য কার্যত স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল জনজীবন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে একাধিক ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয় সরকারের তরফে। বাড়তে থাকে দোকান, বাজার, ব্যাঙ্ক খোলার সময়সীমা। বর্তমানে বেলা ১০টা থেকে ৩ টে পর্যন্ত খোলা রাখা হয় ব্যাঙ্ক। তবে এতে সমস্যায় পড়ছেন রাজ্যবাসী। কারণ, আগস্টের ১৬ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের কাজ।প্রতিদিন কয়েক হাজার রাজ্যবাসী দুয়ারে সরকারে গিয়ে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের সুবিধা পেতে আবেদন করছেন। যাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, সেক্ষেত্রে তাঁদের দ্রুততার সঙ্গে অ্যাকাউন্ট তৈরি করতে হচ্ছে। কিন্তু ব্যাঙ্ক পুরো সময় খোলা না থাকায় সমস্যা তৈরি হচ্ছে। সেই কারণেই ব্যাঙ্ক পুর্নসময় খোলা রাখা হবে বলেই জানালেন তিনি।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নজির গড়ল কোডাইকানাল, টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন ১০০ শতাংশ মানুষ

ডিন্ডিগুল (তামিলনাড়ু), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): টিকাকরণে নজির গড়ল তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল জেলার কোডাইকানাল শহর। টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য এমন ১০০ শতাংশ মানুষ কোভিড-টিকার প্রথম ডোজ পেয়েছেন হিল স্টেশন কোডাইকানালে। এছাড়াও পালানি পৌরসভায় ৯৮ শতাংশের বেশি মানুষ (যাঁরা যোগ্য) কোভিড টিকার ডোজ পেয়েছেন। বুধবার জেলা শাসক এস ভিসাকান জানিয়েছেন, তামিলনাড়ুর ডিন্ডিগুল জেলার কোডাইকানাল শহরে টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে যোগ্য এমন ১০০ শতাংশ মানুষকে কোভিড-টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া হয়েছে। পালানি পৌরসভায় ৯৮ শতাংশের বেশি মানুষ কোভিড টিকার ডোজ পেয়েছেন। টিকাকরণে এই নজির গড়ল তামিলনাড়ু।

কারবি আংলঙে পুলিশের হাতে বাজেয়াপ্ত প্রায় চার কোটি টাকার হেরোইন, ধৃত মণিপুরের দুই বাসিন্দা

বোকাজান (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : অসমে অব্যাহত নেশা-বিরোধী অভিযান। প্রতিদিনই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশ ও বিএসএফের অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হচ্ছে কোটি কোটি টাকার মাদকদ্রব্য। এমনই এক ঘটনা গতকাল গভীর রাতে সংঘটিত হয়েছে কারবি আংলং জেলার অন্তর্গত অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী লাহরিজান পুলিশ ওয়াচপোস্টে।

আজ বুধবার কারবি আংলং জেলা পুলিশ সদর দফতর সূত্রে জানা গেছে, অসম-নাগাল্যান্ড সীমান্তবর্তী লাহরিজান পুলিশ ওয়াচপোস্টে গতকাল গভীর রাতে নিয়মিত তালাশি চালিয়ে প্রায় ৬৫০ গ্রাম ড্রাগস হেরোইন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। বাজেয়াপ্তকৃত হেরোইনের আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য কমপক্ষে চার কোটি টাকা, জানা গেছে পুলিশ সূত্রে।

এমএন ০১ এস ১৬৮০ নম্বরের একটি বলেরো গাড়িতে করে ড্রাগসগুলি মণিপুর থেকে গুয়াহাটি নিয়ে সেখানে কোনও অজ্ঞাত ব্যক্তির হাতে হস্তান্তর করার কথা ছিল। গাড়ির গতিরোধ করে তার বিভিন্ন গোপন স্থান যেমন, সিটের নীচে, রিয়ার লাইট কভারের ভিতরে রিফ্লেক্টর বক্সে তালাশি চালিয়ে হেরোইনের বহু প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করেছে টহলদারী পুলিশের দল।

এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে মণিপুরের দুই ব্যক্তিকে যথাক্রমে নাগামচেপ হাউকিপ এবং লেতখলালকে।

শয়নকক্ষে নৃশংস খুন কিশোরী, প্রেশারকুকার ও নোড়াপাথরের আঘাতে মৃত্যু, ধারণা গুয়াহাটি পুলিশের

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গুয়াহাটির লতাশিল থানার অন্তর্গত উজানবাজার এলাকায় নিজের ভাড়া বাড়ির শয়নকক্ষে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীর হাতে নৃশংসভাবে খুন হয়েছে এক কিশোরী। নিহত বছর ১৪-এর কিশোরীর নাম ডিম্পল কুমাপতি। সে গুয়াহাটি ক্লাব রোডে অবস্থিত স্কুল অ্যাঞ্জেলস অব গডস-এর অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী ছিল। ঘটনা আজ বুধবার সকাল দশটার পর সংঘটিত হয়েছে। আততায়ীর সন্ধানে পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে। লতাশিল থানার তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানান, প্রথামিক তদন্তে তাঁদের ধারণা, মেয়েটিকে প্রেশারকুকার এবং শিলনোড়ার নোড়া দিয়ে আঘাত করে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে।

লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডটি যখন ঘটেছে, তখন ডিম্পলের মা ও বাবা ঘরে ছিলেন না। অফিসার জানান, গত প্রায় ১০ বছর থেকে বাবা ও মায়ের সঙ্গে উজানবাজারের এই ভাড়া বাড়িতে থাকত ডিম্পল। অন্যদিনের মতো আজ সকালে মা ও বাবা তাঁদের দোকানের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলে ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে কোনও অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতী তার শয়নকক্ষে ঢুকে খুন করেছে ডিম্পলকে। তিনি জানান, মেয়েটি তখন অনলাইনে স্কুলের ক্লাস করছিল।

বেলা প্রায় সাড়ে ১১টা নাগাদ ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশের দল নিয়ে তিনি তাদের বাড়ি গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় ডিম্পলকে উদ্ধার করেছেন। পুলিশের ধারণা, মেয়েটির সঙ্গে কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তি হয়েছে আততায়ীর। ঘরে স্টিলের আলমিরা খুলে তছনছ করা হয়েছে। অন্যান্য আসবাবপত্রও ছিল এলোমেলো। ঘর থেকে একটি রক্ত-মাখা প্রেশারকুকার এবং একটি নোড়াপাথর উদ্ধার করেছে পুলিশ। বিছানায় শয্যাশায়ী মৃত মেয়েটির মাথা থেকে প্রচণ্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছিল, তাঁরা গিয়ে এই দৃশ্য দেখেছেন, বলেন তদন্তকারী পুলিশ অফিসার।

তিনি বলেন, ডিম্পলের মৃতদেহ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। রিপোর্ট হাতে আসলে কীভাবে তার মৃত্যু হয়েছে তা স্পষ্ট হবে। তবে তাকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছিল কিনা, তা এখনই বলতে পারছন না অফিসার। আততায়ীকে শনাক্ত করে তাকে পাকড়াও করা এখন পুলিশের প্রথম কাজ, বলেন পুলিশ অফিসার।

২ বছরের মধ্যে অন্ডাল বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর

পানাগড়, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও উন্নত করার লক্ষ্যে মমতা। বিমানবন্দরের উন্নতীকরণের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আগামী ২ বছরের মধ্যে অন্ডাল বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক রূপ দেওয়ার আশ্বাস দিলেন তিনি। পানাগড়ের সরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে একথা বলেন তিনি। ২০১১ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার রাজ্যের ক্ষমতায় আসার আগে অন্ডাল বিমানবন্দর তৈরির জন্য পিপিপি মডেলে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে চুক্তির মাধ্যমে রাজ্য সরকার জমিদাতাদের ক্ষতিপূরণের কথা জানায়। অন্ডালে কাজী নজরুল বিমানবন্দর চালুর পরও সেভাবে আয় না হওয়ায় তা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেই জায়গা থেকে বিমানবন্দরটিকে ফের চাঙ্গা করে তুলতে রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে। অন্ডাল বিমানবন্দরের অধিকাংশ শেয়ার নিয়ে তা সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অন্ডাল বিমানবন্দরকে আগামী ২ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক উড়ান চালানোর উপযোগী করে তোলা হবে। এই প্রকল্পের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কোচবিহার বিমানবন্দরের কাজও শেষ। বিমান চলাচল শুধু বাকি রয়েছে। মালদহ, বালুরঘাটেও বিমানবন্দর তৈরি করার প্রায় ৯৯ শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে। এ রাজ্যে ৩০টি হেলিকপ্টার স্টেশন ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।উল্লেখ্য, দেশের বিমানবন্দরগুলি বেসরকারি সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে বিভিন্ন জায়গায়। কেরল-সহ একাধিক রাজ্যের বিমানবন্দর সম্প্রতি কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এনিয়ে বিতর্কও কম হয়নি। তবে এর ঠিক উলটো পথে হেঁটে বিমানবন্দরকে আন্তর্জাতিক মান দেওয়ার কথা ঘোষণায় খুশি স্থানীয়রা। এলাকায় বিমানবন্দরের গুরুত্ব বাড়লে কর্মসংস্থানও তৈরি হবে বলেই আশাবাদী তাঁরা। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

নারদা কাণ্ডে চার নেতা ও এক পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করল ইডি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : নারদ কাণ্ডে ফের নতুন মোড়। এবার চার্জশিট পেশ করল ইডি। নারদা কাণ্ডে অভিযুক্ত চার নেতা ও এক পুলিশ কর্তার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দিয়েছে ইডি। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, সুব্রত মুখোপাধ্যায়, বিধায়ক মদন মিত্র ও তৃণমূল নেতা শোভন চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে চার্জশিটে নাম উল্লেখ করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডির। সঙ্গে নাম রয়েছে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা সইদ হুসেন মির্জার নামও। চার্জশিটে চার নেতার নাম থাকায় তাঁদের আগাম নোটিশ ছাড়া বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে সিবিআই। যার ভিত্তিতে আদালতে পেশ করলে পাল্টা চার নেতার আইনজীবি সিবিআই-এর গাফিলতি দেখিয়ে জামিন পান। তারপরেই কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে জেলে যান চার নেতা। এরপরেই আজ বুধবার আলাদা করে ইডির তরফে পাঁচজনের নামে নারদা মামলায় চার্জশিট দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সেই মামলায় পরবর্তীতে বৃহত্তর বেঞ্চ গঠিত হয় কলকাতা হাইকোর্টে। যার ভিত্তিতে ব্যক্তিগত বন্ডে শর্তসাপেক্ষ জামিন পান চার নেতা। যার ভিত্তিতে মামলা চলতে থাকে। আপাতত দেশের সলিসিটার জেনারেল ব্যস্ত থাকায় ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতিদের নির্দেশে কিছুদিন পিছিয়ে যায় নারদা মামলার শুনানি। এদিন সেই মামলায় চার নেতা ও এক পুলিশ কর্তা যাদের নারদার ফুটেজে টাকা নিতে দেখা গিয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই চার্জশিটের ভিত্তিতে আদালতে সমন পাঠানো হয়েছে পাঁচ অভিযুক্তকেই। ইডির তরফে আলদাভাবে এই চার্জশিট পেশকে ঘিরে ফের উত্তেজনা ছড়িয়েছে। এমনিতেই সিবিআই-এর চার্জশিটে চার নেতার নাম ছিল। এবার ইডির চার্জশিটে চার নেতা ও এক পুলিশ কর্তার নাম থাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

পাক-প্রেমীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ভারত-বাংলাদেশকে সতর্ক থাকতে হবে : মো. নূরুল ইসলাম সুজন

কিশোর সরকার

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাংলাদেশের পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। বহুমাত্রিক এই সেতু দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হলে উপকৃত হবেন বাংলাদেশ ও ভারত-উভয় দেশের নাগরিকরা। পদ্মা সেতুতে সড়কের পাশাপাশি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকায় ভারতের সেভেন সিস্টার্সের নাগরিকরা ত্রিপুরা থেকে ঢাকা হয়ে কলকাতা যেতে পারবেন মাত্র ৫ থেকে ৬ ঘন্টায়। এমনটাই জানিয়েছেন বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজন। একইসঙ্গে রেলপথ মন্ত্রী উদ্বেগ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, 'চিন্তার বিষয় হল, পদ্মা সেতুর কাজ যাতে সম্পন্ন না হয় সে জন্য বিএনপি-জামাত-সহ পাকিস্থানি ভাবধারার মানুষজন নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। তাঁরা বাংলাদেশকে ''তালিবানি রাষ্ট্র''-তে পরিণত করতে চাইছে। বিভিন্ন ধরণের মিথ্যে প্রচার করছে।' তিনি বলেন, 'পাক-প্রেমীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে ভারত ও বাংলাদেশ দু'দেশকেই সজাগ থাকতে হবে।'

খুব সম্প্রতি নদীতে অতিরিক্ত জল স্রোতের কারণে পদ্মা সেতুর পিলারের সঙ্গে বারবার ফেরির ধাক্কা লেগেছে। এতে পিলালের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। এছাড়া গত ৩১ আগস্ট সেতুর স্পানের সঙ্গে ফেরির মাস্তুলের ধাক্কা লাগার ঘটনাটিকে ''ভারতের ষড়যন্ত্র'' বলে প্রচার করছে পাক-প্রেমীরা। নির্মাণাধীন পদ্মা সেতুর পিলারের সঙ্গে ফেরির ধাক্কা লাগা ও এই সেতু চালু হলে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকের কতটা উপকৃত হবেন সে বিষয়ে বাংলাদেশের রেলপথ মন্ত্রী মো. নূরুল ইসলাম সুজনের সঙ্গে কথা বলেছেন বহুভাষী সংবাদ সংস্থা ''হিন্দুস্থান সমাচার''-এর বাংলাদেশের প্রতিনিধি কিশোর সরকার। নিম্নে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে রেলপথ মন্ত্রীর সাক্ষাৎকারের মুখ্য বিষয়:-

হিন্দুস্থান সমাচার : পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শেষ হলে বাংলাদেশ ও ভারতের নাগরিকরা কতটা উপকৃত হবেন?

রেলপথ মন্ত্রী : এখন ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট স্টেশন থেকে বাংলাদেশের দর্শনা, ভারতের গেদে হয়ে কলকাতা পর্যন্ত ৪০০ কিলোমিটার রেলপথ পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু, পদ্মা রেলসেতু যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ কাজ শেষ হলে ঢাকা থেকে ভাঙা, বেনাপোল ও পশ্চিমবঙ্গের হরিদাসপুর সীমান্তে মোট ২৫১ কিলোমিটার পথ যেতে ৩ থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। এর মধ্যে বেনাপোলে ইঞ্জিন পরিবর্তন হবে। তবে কাস্টম আগের মতোই ঢাকা ও কলকাতা স্টেশনেই হবে। আগরতলা স্টেশন থেকে ঢাকা পর্যন্ত ১৩৬ কিলোমিটার। তাই ত্রিপুরার মানুষের জন্য কলকাতা যেতে ৫ থেকে ৬ ঘন্টার বেশি লাগার কথা নয়। ভারতের সঙ্গে মোট ৯টি রেলওয়ে ক্রস বর্ডার রয়েছে। যার সবগুলি চালু হলে বাংলাদেশ-ভারতের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তণ আসবে।ইউরোপের ন্যায় বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে আগরতলা অথবা অন্য কোনও রাজ্যে চলাচল করা যাবে ট্রেনে। যা পর্যাক্রমে মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়াও সম্প্রসারণ করারও পরিকল্পনা রয়েছে সরকারের।

হিন্দুস্থান সমাচার: পদ্মা সেতুর পিলার ও স্পানে ফেরির ধাক্কা লাগার সঙ্গে ভারতকে জড়ানোর বিষয়ে আপনার কী অভিমত?

রেলপথ মন্ত্রী: বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-সহ (জাসদ) স্বাধীনতা বিরোধীরা অপপ্রচার করেছে বাংলাদেশ থেকে সব নিয়ে গেল ভারত। এখন বিএনপি-জামাত-সহ পাকিস্থানি ভাবধারার মানুষেরা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। তারা বাংলাদেশকে তালিবানি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চাইছে। কাবুল দখলের পর থেকে তারা নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের শান্তিপ্রিয় মানুষকে ভারতে বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলতে বিভিন্ন ধরণের মিথ্য প্রচার করছে। রেলপথ মন্ত্রী বলেন, 'মনে রাখতে হবে ভারত-বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক ছিন্ন করা যাবে না। তাই পাক-প্রেমীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের দু'দেশকেই সজাগ থাকতে হবে।'

উল্লেখ্য, বাংলাদেশের মাওয়া-জাজিরা পয়েন্টে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘের বাংলাদেশের মানুষের স্বপ্নের পদ্মা মূল সেতুর নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৩১ হাজার কোটি টাকা। এর সঙ্গে পদ্মা সেতুর উপর দিয়ে ঢাকা থেকে যশোহর পর্যন্ত রেল যোগাযোগ প্রকল্পের নির্মাণ ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। মূল সেতুর নির্মাণ কাজ প্রায় শেষের পথে। সেতুটির সড়ক যোগাযোগ ২০২২ সালের ২৬ মার্চ যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন সেতু সংশ্লিষ্টরা। তবে, পদ্মা সেতু রেল যোগাযোগ প্রকল্পের কাজ দেরিতে শুরু হয়। ফলে রেল যোগাযোগের প্রথম অংশের কাজ ২০২২ সালের জুলাই মাসে শেষ হলেও, পুরো নির্মাণ কাজ শেষ হতে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সময় লাগতে পারে।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

একটি অণুপ্রাণ বিজ্ঞানের গল্প

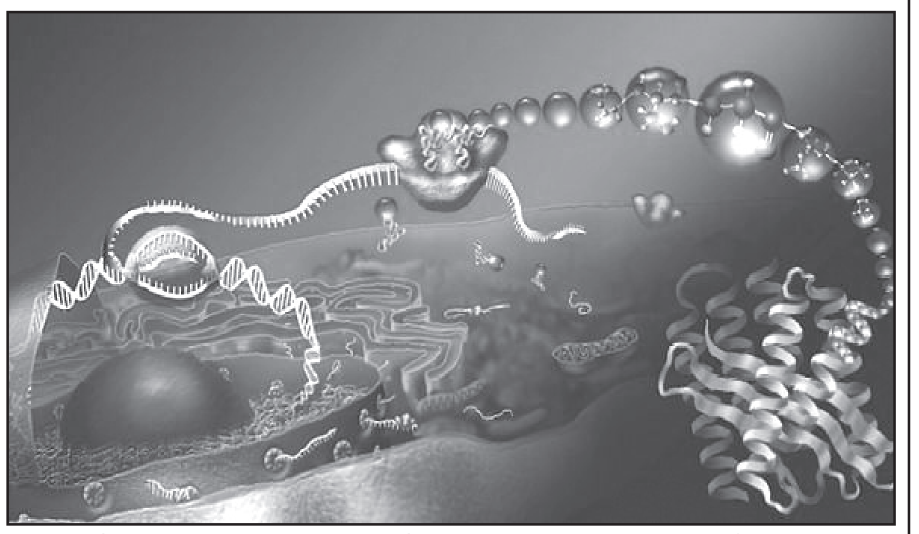

বিংশ শতাব্দীর প্রাক্কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্যাগুলো আণবিক ভিত্তিতে সমাধানের জন্য জীববিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলোর উদ্ভব ঘটেছে। ইতিপূর্বে চিকিৎসকরা অঙ্গ ও কলাসংক্রান্ত জটিলতাগুলো লক্ষণের ভিত্তিতে শনাক্ত করলেও তাদের উৎস নির্ণয় করতে পারতেন না। নির্দিষ্ট এনজাইম ও মেটাবোলাইটের কার্যকারিতা পরীক্ষা অথবা কোষের সংখ্যা ও আকৃতির পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ করে অঙ্গসংক্রান্ত বিকলাঙ্গতার কারণ অনুসন্ধান প্রথমে বায়োকেমিস্ট্রির সহায়তাতে শুরু হয়েছিল। ক্রোমাটোগ্রাফি, স্পেক্ট্রোস্কপি ও মলিকুলার ডাইনামিক্সের উন্নততর যন্ত্রপাতি উদ্ভাবনের সাথে সাথে এ সকল পদ্ধতির আরও অগ্রগতি হয়েছে।

১৯৫০ সালে ডিএনএর গঠন আবিষ্কার এবং ২০০০ সালে হিউম্যান জিনোম সিকোয়েন্সিংয়ের মাধ্যমে রোগের শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা সংক্রান্ত জ্ঞানের শূন্যস্থানগুলো পূরণ করতে বায়োকেমিস্ট্রি ও মলিকুলার বায়োলজি এবং এর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য শাখা যেমন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে অণুজীবের সংখ্যা বৃদ্ধি অণুজীববিজ্ঞানকে আরও জটিল করে তুলেছে। একইসাথে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে প্রচুর পরিমাণ সিকোয়েন্স ডেটা ও অন্যান্য সহজলভ্য হওয়ার ফলে সেগুলো বিশ্লেষণের জন্য বায়োইনফরমেটিক্সের জন্ম হয়েছে। তাই আণবিক জীববিজ্ঞান ও হাজার হাজার গিগাবাইট ডেটা বিশ্লেষণের দক্ষতা শুধু চিকিৎসাখাতের জন্যই নয়, বরং স্বাস্থ্য, কৃষি ও পরিবেশের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ।

বায়োকেমিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্ট ও এগুলোর সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের ভূমিকা তাই স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। তারা আণবিক জীববিজ্ঞান ও বিভিন্ন রোগসনাক্তকরণে অভিজ্ঞ এটি পূর্ব থেকেই প্রচলিত এবং কোভিড-১৯ মহামারীর প্রাক্কালে তা নতুনভাবে প্রমাণিত হয়েছে। বায়োকেমিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্ট ও অন্যান্য বিজ্ঞানীরা শুধু ঢাকায়ই নয়, সারা দেশেই আদর্শ আরটি-পিসিআর ল্যাব স্থাপনে সহায়তা করেছেন। তারা এখনও নিরলসভাবে এই কাজ করে যাচ্ছেন। শুধু টেস্ট করাই নয়, সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা ও নমুনা সংগ্রহে যুক্ত ডাক্তারদের কাছে টেস্টের রেজাল্ট বিশ্লেষণ করে রোগ সনাক্তকরণের গুরুদায়িত্বও তারা পালন করেছেন। অন্যভাবে বলা যায়, বায়োকেমিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্ট ও ডাক্তারদের সম্মিলিত চেষ্টা কোভিড-১৯ মহামারী জনিত সমস্যা মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন ছিল। বায়োকেমিস্টগণ অধিকাংশ আণবিক রোগনির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অভিজ্ঞ হওয়ায় তারা যে সকল ফলাফল নির্ণয় করেন তা পুনরায় চিকিৎসকদের দ্বারা সত্যায়িত করার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ চিকিৎসকগণ আণবিক রোগনির্ণয় পদ্ধতি সম্পর্কিত সূক্ষ বিষয়গুলো অধ্যয়ন করেন না, যদিও তারা পরীক্ষায় প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে রোগীকে কি কি ওষুধ দিতে হবে সেটি জানেন। বায়োকেমিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্ট ও অন্যান্য অভিজ্ঞদের দ্বারা পরীক্ষিত মলিকুলার ডায়াগনস্টিক ফলাফল পুনরায় চিকিৎসকদের দ্বারা সত্যায়িত করা শুধু অপ্রয়োজনীয়ই নয়, বরং সময়ের অপচয় মাত্র। কারণ চিকিৎসকগণ এই বিষয়ে প্রশিক্ষিত হননি। চিকিৎসকরা মূলত রোগের লক্ষণ নিয়ে কাজ করেন, কিন্তু বায়োকেমিস্ট, মলিকুলার বায়োলজিস্ট ও অন্যান্য অভিজ্ঞরা তাদের ৪-৫ বছরের দীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে রোগের উৎস নির্ণয়ে ক্লিনিক্যাল, মলিকুলার ও জিনগত পরীক্ষা করেন।

যেমন সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের প্রতি রোগির প্রতিক্রিয়া ও প্রতিরোধ ক্ষমতা একজন ডাক্তারই কেবল ভালভাবে বুঝতে পারেন, তেমনই একজন বায়োকেমিস্ট আরটি-পিসিআর টেস্টে প্রাপ্ত বিভিন্ন ফলাফল বিশ্লেষণ করে রোগ সনাক্ত করতে পারেন। আরটি-পিসিআর টেস্টের সাহায্যে কোভিড-১৯ রোগের বিভিন্ন ধাপে রোগীর শরীরে সার্স-কোভ-২ ভাইরাসের ঘনত্ব নির্ণয় করা যায়। এছাড়াও এই ভাইরাসের বিভিন্ন স্ট্রেইন ভিন্ন ভিন্ন ঘনত্বে রোগীর শরীরে বিস্তার লাভ করে। যেমন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের ঘনত্ব আলফা ভ্যারিয়েন্টের চেয়ে ১০০০ গুণ বেশি থাকে। একটি ভাইরাল ডিএনএ কপির নির্দিষ্ট ঘনত্বে পৌঁছাতে কত পিসিআর চক্রের প্রয়োজন হয়, তা ঋষ্ঠ মানের সাহায্যে জানা যায়। এই বিক্রিয়ায় দুটি প্রাইমারের দরকার হয়। একজন বায়োকেমিস্ট এসবকিছু বিবেচনা করে পরীক্ষার ফলাফল পজিটিভ নাকি নেগেটিভ তা নির্ণয় করেন। এর জন্য রিঅ্যাকশন কার্ভ বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। রোগীর অনাক্রম্যতা, ভাইরাসের ঘনত্ব এবং রোগের ধাপের বিভিন্নতার কারণে আগের দিন নমুনা সংগ্রহ করে পরের দিন পরীক্ষা করলে নেগেটিভ ফলাফলও কখনো কখনো পজিটিভ আসতে পারে। তাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯ থেকে আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীকে ১০ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে পরপর দুটি পরীক্ষা করানোর পরামর্শ দিয়েছে। অধিকাংশ সমস্যার সমাধানের জন্যই একাধিক প্রচেষ্টার দরকার হয় বিশেষত সেটি যদি চিকিৎসা অথবা জীববিজ্ঞান সম্পর্কিত সমস্যা হয়। শুধু একত্রে কাজ করাই নয়, দেশের নানাবিধ সমস্যার সফল ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্য পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সম্মান যেমন জরুরী, তেমনই প্রয়োজন পারস্পরিক সহযোগিতার।

আলোর দশকাহন

আলোর একেবারে মৌলিক পরিচয় হলো এটি একধরনের বিকিরণ। বিদ্যুতুম্বকীয় বিকিরণ। কিন্তু আলোর কণা আসলে বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত নয়। আবার চুম্বকীয়ও নয়। তাহলে? আসলে আলো, বিদ্যুৎ বা চুম্বকত্ব সবই বিদ্যুতুম্বকীয় নামের প্রকৃতির অন্যতম মৌলিক বলটির বহিঃপ্রকাশ। ফলে আলো একাই বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকক্ষেত্র দুটোই উতন্ন করে।

সব আলো দেখা যায় না বিদ্যুতুম্বকীয় বর্ণালির যে অংশ আমরা খালি চোখে দেখতে পাই তাকেই আমরা সাধারণত আলো বলি। আসলে কিন্তু বর্ণালির পুরো অংশই আলো। সেটা হতে পারে বেতার তরঙ্গ, গামা বা মাইক্রোওয়েভ বিকিরণ। এরা সবাই সাধারণ আলোর মতোই এবং একই বেগে চলে। এ অদৃশ্য আলোগুলোর কোনোটি মানুষের শরীর ভেদ করে চলে যেতে পারে, কোনোটি আবার খুব দ্রুত খাবার উত্তপ্ত করতে পারে।

আলোর বেগ নির্দিষ্ট একসময় মনে করা হতো আলো চলে অসীম গতিতে। ১৬৭৬ সালে ড্যানিশ বিজ্ঞানী রোমার প্রথম ভালোভাবে আলোর বেগ বের করেন। তিনি দেখেন, গ্রহগুলো যখন পৃথিবীর কাছে থাকে তখন তাদের আলোর পৃথিবীতে আসতে সময় কম লাগে। এ থেকেই তিনি গড় হিসাব করে ফেলেন। এখন আমরা জানি প্রতি সেকেন্ডে এই বেগ হলো ২৯৯, ৭৯২,৪৫৮ মিটার (প্রায় ৩ লাখ কিমি)।

আলোময় প্রাণী কিছু কিছু প্রাণীও আলো তৈরি করতে পারে। এ ঘটনার নাম বায়োলুমিনিসেন্স। এদের বেশির ভাগের বাস সমুদ্রে। যেমন জেলিফিশ ও খোলসযুক্ত কাঁকড়াজাতীয় প্রাণী। তবে আমরা সবচেয়ে পরিচিত জোনাকির আলোর সাথে। এ প্রাণীদের ত্বকের একটি রঞ্জক পদার্থের সঙ্গে বাতাসের অক্সিজেনের বিক্রিয়ার ফলে জ্বলে ওঠে এ আলো। কাজটি হয় লুসিফারেজ নামের একটি এনজাইমের প্রভাবে।

আলোর দ্বৈত চরিত্রের ছবি আলো একই সঙ্গে কণা ও তরঙ্গ হিসেবে আচরণ করে। আইনস্টাইনের সময় থেকেই বিজ্ঞানীরা একই সঙ্গে আলোর এ দুটি চরিত্রের বহিঃপ্রকাশের আলোকচিত্র পাওয়ার স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। ২০১৫ সালের মার্চেই সুইজারল্যান্ডের ইপিএফএলের বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম কাজটি করতে সক্ষম হন।

আলো একই সঙ্গে কণা এবং তরঙ্গ

বায়ুর মধ্য দিয়ে আলো সঞ্চালিত হয় তরঙ্গ আকারে। কিন্তু আলো আবার গঠিত কণা দিয়ে। বিখ্যাত দ্বি-চির পরীক্ষার মাধ্যমে আলোর এই দুই বিপরীতধর্মী বৈশিষ্ট্য জানা গিয়েছিল। এ পরীক্ষায় একটি আলোর উত থেকে নির্গত ফোটন সামনে রাখা দুটি লম্বালম্বি ফুটোযুক্ত পর্দার ওপর পড়ে। পেছনে আরেকটি ফুটোবিহীন পর্দা থাকে। আলো যদি শুধু কণা হতো, তবে একবারে একটিমাত্র ছিদ্র দিয়ে অপর পাশে যেতে পারত। কিন্তু দেখা গেল, বিপরীত পাশের পর্দায় আলোর দুটি লম্বা রেখার বদলে একটি ঝাঁজরি তৈরি হলো। কোথাও বেশি আলো। কোথাও কম। এটা সম্ভব শুধু আলো যদি তরঙ্গও হয় তবেই। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমাদেরকে সেটাই বলেআলো একইসঙ্গে কণা ও তরঙ্গের মতো আচরণ করে।

খাবার গরম করতে আলো মাইক্রোওয়েভও এক ধরনের বিদ্যুতুম্বকীয় বিকিরণ। এ আলো দিয়েই খুব দ্রুত খাবার গরম করা হয়।

১. মাইক্রোওয়েভ উতন্ন করা হয় ম্যাগনেট্রন এর সাহায্যে। এটি হলো একটি ভ্যাকুয়াম টিউব। সাথে থাকে একটি ক্যাথোড। এটা থেকে নির্গত হয় ইলেকট্রন। একটি চৌম্বকক্ষেত্রে ইলেকট্রনকে টিউব দিয়ে সঞ্চালিত করা হয়। এতেই মাইক্রোওয়েভ রূপে বিদ্যুতুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত হয়।

২. একটি ওয়েব গাইডের সাহায্যে বিদ্যুতুম্বকীয় তরঙ্গকে ওভেনের মধ্যে পাঠানো হয়।

৩. তরঙ্গগুলো ওভেনের ভেতর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খাবারের অণুগুলো এই বিকিরণের শক্তি শোষণ করে নেয়। ফলে বেড়ে যায় তাপমাত্রা।

দেহভেদী আলো

আলো চলে যেতে পারে দেহ ভেদ করেও। এক্স-রে এমন এক ধরনের আলো। এক্স-রে যন্ত্রগুলো ক্যামেরার মতো কাজ করে। এ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছোট ও কম্পাঙ্ক খুব বেশি। ফলে এর শক্তি অনেক বেশি। এতই বেশি যে এটি অনায়াসে দেহ ভেদ করে চলে যেতে পারে। তবে চর্বি, হাড় ও দেহ কলা (টিস্যু) বিভিন্ন মাত্রায় কিছু পরিমাণ আলো (বিকিরণ) শোষণ করে নেয়। ফলে এক্স-রে ফিল্মে দেহের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন মাত্রায় দেখা যায়।

ব্যাকটেরিয়া দমনে আলো

অতিবেগুনি রশ্মিও অদেখা আলোর আরেক রূপ। এটি বায়ু থেকে ব্যাকটেরিয়া দূর করে। এ আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য খুব ছোট। ফলে এটি ব্যাকটেরিয়ার মতো খুব ছোট প্রাণীকেও আঘাত করতে পারে। প্রবেশ করতে পারে দেহের অভ্যন্তরে। আলোর আঘাতে তছনছ হয়ে যেতে পারে ব্যাকটেরিয়ার কোষ। সূর্য থেকে আসা অতিবেগুনি রশ্মির আঘাতে অন্য ছোট প্রাণীরা হুমকির মুখে পড়ে। এর ফলে মানুষের ডিএনএও বদলে যেতে পারে। তবে আমাদের সৌভাগ্য, পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের ওপরের ওজন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আসতে বাধা দেয়।

ক্যামেরা অন্ধকারেও দেখতে পারে

কুচকুচে কালো অন্ধকারেও ছবি তুলতে পারে তাপ-সংবেদী ক্যামেরা। এক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তুটিকে হতে হবে মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী। ১ থেকে ১৪০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার যেকোনো বস্তুই এক বিশেষ ধরনের আলো নির্গত করে। নাম ইনফ্রারেড বা অবলোহিত বিকিরণ। ইনফ্রারেড ক্যামেরার সেন্সর বিকিরণ শনাক্ত করতে পারে। বুঝতে পারে কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তাপীয় বিকিরণ নির্গত হচ্ছে।

কল্পবিজ্ঞানে ভবিষ্যতের শিশু

রেনেসাঁ ব্যান্ডের অসাধারণ সুন্দর একটি গান আছে আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে, আমরা তার তরে একটি সাজানো বাগান চাই।

আজ যে শিশু পৃথিবীর আলোয় এসেছে, সেই শিশু বিশ শতকের কল্পবিজ্ঞানের কাছে ভবিষ্যতের শিশু, তাই না?

গানটির পরের কথায় যাই। আজ যে শিশু মায়ের হাসিতে হেসেছে

থামুন, থামুন। ভবিষ্যতের শিশু মায়ের হাসিতে হাসবে!

গর্ভে শিশুকে দশ মাস দশ দিন কষ্ট করে লালন করে, অসহ্য গর্ভযাতনা সহ্য করে, শিশুর কোমল মুখ দেখে মায়ের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। শিশু হাসতে শেখে মায়ের মুখের হাসি দেখে। ভবিষ্যতের শিশুর গর্ভধারিনী মা থাকবে!

বিশ শতকের কল্পবিজ্ঞান ভেবেছিল, মায়ের গর্ভে নয়, অদূর ভবিষ্যতেই মানুষের তৈরি প্রযুক্তি শিশু জন্মের পুরো দায়িত্ব সামলে নেবে। প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে এরকম মাতব্বরি মোটেও পছন্দ করেনি বিশ শতকের মানুষ। এই একুশ শতকের আমরা কি পারি প্রযুক্তির এরকম ভূমিকা মেনে নিতে?

বিশ্বখ্যাত কবি ও দার্শনিক কাহলিল জিবরান বলেছেন, আমাদের সন্তানেরা আমাদের নয়। ওরা আসলে সময়ের সন্তান। আমাদের মধ্য দিয়ে আসলেও ওরা আসলে ওদের জীবনের দাবি মেটাতেই আসে। প্রাচীন কাল থেকে শিশুজন্মের রহস্য নিয়ে মানুষ ভেবেছে। প্রায় পরিপূর্ণভাবে তৈরি একটি মানব শরীর মায়ের শরীর থেকে বেরিয়ে এসে কেবলি বিস্ময় উপহার দিয়েছে। সেই মানুষ দিব্যি পূর্বপুরুষের নানা বৈশিষ্ট্য শরীরে-মনে ধারণ করে আসে। সতেরো শতকের আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই রহস্য সমাধানের কথা গুরুত্বের সাথে ভাবেননি। যখন ভাবলেন, প্রথমেই প্রশ্ন এলোমায়ের ঋতুচক্রের রক্ত থেকে পুষ্টি নিয়ে যে ভ্রূণ বড় হতে থাকে, সেই ভ্রূণ সৃষ্টির জন্য ভূমিকা কার? মায়ের ডিম্বের, নাকি বাবার শুক্রাণুর? ভাগ হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। কেউ হলেন ডিম্ববাদী বা দ্রন্তব্দন্ষ্ঠ। তাঁদের মতে, ডিম্ব একাই এক শ। আবার কেউ হলেন শুক্রাণুবাদী বা ন্দদ্মত্রব্দন্ষ্ঠ। তাঁদের জোর দাবি ছিল, শুক্রাণু একাই সন্তানের শুভ সূচনা করে। ১৬৯৪ সালে গণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী নিকোলাস হার্টসোয়েকার স্ক্রু-ব্যারেলওয়ালা সরল মাইক্রোস্কোপ আবিষ্কার করেছিলেন। সেই প্রথম মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে শুক্রাণু দর্শন হলো।

কী কান্ড! ডিম্বাণু আর শুক্রাণুকে মিলেমিশে ভ্রূণ তৈরি করতে দেওয়ার জন্যও অপেক্ষা করতে হয়েছে! এই বাদানুবাদ পরের কয়েকশ বছর চলার পর উনিশ শতকের শেষের দিকে জার্মানীর অস্কার হার্টউইগ এবং ফ্রান্সের হারমান ফল্স নামের দুই জন বিজ্ঞানীর দেখা মিলল। এই দুই কীর্তিমান বিজ্ঞানী সাগরের তলদেশে বাস করা সাগর সজারুর (সজারুর মতো কাঁটাওয়ালা প্রাণী) উপর গবেষণা করে প্রমাণ করেনভ্রূণ গঠনে একটি ডিম্বাণু এবং একটি শুক্রাণু লাগে। কেবল ডিম্বাণু কিংবা কেবল শুক্রাণু ভ্রূণ তৈরি করতে পারে না।

মানুষের জন্মরহস্য এর পরও এক আজব বাজির কারখানা হয়ে ছিল। স্বাভাবিকভাবে ভ্রূণ উতাদনে অক্ষম কত কত ডিম্ব আর কত শুক্রাণু! একশ বছর আগেও সন্তান জন্মদানে অক্ষম দম্পতিদের আশার বাণী শোনাতে পারেনি বিজ্ঞান। কৃত্রিমভাবে দাতার শুক্রাণুর সাহায্যে গর্ভধারনের চেষ্টাকে ১৯২১ সালে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। সামাজিকভাবে এই কাজ ব্যভিচারের সমতুল্য বলে মনে করা হত। গ্রিক দেবতা জিউস যেমন প্রচণ্ড রেগে প্রমিথিউসকে শাস্তি দিয়েছিলেন, সৃষ্টিকর্তা ঠিক সেভাবে শাস্তি দেবেন বলে ভয় দেখানো হতো। এইসব বিধিনিষেধ সন্তানহীন দম্পতিদের মাঝে যে ক্ষোভ তৈরি করেছিল, তার সাথে তাল মিলিয়ে কল্পনায় বিজ্ঞানের দৌড়কে এগিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও মিলল। বিজ্ঞান যখন অসহায়, তখনই তো ডানা মেলে দেয় কল্পবিজ্ঞান।

১৯২৩ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পেপার পাঠ করলেন ব্রিটিশ জীববিজ্ঞানী জে বি এস হালডেন। ‘ডেডলাস, অর সায়েন্স অ্যান্ড দ্য ফিউচার’ শিরোনামের সেই পেপারে এক ফিকশন ভাবনা প্রকাশ করলেন তিনি। প্রজনন সম্ভাবনা সৃষ্টিতে কাজ করা বিজ্ঞানীদের কাছে প্রমিথিউসের পাপের ব্যাখ্যা করলেন। কী করেছিল প্রমিথিউস? আগুন আবিষ্কার করেছিল। পৃথিবীর মানুষকে সেই আগুনের ব্যবহার শিখিয়েছিল। অর্থাৎ ভৌত ও রাসায়নিক উদ্ভাবনের ঘটনা এটি।

হালডন ভয় দেখানোর উদ্দেশ্যে এভাবে বললেও তিনি কিন্তু কল্পবিজ্ঞানের ডানায় হাওয়া লাগিয়ে দিলেন। গর্ভের বাইরে সন্তান জন্ম দেওয়া যেতে পারে, এই ফিকশন ভাবনার খোরাক জুগিয়েছিলেন তিনি। কিছু কিছু কিন্তু সত্যিই নাড়া দেওয়ার মতন। কী রকম? বলছি।

হালডন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিশ্বের প্রথম মানব শরীরের বাইরে বেড়ে ওঠা শিশু জন্ম নেবে ১৯৫১ সালের মধ্যে। এভাবে শিশু জন্মদানের প্রক্রিয়াকে বলা যায় এক্টোজেনেসিস। এভাবে জন্ম নেওয়া শিশুকে বলা যায় এক্টোজেনিক শিশু। কীভাবে জন্ম নেবে এই রকম শিশু? হালডন সম্ভাবনার যে গল্প শুনিয়েছিলেন, তা এরকম

বিমান দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া কোনো এক নারীর তরতাজা থাকা জরায়ু সংগ্রহ করবেন দুজন কাল্পনিক বিজ্ঞানী ড্যুপো এবং বিজ্ঞানী শুয়্যার্জ। বিজ্ঞানীদ্বয় গবেষণাগারে সেই জরায়ুকে ব্যবহার করতে থাকবেন একের পর এক শিশু জন্মের কাজে। পাঁচ বছরের ভেতর জরায়ুটি কার্যক্ষম ডিম্বাণু উতাদন করবে। সেই ডিম্ব সংগ্রহ করবে বিজ্ঞানীদ্বয়ের টিম। ডিম্বাণু নিষিক্ত করার কাজটি চলবে নিয়মিত ভাবে। অর্থাৎ, নিষিক্ত করার উপযোগী ডিম্বাণু উতাদনের কারখানা হয়ে যাবে গবেষণাগার। পর্যাপ্ত পুষ্টির যোগান দিয়ে ভ্রূণকে লালন পালন করবেন বিজ্ঞানী ড্যুপো এবং শুয়্যার্জ। কৌশল আয়ত্বে আসার পর যে কোনো জীবিত নারীর জরায়ু অপসারণ করে বিশ বছর পর্যন্ত গবেষণাগারে সংরক্ষণ করা যাবে। প্রতি মাসে প্রতিটি জরায়ু থেকে একটি করে নতুন ডিম্বাণু সংগ্রহ করে কিছু শুক্রাণু (এগুলো কোথা থেকে মিলবে, তা তিনি কখনো বলেননি) দ্বারা ডিম্বাণুগুলোর সাফল্যজনক নিষিক্তকরণের হার হবে একশ তে নব্বই।

ভ্রূণ নয় মাস প্রযুক্তির গর্ভে লালনপালন করে বাইরের আলোতে আনা হবেনিয়মিত শিশু জন্মদানের এই ধারণাটা সত্যিই বৈপ্লবিক। হালডেন কল্পনায় যে ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন, সেখানে প্রতি বছর ৬০ হাজার শিশুকে আলোতে আনা হবে। তিনি ভেবেছিলেন, ১৯৬৮ সালের মধ্যে প্রথম দেশ হিসেবে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করবে ফ্রান্স। এর কিছুদিনের ভেতর এক্টোজেনিক শিশুরা হয়ে উঠবে বৈশ্বিক। স্বাভাবিকভাবে জন্ম নেওয়া শিশুর চেয়ে এদের সংখ্যা বাড়তে থাকবে। তিনি হিসেব দিয়েছিলেনবিশ্বের মাত্র ত্রিশ ভাগ শিশু জন্ম নেবে নারীর গর্ভে!

নারীর শরীর থেকে জরায়ু বের করে এনে সেটাকে প্রজনন যন্ত্র হিসেবে কাজে লাগানোর বুদ্ধিটা বিজ্ঞান বাস্তবে করতে পারেনি। হালডেনের এই ভাবনাকে এখনো ভুলের খাতায় রাখলেও বিজ্ঞানীরা যে জীবিত নারীর শরীর থেকে জরায়ু অপসারণ করতে পারবেনএই ভাবনাটি কিন্তু সঠিক হয়েছে। নারীর শরীর থেকে জরায়ু সরিয়ে গবেষণাগারে রেখে লম্বা সময় ধরে ডিম্বাণু উতাদনের উত হিসেবে তরতাজা রাখার কাজ কিন্তু হচ্ছে। সেই ২০০১ সালে শুরু হয়েছিল এই কাজ।

উর্বরতার চিকিতক কুটরুক ওকটের হাত ধরে যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েই মেডিসিন কলেজ এক নারীর জরায়ুর টিস্যু সরিয়ে হিমায়িত পরিবেশে সংরক্ষণ করেছিল, কেননা সেই নারী শিশু জন্মদানের কাজটি ইচ্ছেমত সময়ে করতে চেয়েছিলেন। জরুরি কাজ শেষ করে সেই নারী বছর খানেক পর যখন নিজেকে গর্ভধারনের উপযুক্ত বলে মনে করলেন, তখন তার জরায়ুর টিস্যু ফেরত চেয়ে গবেষণাগার কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করলেন। আবেদন মঞ্জুর হলো। নারীর জরায়ুতে আবারও বসানো হলো তরতাজা সেই টিস্যু। কয়েক মাস পর নারীর জরায়ু আবার আগের মতো নিয়মিত হারে হরমোন নিঃসরণ করতে শুরু করল, নিয়মিত মাসিক চক্র শুরু হতেই ডিম্বাণু উতাদন হতে থাকল। আজকাল এরকম জরায়ুর টিস্যু সরিয়ে আবার জরায়ুতে বসিয়ে সন্তান জন্মদানের সংখ্যা শতশত। আর স্বাভাবিক জন্মদান প্রক্রিয়ায় কাজ না হলে নানা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিশু জন্মের ঘটনা এখন লাখ লাখ।

কাজেই, বিজ্ঞানী হালডনকে স্যালুট জানাতে চাই। এরপর মনে করতে চাই বৃটিশ লেখক আলডস হাক্সলিকে। তিনিও গবেষণাগারে জন্ম দেওয়া শিশুর ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর ভাবনায় প্রযুক্তির সাহায্যে যে শিশু জন্ম নেবে, তারা হবে দুই রকমের। একদল মানুষ আরেকদল মানুষের দাস। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত ব্রিটিশ লেখক আলডস হাক্সলির লেখা উপন্যাস ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড-এ আছে, সাবধানতার সাথে ডিম্ব এবং শুক্রাণু নির্বাচন করে কাঁচের পাত্রে মিশিয়ে কৃত্রিম জরায়ুতে বড় হতে দেওয়া হচ্ছে। একদল নিষিক্ত ভ্রূণকে পরিপূর্ণপুষ্টি দিয়ে বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান মানুষের জন্ম দেওয়া হচ্ছে। একই সময়ে আরেক দল নিষিক্ত ভ্রূণকে দেওয়া হচ্ছে নির্ধারিত মাত্রায় বিষ। এতে এরা কম বুদ্ধিমান ও কম স্বাস্থ্যবান হয়ে জন্ম নিয়ে বুদ্ধিমান ও স্বাস্থ্যবান মানুষের সেবা করছে।

নিজের ভবিষ্যদ্বাণী কতখানি নির্ভুলভাবে ফলবে, তা জানতে দারুণ কৌতুহলী ছিলেন হাক্সলি। লেখক বলে কথা। আর তাই ১৯৫৮ সালে আমরা দেখি হাক্সলিকে, আরেকটি উপন্যাস নিউ ব্রেভ ওয়ার্ল্ড রিভিজিটেড-এর মাধ্যমে প্রথম টেস্ট টিউব শিশুকে নিয়ে যাচ্ছেন ইংল্যান্ডে। সে সময় তিনি ছিলেন ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। শিশু তৈরি কারখানা আর কৃত্রিম জরায়ু নিয়ে নিজের ভাবনা কোনো কাজে আসছে না ভেবে খুব হতাশ ছিলেন। লিখেছিলেন, বোতলের ভেতর শিশু আর কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত প্রজনন হয়তো সম্ভব নয়। আরও লিখেছিলেন, আরও অনেক লম্বা সময় ধরে আমরা এলোমেলোভাবে জন্ম নেওয়া জরায়ুজ প্রজাতি হয়েই থাকব, তা বেশ বুঝতে পারছি।

ফোটনের নামটি জানো, জানো কি তার পরিচয়?

৬৬৫ সাল। স্যার আইজ্যাক নিউটন তাঁর বিখ্যাত প্রিজম পরীক্ষাটি করেন এ বছরেই। ছোট্ট একটি ছিদ্র দিয়ে আসা সাদা আলো ফেললেন প্রিজমের ওপর। প্রিজম ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় কিন্তু আর সাদা থাকল না আলো। সাতটি রঙে ভাগ হয়ে গেল। রংধনুতে যে সাতটি রং থাকে, এখানেও পাওয়া গেল সেই সাত রঙের পট্টি। নিউটন ভাবলেন, সাদা আলো কেন এভাবে ভাঙল, তাহলে আলো কি কোনো কণা? নিউটন তা-ই মনে করতেন। মনে করতেন আলো ভরহীন কণা।

আলোকে কণা ধরলে কিছু সুবিধা হয় আলোর প্রতিফলন ব্যাখ্যা করতে। আয়না বা কোনো বস্তু থেকে কেন আলো প্রতিফলিত হয়ে আসে? নিউটন মনে করতেন, আলো কণা বলেই বস্তুতে বাঁধা পায় এবং প্রতিফলিত হয়ে উল্টো দিকে ফিরে আসে। কিন্তু আলো কেন স্বচ্ছ কাচ ভেদ করে চলে যায়? কেন আলোর ব্যতিচার, অপবর্তনই-বা দেখা যায়-নিউটনের কণা তত্ত্ব সে ব্যাখ্যা দিতে পারেনি।

আলো নিয়ে গবেষণা নিউটনই প্রথম করেনি। দশম শতাব্দীতে মিশরের খলিফার কাছ থেকে নীল নদে বাঁধ নির্মাণের জন্য টাকা নিয়েছিলেন আরবীয় বিজ্ঞানী আল হাজেন। কিন্তু তিনি হিসাব কষে দেখলেন, বাঁধ নির্মাণ সম্ভব নয়, তাই সেই টাকা আর রাজ সুবিধা ভোগ করে আল হাজেন শুরু করলেন বৈজ্ঞানিক গবেষণা। আলোর ওপরে করলেন মৌলিক কিছু কাজ। বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ও গণিতবিদ ইউক্লিড মনে করতেন, মানুষের চোখ থেকে আলো বের হয়ে। সেই আলো গিয়ে পড়ে বস্তুর ওপর। তারপরই সেই বস্তুকে দেখতে পায় মানুষ। ইউক্লিডের এই ধারণা ভুল, এখকার স্কুলের বাচ্চারাও সেটা বোঝে। কিন্তু দশম শতাব্দীতে সেটা বোঝা অত সহজ ছিল না। বিশ্ব বিজ্ঞানে গ্রিক পণ্ডিতদের তখন দেবতার আসন। তাঁদের কথা অবিশ্বাস করার লোক সেকালে ছিল না বললেই চলে। কিন্তু সেই ধারণাতেই কুঠারাঘাত করলেন আল হাজেন। বললেন, মানুষের চোখ থেকে নয়, বস্তু থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে এসে যখন আমাদের চোখের ওপর পড়ে, তখনই আমরা বস্তুটাকে দেখি। অনেকেই তখন রে-রে করে তেড়ে এলেন, জাত গেল জাত গেল বলে চিতার-চেচামেচি করলেন। কোথাকার কোন আল হাজেনর ধৃষ্টতা কেমন করে হলো উইক্লিড-টলেমির তত্ত্ব ছুড়ে ফেলার! তখন হাজেন সমর্থন পেলেন আরবের দুই বিখ্যাত পণ্ডিত ইবন সিনা আর আল-বিরুনির।

আল হাজেন আলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। আলো নিয়ে লিখেছেন সাত খণ্ডের ঢাউস এক বইকিতাব আল-মানাজির। ইংরেজি অনুবাদে যার নাম হয় বুক অব অপটিকস। এই বইয়ে হাজেন বলেন, আলো ঘন মাধ্যম থেকে হালকা মাধ্যমে গেলে এর গতি কমে যায়। আগে মানুষ মনে করত আলোর গতি অসীম। এরপর অনেকেই আলো নিয়ে গবেষণা করেছেন। কিন্তু শেষমেশ নিউটনই হয়ে ওঠেন নায়ক। নিউটন যখন আলোর কণা তত্ত্ব চালু করছেন, সেই সময় তরঙ্গ তত্ত্ব চালু করেন জার্মান বিজ্ঞানী ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনস। কিন্তু বৈজ্ঞানিক সমাজে নিউটনের প্রভাব ছিল ব্যাপক। তাই হাইগেনসের তরঙ্গ তত্ত্বকে পাত্তা দিলেন না বিজ্ঞানীকুল। এর প্রায় দেড় শ বছর পর ডাবল স্লিট পরীক্ষার মাধ্যমে তরঙ্গ তত্ত্বের প্রমাণ দিলেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী থমাস ইয়াং। পদার্থবিজ্ঞানে সে এক বিপ্লব। তাতে তরঙ্গ তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। চাপা পড়ে যায় নিউটনের কণা তত্ত্ব। এরপর ১৯০৫ সালের সেই মহাবিপ্লব। একের পর এক বিজ্ঞানের চেনা জগতে আঘাত হেনে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছেন তরুণ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন। বিখ্যাত আপেক্ষিক তত্ত্ব সে বছরই প্রকাশ হয়। পরমাণু তত্ত্বকেও আইনস্টাইন প্রতিষ্ঠিত করেন সে বছর, ব্রাউনীয় গতির ব্যাখ্যা দিয়ে। কিন্তু সে বছর আরও একটা যুগান্তকারী কাজ করলেন আইনস্টাইন।

প্রয়াত অনিল সরকারের ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে কবির প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির। ছবি ঃ নিজস্ব

মুকুল রায়ের ব্যাপারে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকরের ব্যাপারে নিশ্চিত বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। অগস্টের প্রথম সপ্তাহে কৃষ্ণনগরে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুকুলবাবু মন্তব্য করেন, কৃষ্ণনগরে উপনির্বাচন হলে তৃণমূল পর্যুদস্ত হবে। বিজেপি স্বমহিমায় ফিরে আসবে। "এটা বলা ঠিক হয়নি," বলে পরে মুকুল দাবি করলেও তখন তৃণমূলের কেউ কেউ বলেছিলেন, অসুস্থতার কারণেই এমন অসংলগ্ন বক্তব্য। মুকুল-পুত্র শুভ্রাংশুও বাবার অসুস্থতার কথা জানান। পরে বি বুধবার একথা জানিয়ে শুভেন্দুবাবু বলেন, "দলত্যাগ বিরোধী আইন বাংলায় গত ১০ বছরে কার্যকর হয়নি। মুকুল রায়েরধানসভায় এসেও মুকুল দাবি করেছিলেন, তিনি বিজেপি-রই বিধায়ক। সেই বক্তব্য নিয়েও 'অসুস্থতা' জল্পনা তৈরি হয়।

তবে বুধবার শুভেন্দুর দাবি, গোটাটাই সাজানো।ঘটনায় আমরা যে পদক্ষেপ করেছি তাতে আমরা সফল হবই। আইনি লড়াইয়ে কোন পথে আমরা এগবো তার দায়িত্ব দল আমায় দিয়েছে। পদত্যাগ না করে দলত্যাগ চলবে না। আমি আইনি বিষয়টা দেখব। দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কী কী করতে হয় তা নিয়ে আমি আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলব।" শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আইনি লড়াইয়ের আশঙ্কাতেই মুকুল রায়কে তৃণমূল অসুস্থ সাজিয়ে রাখতে চাইছে। পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি (পিএসি)-র চেয়ারম্যান পদ নিয়ে এত বিতর্ক, তার পরেও কমিটির বৈঠকে মুকুলবাবু থাকছেন না। কাজ চালাচ্ছেন ওই কমিটির সদস্য তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। যাঁরা বিধায়ক হওয়ার পরে দলবদল করছেন, তাঁরা ছাড় পাবেন না। আইনগত ব্যবস্থা হবে। আর একটা নির্বাচন পর্যন্ত মামলা চলতেই থাকবে, এটা চলবে না।" একই সঙ্গে মুকুল রায়কে আক্রমণ করে দলের রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ বলেন, "মুকুল রায়ের মতো নেতাকে প্রথমবার নির্বাচনে জেতার সুযোগ আমরা তৈরি করে দিয়েছি। কিন্তু তিনি পরে যা করেছেন তাতে রাজনীতিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা ভরসা করে ভুল করেছিলাম।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্যে বিপুল বিনিয়োগের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পানাগড়, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : সামাজিক প্রকল্পের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নজর এবার শিল্পে। কর্মসংস্থানে জোর দিচ্ছে রাজ্য সরকার। একাধারে একাধিক শিল্পতালুকে বিনিয়োগ তো অন্যদিকে শিল্পবান্ধব নয়া নীতির ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। বুধবার পানাগড় শিল্পতালুকে ৪০০ কোটির পলিফিল্মের কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তিনি। এর পরই মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, "বাংলায় বিনিয়োগ করুন। আমাদের সরকার শিল্পের পাশে আছে। এ রাজ্যে শিল্পে একনম্বর হবে। এবার শিল্পই টার্গেট আমাদের।" মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ইথানলের মতো জৈব জ্বালানি তৈরি হবে বাংলায়। ভাঙা চাল দিয়ে তৈরি হবে জ্বালানি। ৪৮ হাজারের বেশি মানুষ কাজ পাবেন। রাজ্যে দেড় হাজার কোটির বিনিয়োগ আসবে। ইথানল প্রোডাকশন প্রোমোশন পলিসি চালু হচ্ছে। বায়ো ফুয়েলের মূল উপাদান ইথানল। খুদকুঁড়ো অর্থাৎ ভাঙা চাল থেকে তৈরি হয় ইথানল। তাই এবার থেকে চাষিদের থেকে কিনে নেওয়া হবে সেই ভাঙা চাল। যাতে তাদের ভাঙাচাল কম দামে বিক্রি করতে হয় না। যার ফলে গ্রামে প্রচুর কারখানা তৈরি হবে। এই শিল্পে এক বছরে দেড় হাজার কোটি বিনিয়োগ হবে বলে আশা মুখ্যমন্ত্রীর।এদিন পানাগড়ে পলিফিল্ম প্রকল্পের উদ্বোধন করার পাশাপাশি একাধিক পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী শিল্প পার্কেরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি দুর্গাপুর, জামুড়িয়া, হাওড়া, জামালপুরের মতো বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু শিল্প প্রকল্পেরও সূচনা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এ দিনই প্রায় ১৫ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের ঘোষণা করা হল যেখানে প্রায় ৫০ হাজার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এর পাশাপাশি রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী শিল্প পার্কেও প্রায় ৭২ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বৈঠকে নেই বিজেপি-র ৫ বিধায়ক শঙ্কা প্রকাশে নারাজ দলনেতারা

শিলিগুড়ি, কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভোটের ফলপ্রকাশের পর থেকেই ভাঙন শুরু হয়েছে রাজ্য বিজেপিতে। মুকুল রায়ের পর আরও ২ বিধায়ক যোগ দিয়েছেন তৃণমূলে। আরও বেশ কয়েকজনকে নিয়ে শুরু হয়েছে কানাঘুষো। যদিও এ ব্যাপারে শঙ্কা প্রকাশে নারাজ দলনেতারা। পূর্বসূচি অনুযায়ী বুধবার শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসেছিলেন উত্তরবঙ্গের বিধায়করা। নেতৃত্বে ছিলেন অমিতাভ চক্রবর্তী, রাজু বিস্তা ও জন বার্লা। এই বৈঠকে হাজির হননি মোট ৭ বিধায়ক। দলবদলের আবহে এই বিধায়কদের অনুপস্থিতি স্বাভাবিকভাবেই উসকে দিয়েছে জল্পনা। উত্তরবঙ্গে ২৯ জন বিধায়ককে নিয়ে বৈঠকের আয়োজন করেছিল বিজেপি। নেতৃত্বে থাকার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। তবে তাঁর বদলে এদিনের বৈঠকে নেতৃত্ব দেন অমিতাভ চক্রবর্তী।

জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে গরহাজির ছিলেন উত্তরবঙ্গের ৫ বিধায়ক-সহ মোট ৭ জন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন, মালদহের গোপালচন্দ্র সাহা, কুমারগ্রামের মনোজ ওঁরাও, বালুরঘাটের সত্যেন্দ্রনাথ রায় ও হবিবপুরের জোয়েল মুর্মু। এই অনুপস্থিতি উসকে দিয়েছে দল বদলের জল্পনা। কারণ, বাগদার বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ার দিনই কানাঘুষো শোনা যাচ্ছিল যে সত্যেন্দ্রনাথ রায়ও বদলাতে পারেন দল। বিজেপি-র দাবি, বালুরঘাট আর গঙ্গারামপুর বিধায়ক আগেই জানিয়েছিলেন যে তাঁরা বৈঠকে যেতে পারবেন না। তবে বাকি ৩ জনের সম্পর্কে কোনও তথ্যই জানে না দল। এবিষয়ে জুয়েল মুর্মু জানিয়েছেন তিনি স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে ছিলেন।

বিজেপি বিধায়কেরা তাঁদের গরহাজিরার কারণ দর্শালেও, এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জল্পনা শুরু হয়েছে। তা নিয়ে দৃশ্যতই ক্ষুব্ধ মালদহের গোপালচন্দ্র সাহা। তাঁর পাল্টা, "তৃণমূলের বৈঠকেও তো অনেক বিধায়ক থাকেন না। তা নিয়ে তো কেউ প্রশ্ন তোলে না! গরহাজির শব্দটার মানে কী? আমার শরীর খারাপ তাই উপস্থিত হতে পারিনি। মৌখিক ভাবে উচ্চ নেতৃত্বকে জানিয়েছি। এটাই তো যথেষ্ট।" উল্লেখ্য, এদিনের বৈঠক উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের নিয়ে ডাকা হলেও তালিকায় দক্ষিণবঙ্গের ২ জনের নাম ছিল। তাঁরা যোগ দেননি বৈঠকে। একসঙ্গে একাধিক বিধায়কের অনুপস্থিতি বিজেপির দুশ্চিন্তা যে বাড়িয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কৃষ্ণনগর উত্তরের বিধায়ক মুকুলের পরে সম্প্রতি বিষ্ণুপুর ও বাগদার বিধায়ক তন্ময় ঘোষ এবং বিশ্বজিৎ দাস তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। এদের বিরুদ্ধে বিজেপি আদালতে যাচ্ছে বলে বুধবার জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে তিন বিধায়ক তৃণমূলে চলে যাওয়ায় বিজেপি যে চিন্তিত তা বুধবার অনেকটাই স্পষ্ট হয়েছে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের সব বিধায়ককে দলের দফতরে ডাকা হয়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দুবাফু ও রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। একই ভাবে উত্তরবঙ্গের বিধায়কদের নিয়েও শিলিগুড়িতে বৈঠক করছেন রাজ্য বিজেপি-র সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) অমিতাভ চক্রবর্তী। তবে কি বিজেপি ভয় পাচ্ছে? জবাবে দিলীপবাবু বলেন, "মূলত নতুন বিধায়কদের প্রশিক্ষণের জন্যই বসা হয়েছে। তবে এটাও ঠিক যে, চাপের মুখে কেউ কেউ আত্মসমর্পণ করে ফেলছেন।" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৭৯

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। ফের রাজ্য জুড়ে বাড়লো করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। গত ২৪ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত ৬৭৯ জন। বুধবার এমনটাই খবর স্বাস্থ্য দফতরের তরফে প্রকাশিত বুলেটিন সূত্রে।স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন সূত্রে খবর, গত ২৪ ঘণ্টায় করোনা আক্রান্ত হয়েছেন একদিনে করোনা আক্রান্ত ৬৭৯ জন। যার জেরে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়িয়ে ১৫,৪৯,২৮৩। করোনা আক্রান্ত হয়ে একদিনে মৃত্যু হয়েছে ১২ জনের। যার ফলে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৪৫৯। করোনাকে হারিয়ে গত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছে ৬৮১। যার জেরে রাজ্য জুড়ে মোট সুস্থ হয়ে উঠছেন ১৫,২২,২৩। ফলে সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৮.২৪ শতাংশ।

রাজ্যপালের কাছে এসএসকে, এমএসকে শিক্ষকরা

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি স)। সুবিচার চাইতে রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরের কাছে গেলেন এসএসকে, এমএসকে শিক্ষকরা। বুধবার বিকেলে শিক্ষক প্রতিনিধিরা রাজভবনে গিয়ে দেখা করেন রাজ্যপালের সঙ্গে।

কয়েকমাস ধরেই বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে সক্রিয় শিক্ষক ঐক্য মুক্ত মঞ্চ। কিছুকাল আগে আন্দোলনকারী শিক্ষিকারা নবান্নের সামনে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ দেখান। মূলত তাঁদের দাবি ছিল ৮ বছর ধরে বেতনবৃদ্ধি হচ্ছে না। সেই অভিযোগ জানাতেই এসেছিলেন। এর পর তাঁদের কয়েকজনকে দূরে বদলি করা হচ্ছে। ফলে প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হবেন তাঁরা। গত ২৪ তাঁরা বিকাশ ভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেননি। দাবি আদায়ে লাগাতার আন্দোলন এবং আবেদনের পরেও মুখ্যমন্ত্রী অথবা শিক্ষামন্ত্রীর দেখা না পেয়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ৫ জন শিক্ষিকা।

আন্দোলনকারী পুতুল মণ্ডল নামে এক মহিলা শিক্ষিকা জানান, 'আমি সূর্য সেন শিশু বিদালয়ে চাকরি করি। আমার বাড়ি বকখালিতে। আমাকে বদলি করা হয়েছে কোচবিহারের দিনহাটায়। আমাদের আন্দোলন করতে দেবে না এঁরা। আমার স্বামী নেই। একটা বাচ্চা আছে। আমি কীভাবে সংসার চালাব।' আন্দোলনকারী অনিমা নাথ নামে আরেক মহিলা জানান, 'আমি বেতন পাই ১০ হাজার টাকা। আমার বাড়ি ব্যান্ডেলে। আমাকে বদলি করা হয়েছে মালদার রতুয়ায়। এটা নিয়মবিরুদ্ধ। যে রাজ্যে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কোনও সম্মান নেই, সেখানে বেঁচে থেকে কোনও লাভ নেই।' বিক্ষোভের মাঝেই শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর পদত্যাগও দাবি করেন আন্দোলনরত মহিলা শিক্ষিকারা। কার্যত পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলে মহিলাদের। সূত্রের খবর, রাজ্যপালের কাছে বুধবার রাজ্যের বিরুদ্ধে বেআইনি বদলির অভিযোগ আনেন এসএসকে, এমএসকে শিক্ষকরা। রাজ্যপাল তাঁদের অভিযোগ বিবেচনার আশ্বাস দেন।

ভাগাড় কাণ্ডে হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের, বনগাঁ আদালতের রায় খারিজ হাইকোর্টে

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ভাগাড় কাণ্ডে হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের। ভাগাড় কাণ্ডের অন্যতম মামলার রায় খারিজ করলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। বনগাঁ আদালতের রায় খারিজ হলো বুধবার। ২০১৯-এর ২৬ জুন দুই দোষীর ৫ বছরের জেল ও ১ লক্ষ টাকা জরিমানা নির্দেশ দিয়েছিল বনগাঁ আদালত। বনগাঁর অতিরিক্ত জেলা বিচারকের সেই রায় খারিজ করলেন বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য। দ্রুত আসামী স্বরূপ সেনকে জেলমুক্ত করতেও নির্দেশ হাইকোর্টের। ২০১৮ সালে ভাগাড় কাণ্ড নিয়ে রাজ্য উত্তাল হয়ে ওঠে। সেই সময় অভিযানে নামে একাধিক পুরসভা।দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা থেকে প্রথম অভিযোগ ভাগাড়ের মাংস বাণিজ্যিক ভাবে হোটেলে, রেস্টুরেন্টে বিক্রি করার। ভাগাড় কাণ্ডে আড়ালে পচা, নিম্ন গুণমানের মাংস, মাছ বিক্রির অভিযোগ ওঠে। একাধিক হোটেল, রেস্টুরেন্টের বিরুদ্ধে অভিযান চলে। প্রচুর পরিমানে ধরপাকড় চলে। বাদ যায়নি বনগাঁ পুরসভা। ৫ মে ২০১৮ পুর অভিযানে নামে বনগাঁ পুরসভা সঙ্গে পুলিশ। বনগাঁ শহরের দুই নামী রেস্টুরেন্ট ওয়াই ফাই এবং মাকালী হোটেল থেকে পচা মাংস ও মাছ উদ্ধার করা হয়। ৬ কেজি পচা মাংস ও ৩ কেজি পচা মাছ উদ্ধার করে পুলিশ। মাছ ও মাংস বিষাক্ত বলে দাবি করা হয় তদন্তে। এরপর বনগাঁ পুলিশের তদন্তে রায় ঘোষণা হয় ২০১৯ জুন মাসে। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৭২ ও ২৭৩ ধারায় রায় ঘোষনা করে বনগাঁ আদালত। তাতেই ২ জনকে দোষী এবং বাকিদের মুক্ত করে নিম্ন আদালত।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বহুজনের সঙ্গে বিজেপিতে যোগদান ভবানীপুরের এআইইউডিএফ-ত্যাগী সদ্যপ্রাক্তন বিধায়ক ফণীধর তালুকদারের

গুয়াহাটি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : সিদ্ধান্ত আগেই নেওয়া ছিল। সে অনুযায়ী আজ বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিজেপিতে যোগদান করেছেন ভবানীপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক ফণীধর তালুকদার। তবে বিজেপিতে যোগদানের আগে এদিন সকালে বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারির কাছে বিধায়ক পদে ইস্তফাপত্র তুলে দিয়েছেন তিনি। এর আগে তিনি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সরকারি বাসভবনে গিয়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয় ফুলাম গামোছা দিয়ে।

পরে বেলা একটা নাগাদ হেঙেরাবাড়িতে অবস্থিত বিজেপির প্রদেশ সদর দফতরে যান ফণীধর তালুকদার। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বেশ কয়েকজন কার্যকর্তার উপস্থিতে দলীয় টুপি ও উত্তরীয় পরিয়ে বরণ করেন প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, উপ-সভাপতি জয়ন্ত দাস, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব জয়ন্তমল্ল বরুয়া, প্রদেশ মুখপাত্র পবিত্র মার্ঘেরিটা, বিধায়ক তরঙ্গ গগৈ, রুপেশ গোয়ালা, বিদ্যাসিং ইংলে প্রমুখ দলের বেশ কয়েকজন নেতা। প্রসঙ্গত, আজ একই অনুষ্ঠানে ফণীধর তালুকদারের সঙ্গে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন কোচ-রাজবংশীয় ছাত্র সংগঠন আক্রাসু-র ধুবড়ি জেলা সভাপতি অনন্ত বর্মণ, সহ-সাধারণ সম্পাদক কঙ্কন রয়, সংগঠনের কেন্দ্রীয় প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক জীবেশ রয়, কামরূপ জেলা কংগ্রেসের প্রাক্তন সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক শংকর দাস, রাইজর দলের তিনসুকিয়া জেলার প্রাক্তন সভাপতি শরৎ দাস প্রমুখ বেশ কয়েকজন।

বিজেপিতে যোগদান করে প্রদত্ত ভাষণে এআইইউডিএফ-ত্যাগী ফণীধর তালুকদার বলেন, মূলত বহুদিন আগে থেকেই তিনি বিজেপির নীতি ও আদর্শের প্রতি আকর্ষিত। তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র ভবানীপুরের সর্বাঙ্গীন উন্নয়নের স্বার্থে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার হাত শক্তিশালী করতে ভারতীয় জনতা পার্টিতে আজ আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করেছেন। তিনি বলেন, এআইইউডিএফ-এর টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে মন্দির, সত্র, নামঘরে প্রবেশ করতে গেলে মানসিক অন্তঃদণ্ডে ভুগতেন। ভাষণ দিতে গিয়ে বক্তা আরও বলেন, 'আমার নির্বাচনী এলাকার মানুষ দরিদ্র। কতদিন আমরা বিরোধী আসনে বসব? বিরোধী আসনে বসে আমার এলাকার মানুষের কী উপকার হবে? তা ভেবেই এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে আজ আমি নীতি ও আদর্শসম্পন্ন বিজেপিতে যোগ দিয়েছি।' আরও বলেন তালুকদার। বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মার মতো ব্যক্তির রাষ্ট্রগঠনে নিরন্তর কাজকর্মে আকর্ষিত হয়েই বিজেপিতে যোগদানের প্রবল ইচ্ছা হচ্ছিল তাঁরা। আজ সেই স্বপ্ন পূরণ হয়েছে, বলেন ফণীধর তালুকদার।

প্রসঙ্গত, যাবতীয় জল্পনার অবসান ঘটিয়ে গতকাল মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে দলের প্রাথমিক সদস্যপদ ছেড়েছিলেন ভবানীপুরের এআইইউডিএফ বিধায়ক ফণীধর তালুকদার। গতকালই তিনি এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের কাছে দলত্যাগ সংক্রান্ত পত্র পাঠিয়েছিলেন তিনি। তালুকদারের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রের দাবি, নানা কারণে তিনি এআইইউডিএফ-এর ওপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

বিধায়ক পদে ইস্তফা দেওয়ায় ভবানীপুরেও অন্য পাঁচ আসনের সঙ্গে উপনির্বাচন হচ্ছে। ভবানীপুরকে নিয়ে এবার অসমের মোট ছয়টি আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেগুলি যথাক্রমে গোসাইগাঁও, তামুলপুর, মরিয়নি, থাওড়া, মাজুলি এবং ভবানীপুর। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বিগত বেশ কয়েকটি বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর অসনে নির্দলীয় প্রার্থী হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন ফণীধর তালুকদার। কিন্তু প্রতিবারই তিনি পরাজিত হতেন। এবার ২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে এআইইউডিএফ-এর টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে প্রথমবারের মতো বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হয়েছিল ফণীধরের। কিন্তু চারমাসের মধুচন্দ্রিমার অবসান ঘটিয়ে আজ তিনি বিজেপিতে যোগদান করে যাবতীয় জল্পনায় জল ঢেলে দিয়েছেন।

শিল্পে ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগের দাবি করে শিল্পবান্ধব নয়া নীতির ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

পানাগড়, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গত এক দশকে রাজ্যের শিল্পে ১ লক্ষ কোটি বিনিয়োগ হয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধার একথা জানান। এই সঙ্গে, রাজ্যে বিনিয়োগ বাড়াতে শিল্পবান্ধব নয়া নীতির ঘোষণা করলেন।বুধবার পানাগড়ে পলিফিল্ম প্রকল্পের উদ্বোধন করার পাশাপাশি পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে জঙ্গল সুন্দরী শিল্প পার্কেরও সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। গত দশ বছরে রাজ্যে ১ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি বিনিয়োগ হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পাশাপাশি বিশ্ব বাংলা শিল্প সম্মেলন থেকে ১৩ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি। আগামী বছর ফের বিশ্ব বাংলা সম্মেলনের প্রস্তুতি শুরু করতেও নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "দেশে যখন কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত হচ্ছে তখন করোনা অতিমারির মধ্যেও বাংলায় ৪০ শতাংশ বিনিয়োগ বেড়েছে।"

তিনি বলেন, শিল্পকর্তাদের পরামর্শ মেনে পশ্চিমবঙ্গ শিল্প পর্ষদ তৈরি হয়েছে। পর্ষদের মাথায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন বিভিন্ন দফতরের সচিবরা। পর্ষদের সদস্যরা প্রতিমাসে বৈঠক করবে। দেখা হবে শিল্প তৈরির জন্য কটা আবেদন জমা পড়ল। ক'টা আবেদন ছাড় পত্র পেল তাও খতিয়ে দেখবে এই পর্ষদ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, দেউচা পাচামির কয়লা খনি তৈরির দ্বিতীয় দফার কাজ শুরু হচ্ছে। সেই এলাকার অধিবাসীদের পুনর্বাসন দেবে রাজ্য। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে ১৫ হাজার কোটি টাকা।

দ্রুত তাজপুর বন্দর চালু করা হবে। ফলে এই বন্দর থেকে আমদানি-রফতানির পরিমান বাড়বে। রঘুনাথপুরে হচ্ছে শিল্পতালুক। নাম জঙ্গলমহল সুন্দরী। এক্ষেত্রে বিনিয়োগ হবে ৭২ হাজার কোটি। মিলবে লক্ষ-লক্ষ চাকরি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পানাগড় শিল্পতালুকে ৮ হাজার কোটি বিনিয়োগ হবে। চাকরি পাবেন ১৫ হাজার জন। জামুড়িয়া-হাওড়ায় বিরাট বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। ইতিমধ্যে ৪০০ কোটি পলিফিল্মের কারখানার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে।অমৃতসর-ডানকুনি ফ্রেট করিডোর তৈরি হচ্ছে। বিনিয়োগ হবে ৭২ হাজার কোটি টাকা। অশোকনগরে তেলপ্রকল্পের কাজ চলছে। সেখানেও কর্মসংস্থান হবে। বানতলায় লেদার কমপ্লেক্স তৈরি হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে বেশিরভাগ চর্মশিল্প এরাজ্যে চলে এসেছে। ৫ লক্ষের বেশি কর্মসংস্থান হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

বিজেপির তরফ থেকে বুধবার নতুন তিন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, ভগবান দাস এবং রামপ্রসাদ পালকে সংবর্ধনা দেয়া হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

ইলিশের আকাল, ইলিশ ধরার ব্যাপারে কড়া নীতি আনছে পঃবঙ্গ সরকার

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র চলছে। তবু ভরা বর্ষায় গঙ্গা অথবা রূপনারায়ণে সেভাবে দেখা নেই বাঙালির প্রিয় ইলিশের। এই অবস্থায় ইলিশ ধরার ব্যাপারে কড়া নীতি আনছে রাজ্য সরকার।

রাজ্যের মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরি সমস্যার কথা স্বীকার করেছেন। যদিও তিনি দাবি করেন, এবছর নজরদারি বাড়ানোর ফলে ৫০০ গ্রামের কম মাছ ধরা কমেছে। সরকারি পর্যায়ে অফিসাররা মৎস্যজীবীদের সতর্ক করার পাশাপাশি বিভিন্ন মৎস্যজীবী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে জেলেদের সতর্ক করার কাজ করছেন। এই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, ছোট মাছ ধরলে ট্রলার মালিকদের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হবে বলেও তিনি হুশিয়ারি দেন। এর পাশাপাশি এমাসেই নতুন নির্দেশ জারি হতে চলেছে। নতুন নির্দেশ অনুযায়ী, ইলিশ মাছ ধরার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা ৬১ দিনের পরিবর্তে ৮১ দিন পর্যন্ত বলবৎ করা হবে বলে জানান তিনি।

বাস্তব পরিস্থিতি বেশ নেতিবাচক। হাওড়ার শ্যামপুরে মৎস্যজীবীরা যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে নদীর মোহনাতে মাছ ধরতে গেলেও জালে ইলিশের দেখা নেই। ফলে সমস্যায় পড়েছেন মৎস্যজীবীরা। তাঁরা জানিয়েছেন, জলবায়ুর পরিবর্তনের সঙ্গে ছোট অবস্থায় ইলিশ অতিরিক্ত ধরার কারণে এই সঙ্কট তৈরি হয়েছে। ফি-বছর বর্ষায় গঙ্গা অথবা রূপনারায়ণের বুকে ছোট ছোট ডিঙ্গি নৌকা অথবা যন্ত্রচালিত নৌকা নিয়ে কয়েক হাজার মৎস্যজীবী ইলিশ মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। টাটকা ইলিশ বিক্রি করে বাজার থেকে ভালই দাম পান মৎস্যজীবীরা। এমনকি কলকাতা থেকেও টাটকা ইলিশ কিনতে গাদিয়াড়া আসতেন বহু মানুষ। কিন্তু এবছরের ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। পেট্রোল ও ডিজেল খরচ করে নদীর বুকে অথবা মোহনা পর্যন্ত গেলেও সারা দিনে জালে দু-তিন কেজির বেশি ইলিশ উঠছে না। এতে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন মৎস্যজীবীরা। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, কীভাবে এই ক্ষতি সামাল দেবেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

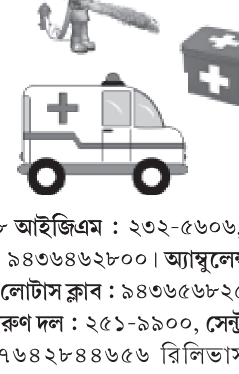

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণে অভিযুক্ত অধ্যাপক অপসারিত

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণ করা হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছিলেন এক গবেষক ছাত্রী। যাদবপুর থানায় লিখিত অভিযোগের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও গোটা ঘটনা জানিয়েছিলেন তিনি। সেই প্রেক্ষিতেই এবার অভিযুক্ত অধ্যাপককে তাঁর পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নিল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

গবেষিকার অভিযোগ, লিঙ্গুইস্টিক্সের ওই অধ্যাপক তাঁর সঙ্গে প্রথমে বন্ধুত্ব করেন। পরে প্রেমের প্রস্তাবও দেন। এর পর দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁর সঙ্গে সহবাস করেছিলেন ওই অধ্যাপক। কিন্তু শেষমেশ তিনি কথা রাখেননি। অভিযোগ, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভরতির পর পরই ওই অধ্যাপকের নজরে পড়ে যান তিনি। পড়াশোনা নিয়ে কোনও সমস্যা হলে তাঁকে ফোন করতে বলতেন অধ্যাপক। এভাবেই কথাবার্তা বাড়তে শুরু করেছিল। ক্লাসের বাইরেও দেখাও করতেন তাঁরা। দু'জনের সম্পর্ক ক্রমেই গভীর হতে থাকে। অধ্যাপককে বিশ্বাস করেই ধীরে ধীরে সম্পর্কে আরও গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন ছাত্রী। কিন্তু তার এমন পরিণতি হবে বলে আশা করেননি বলেই দাবি তাঁর।

যাদবপুর থানায় এফআইআর দায়ের করার পরই তার প্রতিলিপি লিঙ্গুইস্টিক্স বিভাগে পাঠান অভিযোগকারিণী। সঙ্গে জানান, গোটা ঘটনায় তিনি মানসিকভাবে বিধবস্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছিল, পুলিশি তদন্তের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে অভ্যন্তরীন অভিযোগ শাখা বিষয়টির তদন্ত শুরু করেছে। তারপরই বড়সড় সিদ্ধান্ত জানানো হল।বুধবার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার স্নেহমঞ্জু বসু সাংবাদিকদের জানান, এমন গুরুতর অভিযোগ ওঠায় অধ্যাপককে তাঁর পদ থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যতদিন তদন্ত চলছে, ততদিন ওই পদে ফিরতে পারবেন না। দোষ প্রমাণিত হলে নিশ্চয়ই পরবর্তীতে উপযুক্ত পদক্ষেপ করা হবে। অভিযুক্তর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪১৭, ৩৭৬ এবং ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

দিল্লি যেতে পারেন অভিষেক, কয়লা পাচার-কাণ্ডে মুখোমুখি হতে পারেন ইডি-র

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কয়লাপাচার-কাণ্ডে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিল দিল্লিতে। সেই ডাকে সাড়া দিতে বুধবার বিকেলেই দিল্লি যেতে পারেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি ইডি-র মুখোমুখি হতে পারেন।

গত ২৮ আগস্ট কয়লা মামলায় অভিষেক ছাড়াও তাঁর স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস পাঠিয়েছিল ইডি। বুধবার ছিল রুজিরার দেখা করার দিন। কিন্তু চিঠি পাঠিয়ে ইডি-কে অভিষেক-জায়া জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে এত কম সময়ের নোটিসে দিল্লি যাওয়া সম্ভব নয়। রুজিরা না যাওয়ার বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থাকে জানালেও অভিষেক তেমন কিছু জানাননি। বরং গত ২৮ অগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে অভিষেক বলেছিলেন, "কেন্দ্রীয় সংস্থা দিয়ে এভাবে হয়রানি করে তৃণমূলকে আটাকানো যাবে না। বাংলায় যেভাবে বিজেপি-কে হারিয়েছি, ত্রিপুরাতেও হারাব। আর যেখানেই পা রাখব, সেই রাজ্য দখল করব।" ফলে ধরে নেওয়া হয় যে, তিনি ইডি-র সম্মুখীন হবেন।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইডি-র এমন নোটিসের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে দায়ী করেছিলেন। প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আগামী ৬ সেপ্টেম্বর তলব করা হয়েছে। অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী রুচিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১ সেপ্টেম্বর ডেকে পাঠানো হয়। পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আইনজীবী সঞ্জয় বসুকেও সমন পাঠিয়েছেন তদন্তকারীরা। তাঁকে আগামী মাসের ৩ তারিখ মুখোমুখি হতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে তলব করা হয়েছে আরও দুই উচ্চ পদস্থ পুলিশ আধিকারিককেও। মেদিনীপুর বিভাগের ডিআইজি শ্যাম সিং এবং এডিজি সিআইডি জ্ঞানবন্ত সিংকে সমন পাঠানো হয়েছে। সেপ্টেম্বর মাসে ৮ এবং ৯ তারিখ তাঁদের হাজির হতে বলা হয়েছে।

মেলাঘরের কালাপানিয়া জলাশয়ে ভাসমান জেটি ও মোটরচালিত বোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যে পর্যটন শিল্পকে দেশী ও বিদেশী পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার যে উদ্যোগ নিয়েছে তাকে সফল করার জন্য পর্যটন দপ্তর একাধিক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। তারই অঙ্গ হিসাবে জলপথে ভ্রমণকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে জলাশয় ও নদী কেন্দ্রীক পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই লক্ষ্যে মেলাঘরের কালাপানিয়া জলাশয়ে পর্যটকদের ভ্রমণের জন্য ২২ আসন বিশিষ্ট একটি আধুনিক মোটরচালিত বোটের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সেখানে ভাসমান জেটি স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের অন্যতম এই গ্রামীণ পর্যটন কেন্দ্রটি মেলাঘরের মেলাঘর-মোহনভোগ সংযোজনকারী রাস্তার কাছেই অবস্থিত। কোভিড বিধি নিষেধ মেনে আগামী মাসেই ভাসমান জেটি ও মোটরচালিত বোটে ভ্রমণের আনন্দ পর্যটকগণ নিতে পারবেন।

উল্লেখ্য, কালাপানিয়া জলাশয়ে ৩৬ বর্গমিটার আয়তনের এই জেটি স্থাপনে ব্যয় হয়েছে ৫ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৬৪ টাকা এবং ২২ আসন বিশিষ্ট আধুনিক মোটরচালিত বোট কিনতে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ ৮৮ হাজার ২৮১ টাকা। তাছাড়াও ছবিমুড়া পর্যটন কেন্দ্রের গোমতী নদীতে, ডম্বর হ্রদ, সিপাহীজলা জলাশয়, রুদ্রসাগর এবং উদয়পুর জগন্নাথ দীঘিতে ভাসমান জেটি স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ডম্বর হ্রদ এবং ছবিমুড়ায় পর্যটকদের বিনোদনের জন্য মোটরচালিত বোট চালু করা হয়েছে। ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

জাল টিকাকাণ্ডের তদন্তে তৎপর ইডি একাধিক জায়গায় জারি জোর তল্লাশি

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কসবার ভুয়ো টিকাকাণ্ডের তদন্তে তৎপর ইডি। বুধবার সকাল থেকে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালান আধিকারিকরা। করোনার ওষুধ ও মেডিক্যাল সরঞ্জামের কালোবাজারির তদন্তে এদিন দেবাঞ্জন দেবের মাদুরদহের বাড়িতে আধিকারিকরা হানা দেন। এছাড়াও লেনিন সরনি, গড়িয়া, ওয়াটগঞ্জে হানা দেয় ইডি। চলে জোরদার তল্লাশি।

তল্লাশি চলে দেবাঞ্জনের আত্মীয় রাহুল বর্ধনের লেনিন সরণির বাড়িতেও। রাহুল ওষুধ সরবরাহকারী হিসেবে কাজ করতেন। এছাড়াও, ওয়াটগঞ্জে দেবব্রত সাহুর বাড়িতেও অভিযান চালান ইডি-র তদন্তকারীরা। রেমডেসিভির কালোবাজারির অভিযোগে দেবব্রতকে আগেই গ্রেফতার করা হয়। রাজ্যে ভুয়ো ভ্যাকসিনের পাশাপাশি অক্সিজেন, রেমডেসিভির, অক্সিমিটারের কালোবাজারি নিয়েও তদন্ত চালাচ্ছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট।

গত জুন মাসে ভুয়ো টিকা কাণ্ডের পর্দা ফাঁস হয়। যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী কসবার ওই ক্যাম্প থেকে টিকা নেন। তবে তাঁর মোবাইল নম্বরে কোনও বার্তা না আসায় দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। গোটা বিষয়টি জানান কলকাতা পুরসভায়। আর তাতেই দেবাঞ্জন দেবের কীর্তি সকলের সামনে আসে। জানা যায় করোনার টিকা দেওয়ার নামে শতাধিক মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করে সে। এই ঘটনায় গ্রেফতার হয় দেবাঞ্জন দেব। আপাতত পুলিশ হেফাজতে রয়েছে সে। এই ঘটনার পরই কলকাতা পুরসভার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। রাজনৈতিক মহলেও শুরু হয় শাসক-বিরোধী তরজা।দিনকয়েক আগে কসবার ভুয়ো টিকাকাণ্ডে চার্জশিট পেশ করে পুলিশ। চার্জশিটে দেবাঞ্জন দেব-সহ আটজনের নাম রয়েছে। দেবাঞ্জন দেব ছাড়াও নাম রয়েছে কাঞ্চন দেব, রবীন শিকদার, সুশান্ত দাস, শরৎ পাত্র, অরবিন্দ বৈদ্য, অশোককুমার রায় ও শান্তনু মান্নার। প্রত্যেকে ভুয়ো টিকা কাণ্ডের সঙ্গে ঠিক কীভাবে জড়িত, তা ওই চার্জশিটে উল্লেখ রয়েছে। কলকাতা পুলিশের পেশ করা এক হাজার পাতার চার্জশিটে ১৩০ জনের সাক্ষ্য রয়েছে।

নিরপেক্ষ নয় সিবিআই প্রশ্ন তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ মমতার সরকার

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বাংলায় ভোট পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তের ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআইয়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার। তাঁরা জানাল, 'সিবিআইয়ের থেকে নিরপেক্ষ তদন্তের আশা করবেন না।'

ভোট পরবর্তী অশান্তি মামলায় নয়া মোড়। কলকাতা হাই কোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য। বুধবারই শীর্ষ আদালতে পিটিশান দাখিল করল রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, বিগত ১৯ আগস্ট কলকাতা হাইকোর্ট নির্বাচন পরবর্তী হিংসা মামলার তদন্তের ভার সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিল। আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে তাঁদের রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ। ইতিমধ্যেই দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে তদন্তের কাজ। কিন্তু এবার সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতার প্রশ্নে সুপ্রিম কোর্টে দ্বারস্থ হল রাজ্য সরকার।

তিপ্রা মথার সাংগঠনিক সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১ সেপ্টেম্বর।। আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে রাইমাভ্যালিতে তিপ্রা মথার ধারাবাহিক ভাবে সাংগঠনিক তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। আজ তিপ্রা মথার উদ্যোগে ঠাকুরাছড়া, রইস্যাবাড়ি, নারিকেল কুঞ্জ প্রভৃতি এডিসি ভিলেজে সাংগঠনিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তিপ্রা মথার রাইমাভ্যালি ব্লক নেতৃত্ব থেকে শুরু করে স্থানীয় নেতৃত্বরা। এদিনের সাংগঠনিক সভায় আসন্ন এডিসি ভিলেজ কমিটি নির্বাচনের বিভিন্ন রূপরেখা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সাংগঠনিক সভা গুলোতে দলীয় কর্মী সমর্থকদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত।

প্রাক্তন মন্ত্রী অনিল সরকারের জন্মবার্ষিকী পালিত গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১ সেপ্টেম্বর।। গোটা রাজ্যের সাথে বুধবার গন্ডাছড়া মহকুমাতেও শ্রমজীবী মানুষের মানবতার কবি অনিল সরকারের ৮২তম জন্মবার্ষিকী পালন করা হয়। এদিন সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা কার্যালয়ে ত্রিপুরা তপশীলি জাতি সমন্বয় সমিতি গন্ডাছড়া মহকুমা কমিটির উদ্যোগে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রয়াত মন্ত্রী অনিল সরকারের ৮২তম জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম গন্ডাছড়া মহকুমা সম্পাদক ধনঞ্জয় ত্রিপুরা, পার্টি নেতৃত্ব বিশ্বজিত সরকার, দীপক দাস প্রমুখ।

৬ সেপ্টেম্বর থেকে রাজ্যে 'মুখ্যমন্ত্রী হেলপলাইন-১৯০৫' চালু হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় এবং নাগরিকদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ তৈরির লক্ষ্যে ত্রিপুরা সরকারের আই টি দপ্তর 'মুখ্যমন্ত্রী হেলপলাইন-১৯০৫' চালু করেছে। আপাতত ধলাই জেলায় পাইলট প্রকল্প হিসেবে এটি চালু হয়েছে ১৫ আগস্ট, ২০২১ থেকে। ধলাই জেলার সফল বাস্তবায়নের নিরীখে এটি এখন সারা রাজ্যে ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২১ থেকে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ৬ সেপ্টেম্বর দুপুর ১২ টায় এই পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। তথ্য প্রযুক্তি অধিকারের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছে।

ঊনকোটি জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানের সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ঊনকোটি জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে আজ জেলাভিত্তিক মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযানের উদ্বোধন করেন ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গৌরনগর প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান নারান সিংহ। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি শ্যামল দাস উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে জেলাশাসক উত্তম কুমার চাকমা, জেলা শিক্ষা আধিকারিক প্রশান্ত কিলিকদার, সিডিপিও বিদ্যাসাগর দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধকের ভাষণে ঊনকোটি জিলা পরিষদের সভাধিপতি অমলেন্দ দাস বলেন, আজ থেকে চলতি মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৈশোর অভিযান চলবে। এই সময়ে ১ থেকে ১৯ বছর বয়সী শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের ক'মিনাশক ট্যাবলেট ও ভিটামিন-এ খাওয়ানো, ওআরএস প্যাকেট বিতরণ করা হবে। আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই পরিষেবা দেবেন। এই অভিযানের লক্ষ্য হল শিশু ও কিশোরীদের স্বাস্থ্যকে সুনিশ্চিত করা। রক্তাল্পতা নিয়ন্ত্রণ, পোষ্টিক অবস্থা, শারীরিক ও বুদ্ধির বিকাশে সাহায্য করা। এই বিষয়ে বাবা মায়েদেরও অবহিত করা।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. জে বি দারলং। অভিযানের রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করেন উল্লেখিত অভিযানের জেলা নোডাল অফিসার ডা. অয়ন রায়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ কয়েকজন সুবিধাভোগীর হাতে ট্যাবলেট, ওআরএস তুলে দেন।

শব্দ মিলন সমারোহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১ সেপ্টেম্বর।। মনন স্রোত আয়োজিত শব্দ মিলন সমারোহ ২০২১ অনুষ্ঠিত হলো উদয়পুর পুরাতন রাজবাড়ির রাজর্ষি মঞ্চে। গতানুগতিক ধারার বাইরে এসে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত খোলা হাওয়ায় উন্মুক্ত অনুষ্ঠানটির সভাপতিত্ব করেন উদয়পুরের বিশিষ্ট সাহিত্যক ও সমাজসেবী রেখা রায় ।স্বাগত বক্তব্য রাখেন মনন স্রোত কর্ণধার জয় দেবনাথ ।এদিনের অনুষ্ঠান দীর্ঘ করোনা কার্ফুর বিষাদ কাটিয়ে তৃপ্তি এনে দেয় সাহিত্যিক মহলে। অনুষ্ঠানের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন প্রখ্যাত লোকগবেষক অশোকানন্দ রায়বর্ধন,অধ্যাপক ও গবেষক ড়শৌভিক বাগচী, অতিথি রতন চন্দ্র নাথ ।শিল্পী আখি দত্তের পরিবেশনা মন ছুঁয়ে যায় সবার। উক্ত অতিথিরা ছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন অনিরুদ্ধ সাহা, পশ্চিমবঙ্গ থেকে আগত কবি রূপালী মান্না,কবি সুশান্ত কবিরাজ সহ মনন স্রোতের সদস্য ও সদস্যাবৃন্দ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনায় ছিলেন তরুণ কবি মোঃ রুবেল ও চয়ন সাহা। এ শব্দমিলন সমারোহে সম্মানিত করা হয় পশ্চিমবঙ্গের কবি রূপালী মান্না ও সুশান্ত কবিরাজকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অনান্য অতিথিদের মনন স্রোত সম্পাদিত বইপত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্থার তরফ থেকে।

ডেপুটেশন

● প্রথম পাতার পর

অথচ ইতিমধ্যে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, এমন-কি এনআইটি আগরতলা ফলাফল ঘোষণা করেছে। তাঁদের দাবি, চলতি মাসেই স্নাতকের শংসাপত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হোক।

নেতৃত্ব

● প্রথম পাতার পর

কমিটি গঠন পর্ব শেষ হয়েছে। বুথ গুলিকে আরো শক্তিশালী করতে এবং দলীয় কার্যালয় গুলিকে আরো সাজিয়ে তোলার উপর আলোচনা হবে বৈঠকে। সক্রিয় বুথ তৈরি করা হচ্ছে।

তার জন্য দলীয় কার্যকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিষাণ নিধি সম্মেলন করতে যাচ্ছে বিজেপি। তার প্রস্তুতি নিয়েও আলোচনা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাজকর্ম মানুষের কাছে তুলে ধরার উপর বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আসন্ন পুর, নগর ও নিগমের নির্বাচন নিয়েও আলোচনা হবে সাংগঠনিক বৈঠকে বলে জানান বিজেপি-র প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

অজয় কুমার

● প্রথম পাতার পর

আরো বলেন, দেশে ইউ পি এ সরকার থাকতে দেশে ২৬ কোটির কম মানুষ দারিদ্রতার রেখার নিচে নেমে আসে। কিন্তু বর্তমান বিজেপি সরকারের বেকারত্ব, অসুরক্ষা এবং বেরোজগারি কারণে গরিবের হার সবচেয়ে বেশি। নরেন্দ্র মোদি সরকারের আমলে দেশে পেট্রোলের মূল্য ১০০ টাকার অধিক চলে গেছে। ৩ কোটির অধিক মানুষ মধ্যবিত্ত থেকে গরিবি রেখায় নেমে গেছে। আর এটাই বর্তমান দেশের অবস্থান। রাজনীতি মানে মানুষের সেবা করা। আঘাত নামিয়ে আনার নয় বলে জানান তিনি। আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে আরো উপস্থিত ছিলেন, প্রদেশ কংগ্রেসের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি পীযূষ কান্তি বিশ্বাস, প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বীরজিৎ সিনহা সহ অন্যান্যরা।

টিকাকরণে

● প্রথম পাতার পর

ভারতে ৫২.৩১-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বুধবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৩১ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ১৬,০৬, ৭৮৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৫২,৩১,৮৪, ২৯৩-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ১৬,০৬,৭৮৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৯৬৫ জন।

ধর্ষণ

● প্রথম পাতার পর

প্রায় সাতাশ মাসের মাথায় বুধবার ১লা সেপ্টেম্বর কৈলাসহরের ফার্স্টট্র্যাক আদালতের বিচারক পি কুমার আইপিসি'র ৩৭৬ ধারায় সুখময়কে ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড ও ৪৪৮ ধারায় ৫ মাসের কারাবাসের শাস্তির রায় ঘোষণা করেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন আইনজীবী প্রাশ্নেনজিৎ সেন। তদন্তকারী অফিসার ছিলেন পেঁচারথল থানার এস.আই শক্তিসাধন জমাতিয়া ও স্নেহাশিস দেববর্মা।

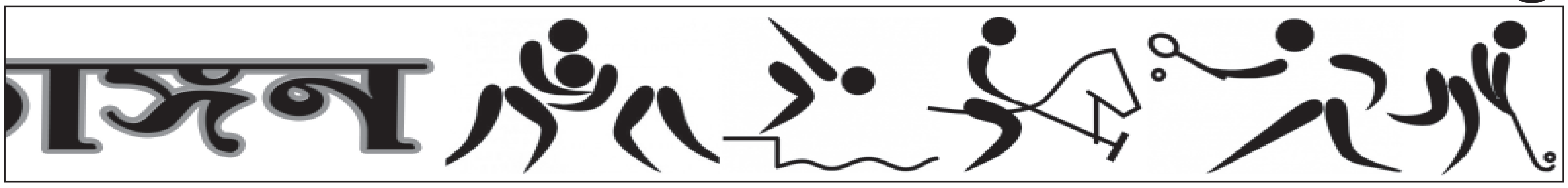

আগামীকাল ওভালে চতুর্থ টেস্ট, দলে ৩ বদল আনতে পারেন কোহলি

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টে দুর্দান্ত জয়ের পরই তৃতীয় টেস্টে মুখ থুবড়ে পড়েছে কোহলির টিম ইন্ডিয়াকে। তাই চতুর্থ টেস্টে যে দলে বদল আসবে, সে ইঙ্গিত আগেভাগেই দিয়ে রেখেছিলেন ভারত অধিনায়ক। এবার শোনা যাচ্ছে, চলতি সিরিজ খারাপ ফর্মে থাকা অজিঙ্ক রাহানেকে ছেঁটে ফেলার পথেই এগোচ্ছে দল। চলতি সিরিজের কোনও টেস্টেই নিজেকে মেলে ধরতে পারেননি রাহানে। তাই টপ অর্ডারে কেএল রাহুল, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পুজারা ও বিরাট কোহলি অপরিবর্তিত থাকলেও রিজার্ভ বেঞ্চেই জায়গা হতে পারে রাহানের। সেক্ষেত্রে পাঁচ নম্বরে সুযোগ পেতে পারেন হনুমা বিহারী।

তবে রাহানে একা নন, বৃহস্পতিবার থেকে ওভালে শুরু হতে চলা চতুর্থ টেস্টে বাদ পড়ার সম্ভাবনা রবীন্দ্র জাদেজারও। তবে সেটা নির্ভর করবে উইকেটের পরিস্থিতি বুঝে। কোহলি ও টিম ম্যানেজমেন্ট যদি মনে করে অশ্বিনকে খেলানো বেশি প্রয়োজন, তাহলে প্রথম একাদশে ঠাঁই নাও হতে পারে জাদেজার। আবার চার পেসার ও এক স্পিনারের বদলে তিন পেসার ও দুই স্পিনার নিয়ে মাঠে নামার পরিকল্পনা থাকলে অশ্বিন ও জাদেজা, দু'জনই সুযোগ পেতে পারেন।

চতুর্থ টেস্টে ভারতীয় দলের সম্ভাব্য একাদশ: কেএল রাহুল, রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পুজারা, বিরাট কোহলি, হনুমা বিহারী, ঋষভ পন্থ, রবীন্দ্র জাদেজা, আর অশ্বিন/শার্দূল ঠাকুর, মহম্মদ শামি, জশপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ।

দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আজ মাঠে নামছে নিউজিল্যান্ড

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বুধবার থেকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে শুরু হচ্ছে পাঁচ ম্যাচের টি-২০সিরিজ। বাংলাদেশ সফরে আসেন নি কেন উইলিয়ামসন। তাঁর বদলে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে গিয়েছেন টম ল্যাথাম। কিউই দলের অধিনায়কত্ব করবেন তিনিই। নিউজিল্যান্ডের হয়ে যাঁদের খেলতে দেখা যাবে, সেই ক্রিকেটারদের কেউই টি-২০ বিশ্বকাপের দলে নেই। বিশ্বকাপের আগে বাংলাদেশ সফরে যাননি উইলিয়ামসন, টিম সাউদিদের মতো ক্রিকেটার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৪-১ ব্যবধানে সিরিজ জেতা বাংলাদেশ যদিও প্রথম দল নিয়েই খেলতে নামবে। নিউজিল্যান্ডের পক্ষে এই সিরিজ কঠিন হবে বলেই মনে করছেন সকলে। লাথাম বলেন, "এই মুহূর্তে বিশ্বে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেই কথা মাথায় রেখেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড। একাধিক ক্রিকেটারকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। আমিও রয়েছি সেই তালিকায়। অস্ট্রেলিয়া সিরিজ দেখে বুঝতে পারছি এখানে কাজটা সহজ হবে না।" বাংলাদেশের অধিনায়ক মাহমুদুল্লাহ বলেন, "অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে যে ছন্দে ছিলাম সেটাই ধরে রাখার চেষ্টা করবে দল। খেলার দিন পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলতে পারলেই জয় আসবে। গোটা দল তৈরি। সকলের মধ্যে জেতার খিদে রয়েছে।"

বিশ্বকাপের পরেই কোচের পদ ছাড়তে হবে নিজের ভবিষ্যত খোলামেলা জানালেন শাস্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতীয় দলের কোচ হিসেবে রীতিমত সাফল্য পেয়েছেন রবি শাস্ত্রী। তাঁর কোচিংয়ে ভারতীয় দল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। ঘরে বাইরে একাধিক স্মৃতি জাগানো জয় তুলে নিয়েছে শাস্ত্রীর ভারত। যদিও কোনও বড়সড় আইসিসি ট্রফি জিততে পারেনি শাস্ত্রীর ভারত।

আইসিসি ট্রফি খরা কাটাতে শাস্ত্রী শেষ সুযোগ পাবেন আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপে। নভেম্বরে শাস্ত্রীর কোচিং জমানায় পূর্ণচ্ছেদ পড়া কার্যত পাকা। ২০১৭-য় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে হারের পরে অনিল কুম্বলের সরে যান জাতীয় দলের কোচের পদ থেকে। তারপরেই হেড কোচ নিযুক্ত হন রবি শাস্ত্রী। তার আগে শাস্ত্রী জাতীয় দলের ম্যানেজারের ভূমিকা পালন করেছেন। কোহলির সঙ্গে শাস্ত্রীর বন্ডিংয়ের সেই সূত্রপাত। ২০১৭ সাল থেকেই পাকাপাকিভাবে ভারতীয় দলে কোহলি-শাস্ত্রী জমানা শুরু হয়। তিন ফরম্যাটেই দাপট দেখানো শুরু করে ভারত। এক সাক্ষাতকারে শাস্ত্রী কোচিং পরবর্তী জীবনের পরিকল্পনা জানিয়েছেন। জাতীয় দলের বর্তমান হেড কোচ বলেছেন, "আপাতত আগামী ৪৫ দিনের দিকে তাকিয়ে রয়েছি। এর বাইরে অন্য কিছু ভাবছি না। এখন আমাকে এই বিষয়েই ফোকাস করতে দেওয়া হোক। তারপরে সকলেই জানতে পারবে শাস্ত্রীজির পরবর্তী গন্তব্য কী হতে চলেছে।"

২০১৯-এ বিশ্বকাপের পরেই শাস্ত্রীর কোচিংয়ের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছিল। তবে তারপরে শাস্ত্রীকে পুনরায় জাতীয় দলের কোচের পদে বহাল করে কপিল দেবের নেতৃত্বাধীন উপদেষ্টা কমিটি। পুনর্বহাল করার সময় শাস্ত্রীর সঙ্গে দুই বছর চুক্তি ছিল বোর্ডের। এই চুক্তি শেষ হচ্ছে টি-২০ বিশ্বকাপের পরেই। হিন্দুস্থান সমাচার /

টি-২০ বিশ্বকাপে বিরাটদের হারিয়ে দেবেন বাবররা, দাবি ওয়াহাব রিয়াজের

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : এত দিন যা হয়নি তা এবার করে দেখাবেন পাকিস্তান ক্রিকেটাররা। এমনটাই মনে করেন ওয়াহাব রিয়াজ। তাঁর বিশ্বাস, টি-২০ বিশ্বকাপে এবার বিরাট কোহলীদের হারিয়ে দেবে বাবর আজমের পাকিস্তান। টি-২০ বিশ্বকাপে একই গ্রুপে রয়েছে ভারত ও পাকিস্তান। আগামী ২৪ অক্টোবরের বিশ্বকাপ ম্যাচে ঘিরে ইতিমধ্যেই পারদ চড়তে শুরু করেছে। পাকিস্তানের এই বোলার বলেন, """টি-২০ ক্রিকেটে কোনও কিছুই আগে থেকে বলা সম্ভব নয়। যে কোনও সময় যা কিছু হতে পারে। পাকিস্তান যদি সেরাটা দিতে পারে তবে ভারতকে হারাতেই পারে।' আরব আমিরশাহিতে বিশ্বকাপ হওয়ায় শুধু ভারতকে হারানো নয়, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার স্বপ্নও দেখতে শুরু করে দিয়েছেন রিয়াজ। আসলে পাকিস্তানের অস্থির পরিস্থিতির জন্য আমিরশাহিতে প্রচুর ম্যাচ খেলতে হয় পাকিস্তানকে। ফলে সেখানকার আবহাওয়া, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে অসুবিধা হবে না পাক ক্রিকেটারদের। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যান র‍্যাঙ্কিংয়ে বিরাটকে টপকে গেলেন রোহিত, ছয়বছর পর শীর্ষে রুট

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন জো রুট। ইতিমধ্যেই তিনটি টেস্টে তিনটি শতরান সহ ৫০৭ রান করে ফেলেছেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক। সদ্য প্রকাশিত আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যান র‍্যাঙ্কিংয়ে। দীর্ঘ ছবছর পর শীর্ষস্থান দখল করেছেন রুট। অন্যদিকে আরও একধাপ পিছিয়ে ছয় নম্বরে নেমে গেলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট। তাকে টপকে পাঁচে সতীর্থ রোহিত শর্মা।

২০১৫ সালের ডিসেম্বরে শেষবার আইসিসি টেস্ট ব্যাটসম্যান র‍্যাঙ্কিংয়ে প্রথম স্থান পেয়েছিলেন জো রুট। ইংল্যান্ড অধিনায়ক পাঁচ নম্বরে থেকে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ শুরু করেছিলেন। তিনটি টেস্টে ১২৬.৭ গড়ে ৫০৭ রান করে রুট পিছনে ফেলেছেন বিরাট কোহলি, মার্নাস লাবুশানে, স্টিভ স্মিথ ও কিউয়ি অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসকে।লিডস টেস্টের আগেই দুই নম্বরে উঠে এসেছিলেন।

আইসিসি টেস্ট বোলার র‍্যাঙ্কিংয়ের প্রথম দশে জায়গা করে নিয়েছেন বুমরাহ। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম তিনটি টেস্টে দলে জায়গা না পাওয়া অশ্বিন আছেন দুই নম্বরে। অলরাউন্ডার তালিকায়ও চার নম্বরে তিনি। ভারতের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে সফল জেমস অ্যান্ডারসন বোলারদের র‍্যাঙ্কিংয়ের পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছেন।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য পাকিস্তানের ১৫ সদস্যের দল বাছলেন ইনজামাম, অবসর ভাঙতে বললেন আমিরকে

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক ইনজামাম-উল-হক টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য নিজের ১৫ সদস্যের পাকিস্তান দল বেছে নিলেন। টি-২০ বিশ্বকাপ খেলার জন্য মহম্মদ আমিরকে অবসর প্রত্যাহার করার আবেদন জানালেন ইনজামাম। ইনজামাম বলেন, "মহম্মদ আমিরকে বিবেচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি নিজের অবসরের ঘোষণা করেছেন। এটি বোলিং বিভাগে কিছু অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে।" আমিরের জন্য ইনজামাম জানান, "আপনি বোর্ডের সঙ্গে সকল সমস্যাগুলি মিটিয়ে নিতে পারেন। আপনি এর পরে খেলার চেষ্টা করতে পারেন। যদি আপনি খেলতে না চান তবে এটি একটি ভিন্ন বিষয়, এটি আপনার সিদ্ধান্ত।" প্রসঙ্গত, পাকিস্তান দলের অভিজ্ঞ পেসার মহম্মদ আমির ২০২০ সালে টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে মতবিরোধের জন্য ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা নিয়েছিলেন।

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ইনজামামের ১৫ সদস্যের দল - বাবর আজম (অধিনায়ক), শারজিল খান, শান মাসুদ, মহম্মদ রিজওয়ান, মহম্মদ হাফিজ, শোয়েব মালিক, আসিফ আলি, শাদাব খান, ইমাদ ওয়াসিম, উসমান কাদির, ফাহিম আশরাফ, হাসান আলি, হারিস রউফ, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়র, শাহিন আফ্রিদি।

আগের থেকে সুস্থ সৌরভের মা, শারীরিক অবস্থা সামান্য স্থিতিশীল

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা। বুধবার হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সৌরভের মায়ের শারীরিক অবস্থা সামান্য স্থিতিশীল। মঙ্গলবার হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা। জানা গিয়েছে, করোনা আক্রান্ত হয়ে উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন সৌরভের মা নিরুপা গঙ্গোপাধ্যায়। ভ্যাকসিনের দু'টি ডোজ নিয়েও করোনা-আক্রান্ত হন তিনি। মৃদু উপসর্গ থাকায় মঙ্গলবার তাঁকে হাসপাতালে ভর্তির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগের থেকে অনেকটাই সুস্থ রয়েছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের মা। চিকিৎসক সপ্তর্ষি বসুর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। চিকিৎসকরা সর্বদা তাঁর শারীরিক অবস্থার দিকে নজর রাখছেন।

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Sealed quotations are hereby invited by the undersigned from the intending bonafide and resourceful printers/ publishers/ farms/ traders of Indian origin for printing of Multi-colour Books for the Forest Department, Tripura as specified in Quotation vide No.F.6-7(B)/Phy. Store/For-2018- 19/part/ 19543-54 Date:27 /08 /2021. The quotations will be received at the office of the PCCF & HoFF, Tripura up to 3.00 PM of 11.09.2021 and will be opened on the same day at 4.00 PM, if possible. The Quotationer may also remain present during the time of opening of the Quotations. The details may be seen at our Website: www.forest.tripura.gov.in.

(P.B. Debbarma),
Divisional Forest Officer
Direction Division
Phone: 0381-231-6979

ICA-C-1959/2021-22

ওভাল টেস্টে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাকে স্কোয়াডে নিল ভারত

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামীকাল বৃহস্পতিবার ওভালে ইংলন্ডের বিরুদ্ধে যে চতুর্থ টেস্টে দলে সুযোগ পেলেন ভারতের স্ট্যান্ড বাই পেস বোলার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণার। বিগত তিনটি টেস্টে ভারত ৪ পেসার ও এক স্পিনার নিয়ে খেলেছে ফলে খুব চাপ পরে গিয়েছে বুমরাহ শামি ও সিরাজের উপরে। জানা গিয়েছে ১৪৫ কিমি বেগে প্রতি ঘন্টায় বল করতে পারা এই তরুণ পেসারের ভারতীয় দলে অভিষেক হতে পারে।

স্কোয়াডে ছ জন পেসার আছে। এরপরেও কেকেআর-এর তারকা পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণাকে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি টেস্ট সিরিজে স্কোয়াডে অন্তর্ভুক্ত করল ভারত। দেশের হয়ে এর আগে মাত্র তিনটি ওয়ানডে খেলেছেন প্রসিদ্ধ। ভারতীয় দলে ইতিমধ্যেই পেসার হিসেবে আছেন জশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা, মহম্মদ সিরাজ, উমেশ যাদব, শার্দুল ঠাকুর। বিরাট কোহলি ইঙ্গিত দিয়েছেন তারকা পেসারদের বিশ্রাম দেওয়া হতে পারে। আগামিকাল, বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হতে চলা চতুর্থ টেস্টে ইশান্ত শর্মা-র খেলার সম্ভাবনা কম, পরিবর্তে নেওয়া হতে পারে রবীচন্দ্রন অশ্বিনকে।

No. F.422 /TSR-V(IR-I)/QM/6539 Dated, the 27th August, 2021.

NOTICE INVITING TENDER

The undersigned on behalf of the Governor of Tripura invites sealed tenders/quotations from the bonafide/registered suppliers/manufacturing firms for supply of security articles in favour of 5th Bn TSR(IR-I), Duluma, Amarpur, Gomati Tripura for the financial year 2021-2022 covering the period up to 31st March'2022.

02. A copy of Notice Inviting Tender, List of required articles, Terms & Condition etc. may be obtained from office of the Commandant, 5th Bn TSR(IR-I), Duluma Amarpur, Gomati, Tripura on or before 07.09.2021 on any working day. Last date of submission of tender/quotation is up to 1100 hrs on 14.09.2021 and will be opened on 15.09.2021 at 1200 hrs.

Copy to :- Notice Board.

(H.S. Darlong)
Commandant
5th Battalion TSR(IR-I)

ICA-C-1966/2021-22

সন্ধান চাই

উপরের ছবিটি শ্রীমতি রাখি সিনহা (৩৯) স্বামী শ্রী সুকুমার সিনহা সাং- মশাউলি, থানা- ফটিকরয়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত ১৬.০৮.২০২১ইং তারিখে নিজ বাড়ি হইতে বাহির হয় কিন্তু আর ফিরে আসে নাই। তাহার বর্ণনাঃ- বয়স ৩৯ বছর, উচ্চতা ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি, গায়ের রং- ফর্সা, মুখমণ্ডল- গোলাকার, চুল- লম্বা কালো, পরনে গোলাপি রং এর শাড়ী। ফটিকরয় থানার জি.ডি. ই নাম্বার ২২ তারিখ ১৭.০৪.২০২১।

উপরিউক্ত ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরণের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা

১। এস পি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নং- ০৩৮২৪-২২২৩৯২.
২। এস ডি পি ও কুমারঘাট ফোন নং- ০৩৮২৪-২৬১২৮৮.
৩। ও সি ফটিকরয় থানার ফোন নং- ০৩৮২৪-২৬১৫৮৮.

ICA-D-755/2021-22

মাত্র ৬০ রানে গুটিয়ে গেল নিউজিল্যান্ড, ৭ উইকেটে জয় বাংলাদেশের

ঢাকা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : টি-২০ বিশ্বকাপের আগে দুর্দান্ত ফর্মে মাহমুদুল্লাহ, শাকিব আল হাসানরা। দিন কয়েক আগেই ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে সিরিজ জিতেছিল বাংলাদেশ। এবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধেও দুর্দান্ত পারফরম্যান্স বাংলার টাইগারদের। টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে কিউয়িদের হেলায় হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। শাকিবরা জিতলেন ৭ উইকেটে।

অস্ট্রেলিয়ার মতো নিউজিল্যান্ডও বাংলাদেশে দ্বিতীয় সারির দল পাঠিয়েছে। তা সত্ত্বেও শাকিবরা যেভাবে কিউয়িদের মাত্র ৬০ রানে আটকে দিলেন তা প্রশংসার দাবি রাখে। বুধবার শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে পাঁচ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের প্রথম ম্যাচে টস জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক টম লেথাম। কিন্তু এদিন শুরু থেকেই দাপট দেখানো শুরু করে বাংলাদেশের বোলাররা। বাংলাদেশের হয়ে তিন উইকেট নিয়েছেন মুস্তাফিজুর রহমান। দু''টি করে উইকেট নাসিম আহমেদ, শাকিব আল-হাসান এবং মহম্মদ সৈফুদ্দিনের। নিউজিল্যান্ডের হয়ে সর্বোচ্চ ১৮ রান করে করেন অধিনায়ক টম লেথাম এবং হেনরি নিকোলস। এই ৬০ রানই টি-২০তে করা নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় সর্বনিম্ন স্কোর।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতে ধাক্কা খায় বাংলাদেশও। জবাবে দুই ওপেনার মহম্মদ নঈম এবং লিটন দাস শুরুতেই আউট হন। যদিও এরপরই ঘুরে দাঁড়ান শাকিব এবং মুশফিকুর রহিম। তাঁরাই দলকে জয় এনে দেন। ১৯ বল বাকি থাকতেই ৭ উইকেটে জয় পায় বাংলাদেশ। জয়ের ফলে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে গেল বাংলা টাইগাররা।

হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ওভাল টেস্টের আগে ইংল্যান্ডের সহ অধিনায়কের রদবদল

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারতের বিরুদ্ধে চলতি সিরিজের চতুর্থ টেস্টের স্কোয়াডে একাধিক পরিবর্তন করেছে ইংল্যান্ড। তবে শুধুমাত্র ওভাল টেস্টের স্কোয়াডেই নয়, বরং সহ অধিনায়কেও রদবদল করে ইংল্যান্ড। ইসিবির তরফে চতুর্থ টেস্টের জন্য দলের নতুন ভাইস ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করবেন মঈন আলি। ওভালে ক্যাপ্টেন জো রুটের ডেপুটির ইসিবির তরফে চতুর্থ টেস্টের জন্য মঈন আলিকে ভাইস ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করা হয়েছে। ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের তরফে বিজ্ঞপ্তি জারি করে অভিজ্ঞ অল-রাউন্ডারের নাম সহ-অধিনায়ক হিসেবে ঘোষণা করা হয়। টেস্টে ইংল্যান্ড ভাইস ক্যাপ্টেনের ভূমিকা পালন করেন জোস বাটলার। তবে তারকা উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান ওভাল টেস্টের দলে নেই। সন্তানসম্ভবা স্ত্রী''র পাশে থাকতে তিনি চতুর্থ টেস্টের স্কোয়াড থেকে সরিয়ে নিয়েছেন নিজেকে। বাটলার সরে দাঁড়ানোয় তাঁর পরিবর্তে মঈনের হাতে ভাইস ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়।

ওভাল টেস্টের জন্য ইংল্যান্ডের স্কোয়াড: জো রুট (ক্যাপ্টেন), মঈন আলি, জেমস অ্যান্ডারসন, জনি বেয়ারস্টো (উইকেটকিপার), স্যাম বিলিংস, ররি বার্নস, স্যাম কারান, হাসিব হামিদ, ড্যান লরেন্স, ডেভিড মালান, ক্রেগ ওভারটন, ওলি পোপ, ওলি রবিনসন, ক্রিস ওকস ও মার্ক উড।

প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিন্স ভিত্তিক স্কলারশিপ স্কিম সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি

২০২১-২২

ভারত সরকারের সংখ্যালঘু কল্যাণ মন্ত্রক ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষে প্রি-ম্যাট্রিক, পোস্ট ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিন্স ভিত্তিক স্কলারশিপ স্কিমের অধীনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত যথা মুসলিম, শিখ, জৈন, বৌদ্ধিষ্ট, খ্রীষ্টান এবং পার্শি সম্প্রদায়ভুক্ত ছাত্র/ছাত্রীদের উক্ত প্রকল্পে National Scholarship Portal এ www.scholarship.gov.in (এই লিংক www.minorityaffairs.gov.in ওয়েবসাইটে ও পাওয়া যাবে) ওয়েবসাইটে Online login করে আবেদন করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

আবেদন করার সময়সীমা ও যোগ্যতাবলী ঃ

১। আবেদন করার জন্য সময়সীমা প্রি-ম্যাট্রিক ভিত্তিক স্কলারশিপ এর জন্য আগামী ১৫ই নভেম্বর, ২০২১ইং পর্যন্ত, পোস্ট ম্যাট্রিক এবং মেরিট-কাম-মিন্স ভিত্তিক স্কলারশিপ এর জন্য আগামী ৩০শে নভেম্বর, ২০২১ ইং পর্যন্ত।
২। Institute Level Verification এর সময়সীমা আগামী ১৫ই ডিসেম্বর, ২০২১ইং পর্যন্ত এবং State Level Verification এর সময়সীমা আগামী ৩১শে ডিসেম্বর, ২০২১ইং পর্যন্ত।
৩। কোর্সের সময়সীমা সর্বনিম্ন ১ বছর হতে হবে।
৪। বিস্তারিত বিবরনের জন্য www.minorityaffairs.gov.in ওয়েবসাইটে login করতে হবে।
৫। Helpline (Toll Free) - 1800-11-200।
৬। আবেদনকারিকে আধার নম্বর এবং রেশন কার্ড নম্বর আপলোড করতে হবে।

নির্দেশিকাসমূহ

আবেদনকারীদের জন্য

- বহিঃরাজ্যে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে Online আবেদনপত্রের পূরণ করা প্রিন্ট কপি এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিদ্যালয় কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষার স্বাক্ষর ও শীল মোহর সহ State Level Verification/Recomendation করার জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে সময়মত পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- অনলাইন আবেদন পূরণের বিস্তারিত নির্দেশিকা এবং ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেনস (FAQ) পাওয়া যাবে ন্যাশনাল স্কলারশিপ পোর্টালের হোমপেজে।
- www.minorityaffairs.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে)

বিশ্ববিদ্যালয়/ প্রতিষ্ঠান/কলেজ/বিদ্যালয়সমূহের জন্য

- যে সকল বিশ্ববিদ্যালয়/প্রতিষ্ঠান/কলেজ/বিদ্যালয়সমূহের KYCRegistration এখনো হয় নি তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অতি সত্ত্বর KYCRegistration করেন যাতে ইনষ্টিটিউটস্তরে ভেরিফিকেশন বিলম্ব না হয়।
- ইনস্ট্রিটিউটস্তরে ভেরিফিকেশনের পর ছাত্রছাত্রীদের নামের তালিকা সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের স্বাক্ষর ও শীল মোহর সহ State Level Verification ও Recomendation করার জন্য সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তরে পাঠাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
- এই বিজ্ঞপ্তি বিদ্যালয়/বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা/অধ্যক্ষ/অধ্যক্ষা/ইত্যাদি সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের গোচরে নেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
- Institute Nodal Officer কে অবশ্যই Aadhar নম্বর দিয়ে ডেমোগ্রাফিক Authentication করতে হবে।

Helpline (Toll Free) 0120-6619540

(দশরথ দেববর্মা)
অধিকর্তা
সংখ্যালঘু কল্যাণ দপ্তর
আগরতলা ঃ ত্রিপুরা

ICA-D-760/2021-22

বার্সেলোনায় মেসির ১০ নম্বর জার্সি পেলেন তরুণ ফুটবলার আনসু ফাতি

বার্সেলোনা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : লিওনেল মেসি ক্লাব ছাড়ার পর বেশিরভাগ সমর্থকই চেয়েছিলেন তাঁর ১০ নম্বর জার্সি পাকাপাকি ভাবে তুলে রাখা হোক। তবে সেই আবেদনে আমল দিল না বার্সেলোনা। বরং ১০ নম্বর জার্সি তুলে দেওয়া হল ক্লাবের তরুণ প্রজন্মের ফুটবলার আনসু ফাতির হাতে। এই মরসুম থেকে বার্সেলোনার ১০ নম্বর জার্সি গায়ে দেখা যাবে আনসু ফাতিকে। বার্সেলোনার হয়ে গত দু''মরসুমে নজর কেড়েছেন ফাতি। মেসি নিজেও তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। স্প্যানিশ নাগরিকত্ব পাওয়ার পর জাতীয় দলের জার্সি গায়েও খেলা হয়ে গিয়েছে ফাতির। এ বার বার্সেলোনা স্বপ্ন দেখছে তাঁকে নিয়েই। বুধবার বার্সেলোনার তরফে ভিডিয়ো এবং ছবি পোস্ট করে ১০ নম্বরের নতুন উত্তরাধিকারীর কথা জানানো হয়। বার্সেলোনার লা মাসিয়া অ্যাকাডেমি থেকে উঠে এসেছেন ফাতি। ক্লাবের হয়ে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৪২টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। ১৩টি গোল করেছেন। ক্লাবের সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা হিসেবে তাঁর নাম রেকর্ডবুকে ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছে। ২০২০-র নভেম্বরে হাঁটুতে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন ফাতি। ন''মাস চিকিতসাধীন থাকার পর মাঠে ফেরেন। আন্তর্জাতিক বিরতির পর চ্যাম্পিয়ন্স লিগে বায়ার্ন মিউনিখের বিরুদ্ধে ম্যাচেই ১০ নম্বর জার্সি গায়ে দেখা যেতে পারে তাঁকে।

শহরে তৈরি হতে চলেছে অত্যাধুনিক টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি, উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : অলিম্পিক্সে এখনও পর্যন্ত কোনও ভারতীয় টেবল টেনিস খেলোয়াড় পদক জিততে পারেননি। এবার এক বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে বাংলায় অত্যাধুনিক সুবিধা এবং আন্তর্জাতিক পরিকাঠামোযুক্ত টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি তৈরি হতে চলেছে। বুধবার পানাগড় থেকে সেই টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির "ভার্চুয়াল" সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দীর্ঘ দিন ধরেই বাংলায় টেবিল টেনিস পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। অলিম্পিক্সে খেলোয়াড়রা প্রতিনিধিত্ব করলেও উন্নত মানের কোচিং এবং অনুশীলনের অভাবে তাঁরা বেশি দূর যেতে পারছেন না। সে কারণেই নতুন টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমি তৈরি হচ্ছে। ওই অ্যাকাডেমির অন্যতম প্রধান প্রশিক্ষক হিসেবে থাকবেন প্রাক্তন জাতীয় চ্যাম্পিয়ন পৌলমী ঘটক। অতীতে তিনি বহু আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। পৌলমীর কথায়, "অলিম্পিক্সে টেবল টেনিসে এখনও কেউ পদক পাননি। আমি, আমার স্বামী সৌম্যদীপ (রায়) চাই এবার কেউ অলিম্পিক্সে দেশকে পদক এনে দিক। এবং তিনি যেন বাঙালি হন। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও সেটাই চান।"

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ণ প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বুধবার সন্ধ্যায় মহারাণী বিভুকুমারী দেবীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। কুঞ্জবন মালঞ্চনিবাসে মহারাণীর বাড়িতে এই সৌজন্য সাক্ষাৎকারের সময় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন সাংসদ মহারাণী বিভুকুমারী দেবীর সাথে কুশল বিনিময় করেন।

সাব্রুমে রাস্ত জবরদখল করে নেয়া হচ্ছে, হেলদোল নেই প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১ সেপ্টেম্বর।। ভোট আসে, ভোট যায় ! রাম-বাম সব আমলেই উন্নয়নের ফিরিস্তির কথা বলেন নেতা-নেত্রীরা , বাড়ি-বাড়ি গিয়ে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে জোড়হাত করে অনুরোধ করে ভোট ভিক্ষা করেন। পাহাড় থেকে সমতল ফেরীওয়ালাদের মতন ভোট আদায় করার পর ভুলে যান ঐ এলাকার উন্নয়নের ফিরিস্তির কথা। এক জলজ্যান্ত অভিযোগ উঠে এলো সাব্রুম মহকুমায়। সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৭-নং ওয়ার্ডে শহরের একেবারে প্রাণকেন্দ্র কমলারজোত এলাকাতে। এলাকার লোকজনের অভিযোগ , সাব্রুম বাজার ও সাব্রুম মহকুমা হাসপাতালের বিপরীতে সাব্রুম-আগরতলা জাতীয় সড়কের পাশ দিয়ে দিয়ে কমলারজোত রাস্তাটি দীর্ঘ বছর যাবত ভগ্নদশায় পরিণত হয়েছে। রাস্তাটি প্রথম অবস্থায় তৈরি করার সময় পাশ ছিলো ৭থেকে ৭.৫ ফুট এবং লম্বায় ছিলো ২৩৩-মিটার। বর্তমানে এই রাস্তাটি বিভিন্ন স্থানে কমে পাশে ৪ ফুট হয়ে গিয়েছে। এলাকার লোকজনের অভিযোগ রাস্তার দুই পাশে যে সমস্ত বাড়ি রয়েছে কিছু কিছু বাড়ির মালিকরা রাস্তার দখল করে নিজেদের বসত ঘর তৈরি করে নিয়েছেন। এ নিয়ে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে বহুবার লিখিত ভাবে জানানোর পরও কর্তৃপক্ষ কর্ণপাত করছেন না বলে অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে মহকুমার সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হন ওইসব এলাকার জনগণ। এলাকার লোকজনদের আরো অভিযোগ , এই এলাকাতে ৪০ থেকে ৫০-টি পরিবার রয়েছে। রাস্তার দুই পাশে জল নিষ্কাশনের জন্য নেই কোন ড্রেন, রাস্তার দুই পাশে বিদ্যুতের খুঁটি থাকলেও নেই স্টেট লাইট। দীর্ঘ বছর যাবৎ এই রাস্তাতে নেই কোনো সংস্কার। শুধু তাই নয় , যদি এলাকাতে হঠাৎ কোনো অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটলে ঢুকতে পারবেন না দমকল গাড়ি। এলাকাতে কোন অসুস্থ রোগীর জন্য এম্বুলেন্স ঢুকতে পারবে না। জরুরী পরিষেবা গাড়ি তো দূরের কথা, অটো পর্যন্ত ঢুকতে পারে না এই সরু রাস্তা দিয়ে। তাদের আরও অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে নগরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের শত শত লোকজন চলাচল করতে হয় প্রতিদিন। বর্ষা আসলে রাতের অন্ধকারে জীবজন্তুর ভয়কে মাথায় রেখে চিন্তামগ্ন হয়ে প্রাণ হাতে নিয়ে চলাচল করতে হয়।

এলাকার লোকজনরা বহুবার বাম আমলের পরে রাম আমলেও সাব্রুমের বর্তমান বিধায়ক থেকে শুরু করে নগর প্রশাসনকে লিখিত আকারে বলার পরও কাজের কাজ না হওয়াতে সংবাদমাধ্যমের দ্বারস্থ হন । এখন দেখার বিষয় খবর সম্প্রসারণ হওয়ার পর সরকার বাহাদুর কি ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

করিমগঞ্জের ভারত-বাংলা সীমান্তে বিএসএফের হাতে উদ্ধার ৬০ লক্ষাধিক টাকার নেশাজাতীয় ইয়াবা

করিমগঞ্জ (অসম), ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ড্রাগসের বিরুদ্ধে আপসহীন অভিযান জারি রেখেছে প্রশাসন। প্রতিদিনই রাজ্যের কোথাও না-কোথাও নেশাজাতীয় সামগ্রী ধরা পড়ছে পুলিশ অথবা বিএসএফের হাতে। এবার বাংলাদেশে পাচারের পথে কুড়ি হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগ। উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বাজারমূল্য আনুমানিক ৬০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। উদ্ধারকৃত নেশার ট্যাবলেটগুলো বিএসএফ কর্তপক্ষ করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দিয়েছে।

এক গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গভীর রাতে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর সাত নম্বর ব্যাটালিয়নের গোয়েন্দা বিভাগের জওয়ানরা অভিযানে নেমে এই সাফল্য পান। করিমগঞ্জ জেলার ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তবর্তী এলাকা শনিবাড়ি বাজার এলাকায় অভিযানে নেমে কুড়ি হাজার নেশাজাতীয় ইয়াবা ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করতে সক্ষম হয় বিএসএফ। শনিবাড়ি বাজার এলাকায় গভীর রাতে একটি অটো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিএসএফের গোয়েন্দা জওয়ানদের সন্দেহ হয়। এত রাতে কী উদ্দেশ্যে অটো এখানে দাঁড়িয়ে আছে? চালককে এই প্রশ্ন করে অটোর ভিতরে তল্লাশি শুরু করেন বিএসএফের জওয়ানরা।

এদিকে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে অটো চালক গা ঢাকা দিতে সক্ষম হয়। তালাশি অভিযানে অটো গাড়ি দুটি বড় বড় প্যাকেট বাজেয়াপ্ত করে বিএসএফ। ওই প্যাকেটের ভিতরেই ছিল নেশার ইয়াবা ট্যাবলেট। বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই এই ট্যাবলেটগুলো নিয়ে আসা হয়েছিল বলে বিএসএফ জানিয়েছে।আজ বুধবার সকালের দিকে বাজেয়াপ্তকৃত ইয়াবা ট্যাবলেটগুলো করিমগঞ্জ সদর থানায় সমঝে দিয়েছেন বিএসএফ কর্তৃপক্ষ।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেশ : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। টুইট করে বুধবার রাহুল লিখেছেন, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেশ। ফের দাম বেড়েছে রান্নার গ্যাসের, মহার্ঘ্য হয়েছে কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের দামও। এই নিয়ে বিগত ৮ মাসে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম বেড়েছে ২৯০.৫০ টাকা।

এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বৃদ্ধি নিয়েই বুধবার কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছেন রাহুল গান্ধী। বিজেপির লুটের বিরুদ্ধে ভারত-এই হ্যাশট্যাগ করে, বিভিন্ন সময়ে এলপিজি সিলিন্ডারের দাম তুলে ধরে রাহুল টুইটারে লিখেছেন, 'জনগণকে ক্ষুদার্ত পেতে ঘুমোতে যে বাধ্য করছে সে নিজেই বন্ধুদের ছায়ায় ঘুমোচ্ছে....কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে দেশ।'

নবম-দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু পর্যায়ক্রমে স্কুল খুলছে দিল্লিতে

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিল্লি সরকারের "গ্রিন সিগন্যাল" পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি। পূর্ব ঘোষণা মতোই বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী দিল্লিতে খুলে গেল স্কুল। দিল্লিতে এদিন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ক্লাসও চালু হবে। এরপর ৮ সেপ্টেম্বর থেকে দিল্লির স্কুলে শুরু হবে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণীর ক্লাস। দিল্লিতে কোচিং ক্লাস, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় খোলারও অনুমতি মিলেছে।

এদিন দিল্লির বিভিন্ন স্কুলে আগত ছাত্র-ছাত্রীরা বলেন, "করোনার ভয় তো রয়েছেই, তবে আমাদের পড়াশোনা তো করতেই হবে ও পরীক্ষায় বসতে হবে।" বহুদিন পর স্কুল খুলে যাওয়ায় অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রীরাই খুশি। অনলাইন ক্লাসে তাঁরা যে কতটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, তাও অনেকেই বলেছেন। দ্বাদশ শ্রেণীর এক ছাত্র বলেন, অনলাইন ক্লাসের তুলনায় স্কুলে এসে পড়াশোনা করা অনেক ভালো। আমরা সবাই এই দিনের অপেক্ষায় ছিলাম। প্রসঙ্গত, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে গত বছরের মার্চ মাসে দেশব্যাপী লাগু হয় লকডাউন, সেই থেকেই দিল্লিতে বন্ধ ছিল স্কুল।

৮ মাসে দাম বৃদ্ধি ২৯০, ২৫ টাকা দাম বাড়ল এলপিজি সিলিন্ডারেব

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): সাধারণ মানুষের দুর্ভোগে আরও বাড়ল। মহার্ঘ্য হল রান্নার গ্যাসের দাম। বুধবার থেকে বাড়ির রান্নার গ্যাসের দাম ২৫ টাকা বৃদ্ধি করেছে পেট্রোলিয়াম কোম্পানিগুলি। বর্ধিত মূল্য কার্যকর হয়েছে বুধবার থেকেই। এই নিয়ে বিগত ৮ মাসে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ল ২৯০.৫০ টাকা। বুধবার থেকে কলকাতায় ১৪.২ কেজির ভর্তুকিহীন সিলিন্ডার কিনতে হবে ৯১১ টাকা দিয়ে। আগের থেকে আরও ২৫ টাকা বেশি। দিল্লিতে ভর্তুকিহীন রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে হয়েছে ৮৮৪.৫০ টাকা। ১৯-কেজি কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের দামও ৭৫ টাকা বেড়েছে, ফলে দিল্লিতে কমার্শিয়াল সিলিন্ডারের দাম বেড়ে হল ১,৬৯৩ টাকা।

এদিকে, প্রায় এক সপ্তাহ থমকে থাকার পরে বুধবার আইওসি-র পাম্পে পেট্রোল-ডিজেলের দর সামান্য কমছে, লিটারে যথাক্রমে ১০ পয়সা এবং ১৪ পয়সা। এর আগে আগস্টের মাঝামাঝি ১৪.২ কেজির সিলিন্ডারের দাম বাড়ে ২৫ টাকা। কেন এই মূল্যবৃদ্ধি? তেল সংস্থা সূত্রের খবর, বিশ্ব বাজারে এলপিজি-র মূল উপাদান প্রোপেন-বুটেনের দর বৃদ্ধিই এর কারণ।

রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ-সহ কিছু রাজ্যে খুলল স্কুল, খুশি পড়ুয়ারা

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ দিন পর শিক্ষাঙ্গনে ফেরার আনন্দ উপভোগ করলেন দিল্লি, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও তেলেঙ্গানার ছাত্র-ছাত্রীরা। স্কুলে ফিরে বেজায় খুশি পড়ুয়ারা। খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারাও। ৫০ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে বুধবার থেকে মধ্যপ্রদেশে খুলেছে স্কুল। আপাতত ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস চালু হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। রাজ্য সরকারের সমস্ত কোভিড-বিধি মেনেই এদিন থেকে স্কুল খুলেছে মধ্যপ্রদেশে। রাজস্থানেও বুধবার থেকে খুলেছে সমস্ত স্কুল, মরুরাজ্যে আপাতত শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন। স্কুলে ফিরে খুশি ছাত্র-ছাত্রীরা। অনেকেই জানিয়েছেন, এবার থেকে আমরা শিক্ষকদের সামনাসামনি কথা বলতে পারব। দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তালমিলনাড়ুতেও এদিন খুলেছে স্কুল। এই রাজ্যেও আপাতত শুরু হয়েছে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পঠনপাঠন। দীর্ঘদিন পর স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখে খুশি প্রকাশ করেছেন শিক্ষকরা। একইসঙ্গে জানিয়েছেন, সরকারি কোভিড-বিধি কঠোরভাবে মেনে চলা হবে।

তেলেঙ্গানায় এদিন স্কুল খোলার অনুমতি মিললেও, হায়দরাবাদে এদিনও বন্ধ ছিল বিভিন্ন স্কুল। তার মধ্যে রয়েছে হায়দরাবাদের অক্সফোর্ড হাইস্কুলও। এই স্কুলের একজন শিক্ষক জানিয়েছেন, আমরা ক্লাসরুম স্যানিটাইজ করছি ও সামাজিক দূরত্ববিধি যাতে মেনে চলা হয় তা নিশ্চিত করছি। দিল্লি সরকারের "গ্রিন সিগন্যাল" পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছিল প্রস্তুতি। পূর্ব ঘোষণা মতোই বুধবার, ১ সেপ্টেম্বর থেকে রাজধানী দিল্লিতে খুলে গেল স্কুল। দিল্লিতে এদিন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু হয়েছে। ধীরে ধীরে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য ক্লাসও চালু হবে।

বৃষ্টিতে দিল্লির রাস্তায় জমল জল, হলুদ সতর্কতা জারি আইএমডি-র

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লি ফের বৃষ্টিতে ভিজল। বৃষ্টি এতটাই বেশি হয়েছে যে মুনিরকা-সহ দিল্লির বিভিন্ন নীচু এলাকায় জল জমে যায়, যানবাহন চলাচলও বিঘ্নিত হয়েছে। বুধবার ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয় দিল্লিতে, দিল্লির মিন্টো রোড, আইটিও, মুনিরকা প্রভৃতি এলাকায় শুরু হয় বৃষ্টি। আইএমডি জানিয়েছে, বুধবার সকাল ৮.৩০ মিনিট পর্যন্ত বিগত ২৪ ঘন্টায় সফদরজং অবজারভেটরিতে ১১২.১ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।

নয়ডায় রেস্তরাঁ-মালিককে গুলি করে খুন সুইগির ডেলিভারি বয়ের

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স) : খাবারের অর্ডার দিতে দেরি হওয়ায় গ্রেটার নয়ডায় এক রেস্তরাঁর মালিককে গুলি করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে খাবার ডেলিভারি সংস্থা সুইগির এক ডেলিভারি বয়ের বিরুদ্ধে। রেস্তরাঁর সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে নয়ডায় একটি আবাসনের নীচে সুনীল আগরওয়াল নামের এক যুবকের একটি রেস্তরাঁয় একটি অর্ডার নিতে যান ওই ডেলিভারি বয়। রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, দু'টি খাবারের অর্ডার দেওয়া ছিল। তার মধ্যে একটি খাবার তৈরি হয়ে গেলেও অন্য খাবারটি দিতে একটু দেরি হয়। সেই ঘটনা নিয়েই রেস্তরাঁর এক কর্মীর সঙ্গে বিবাদে জড়ান ওই ডেলিভারি বয়। ঘটনার মধ্যস্থতা করতে আসেন সুনীল। তখনই ওই যুবক তাঁর মাথায় গুলি করেন বলে অভিযোগ। সঙ্গে সঙ্গে রেস্তরাঁর কর্মীরা সুনীলকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

দু'টি শিশুকে বাঁচাতে গিয়ে ৩ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট, গাজিয়াবাদে মৃত্যু ৫ জনের

গাজিয়াবাদ, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল ৫ জনের। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন তিনটি শিশু ও একজন মহিলা। ৫ জনের মধ্যে দু''জন একই পরিবারের সদস্য। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে গাজিয়াবাদের সিহানি গেট থানার অন্তর্গত রাকেশ মার্গে, তেন সিং প্রাসাদের কাছে ৩ নম্বর স্ট্রিটে। রোদ ও বৃষ্টি থেকে বাঁচতে মুদিখানার দোকানের সামনে টিন দিয়ে ছাউনি করা হয়েছিল। বুধবার সকালে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছিল, তখন টিনের ছাউনির সঙ্গে স্পর্শ করে বৈদ্যুতিক তার।

ওই মুদির দোকানে কিছু কিনতে গিয়েছিল দু''টি শিশু। টিনের ছাউনির সংস্পর্শে থাকা লোহার খুঁটিতে হাত দেওয়া মাত্রই দু''টি শিশু বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। ৩ জন তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করলে, তাঁরাও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। তাঁদের তড়িঘড়ি নিয়ে যাওয়া হয় নিকটবর্তী হাসপাতালে। হাসপাতালে নিয়ে হলে ৪ জনের মৃত্যু হয়, পরে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গাজিয়াবাদের এডিএম (শহর) শৈলেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, বুধবার সকালে গাজিয়াবাদে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনটি শিশু ও একজন মহিলা-সহ ৫ জনের। এডিএম (শহর) আরও জানিয়েছেন, বিদ্যুৎ পরিবাহী একটি খুঁটি স্পর্শ করা মাত্রই ৫ জন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হন। মৃতদের নাম-জানকি (২৫), তাঁর মেয়ে শুভি (৩ বছর), সিমরন (১১), লক্ষ্মী শঙ্কর (২৪) ও খুশি (১০)।

প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়ল মার্কিন হেলিকপ্টার, নিখোঁজ ৫ ক্রু সদস্য

স্যান ডিয়েগো, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): স্যান ডিয়েগো উপকূলে প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়ল একটি আমেরিকান নৌ হেলিকপ্টার। হেলিকপ্টার ভেঙে পড়ার পর থেকেই খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না ওই হেলিকপ্টারে থাকা ৫ জন ক্রু সদস্যকে। তবে, একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। মঙ্গলবার মিলিটারি আধিকারিক জানিয়েছেন, আমেরিকার সময় অনুযায়ী বিকেল ৪.৩০ মিনিট নাগাদ স্যান ডিয়েগো থেকে ৬০ নটিক্যাল মাইল দূরে প্রশান্ত মহাসাগরে ভেঙে পড়ে নৌ হেলিকপ্টার এমএইচ-৬০এস। রুটিন উড়ানের সময় হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে।

দুর্ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই উদ্ধারকাজ চালিয়ে একজনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, তবে ৫ জনের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। আমেরিকা নৌ বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রুটিন ফ্লাইট অপারেশনের সময় হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে। ৫ জনের খোঁজে সন্ধান চালাচ্ছে উপকূল রক্ষী বাহিনী ও নৌ বাহিনী।

গান্ধী-নেহরু পরিবার নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য ! পুণে-তে পায়েলের বিরুদ্ধে মামলা

পুণে, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী সম্পর্কে বিতর্কিত ও আপত্তিজনক মন্তব্য করায় আক্রোশের মুখে পড়লেন অভিনেত্রী পায়েল রোহতাগি। মহারাষ্ট্রের পুণে-তে পায়েলের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে ভারতীয় দন্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা। আইপিসি-র ১৫৩ (এ), ৫০০, ৫০৫ (২) ও ৩৪ নম্বর ধারায় পায়েলের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে মামলা। পুণে শহরের কংগ্রেস মুখপাত্র রমেশ আইয়ার জানিয়েছেন, 'পায়েল রোহতাগি বারবার নেহরু-গান্ধী পরিবার সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।'

সামাজিক মাধ্যমে শেয়ার করা একটি ভিডিও-তে মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহরু, ইন্দিরা গান্ধী ও রাজীব গান্ধী সম্পর্কে বিতর্কিত ও আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন বলে অভিযোগ অভিনেত্রী পায়েলের বিরুদ্ধে। নেহরু-গান্ধী পরিবার সম্পর্কে আপত্তিজনক মন্তব্যের জন্য অস্বস্তিতে পড়েছেন বলিউডের এই অভিনেত্রী। পুণের শিবাজী নগর থানায় পুণে শহরের কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে পায়েলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

ইন্দোর-দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানের শুভসূচনা সিন্ধিয়া বললেন অত্যন্ত আনন্দিত

ভোপাল, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। শুভসূচনা হয়ে গেল ইন্দোর থেকে দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার। বুধবার সকালে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে ইন্দোর-দুবাই আন্তর্জাতিক বিমান পরিষেবার শুভসূচনা করেছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া। ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় কৃষি মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভি কে সিং ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। পরে টুইট করে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া জানিয়েছেন, মধ্যপ্রদেশে গোয়ালিয়র ও দিল্লি এবং ইন্দোরের মধ্যে।

ভারতে করোনা-সংক্রমণ ৩.২৮ কোটির বেশি, ৪৬০ বেড়ে মৃত্যু ৪.৩৯-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভারতে বেড়েই চলেছে করোনা-সংক্রমণের হার, দৈনিক মৃত্যুর সংখ্যা আপাতত নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ৯৬৫ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৬০ জনের। মঙ্গলবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৩,৯৬৪ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৫১ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৭৮,১৮১ জন (১.১৫ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ৭,৫৪১ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৬,০৬,৭৮৫। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪১,৯৬৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২৮ লক্ষ ১০ হাজার ৮৪৫ জন। ভারতে ৬৫.৪১-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৬৫,৪১,১৩,৫০৮ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (মঙ্গলবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ১,৩৩,১৮,৭১৮ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৬০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৩৯,০২০ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, মঙ্গলবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৩,৯৬৪ জন। ফলে বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১৯,৯৩,৬৪৪ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৫১ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৬৫ কোটি ৪১ লক্ষ ১৩ হাজার ৫০৮ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সমগ্র দেশে নতুন করে আক্রান্ত ৪১,৯৬৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় শুধুমাত্র কেরলেই আক্রান্ত হয়েছেন ৩০,২০৩ জন, ওই দক্ষিণ ভারতের এই রাজ্যে মৃত্যু হয়েছে ১১৫ জনের।

বুধবার আগরতলায় কৃষক আন্দোলনে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছে সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠন। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।